টীকা-২০৫. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ,

টীকা-২০৬. এটা তাদের কোমল অন্তরের রোদনের বিবরণ। তারা ক্বোরআন শরীফের, তাদের অন্তরের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল বিষয়বস্তুসমূহ শুনে কেঁদে ফেললো। সুতরাং বাদশাহ্ নাজ্জাশীর অনুরোধে হযরত জা'ফর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) তাঁর দরবারে 'সূরা মারয়াম' ও 'সূরা তোয়াহা'-এর আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনালেন। তখন বাদশাহ্ নাজ্জাশী এবং তাঁর রাজন্যবর্গ, যাঁদের মধ্যে তাঁর গোত্রীয় আলিমগণও উপস্থিত ছিলেন, সবাই তুমুলভাবে ক্রন্দন করতে লাগলেন। অনুরূপভাবে, নাজ্জাশীর গোত্রের সত্তরজন লোক, যাঁরা বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাযির হয়েছিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে 'সূরা ইয়াসীন' শুনে খুব ক্রন্দন করেন।

৮৩. এবং তারা যখন শ্রবণ করে সেটা, যা রসূলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (২০৫), তখন তাদের চক্ষুসমূহ দেখো– অশ্রুতে ভরে উঠছে (২০৬), একারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে, 'হে প্রতিপালক আমাদের! আমরা ঈমান এনেছি (২০৭)। সুতরাং আমাদেরকে সত্যের সাক্ষীগণের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে নিন (২০৮)।'

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝

৮৪. 'এবং আমাদের কী হয়েছে যে, আমরা ঈমান আন্‌বোনা আল্লাহ্‌র উপর এবং ঐ সত্যের উপর যা আমাদের নিকট এসেছে? এবং আমরা এ প্রত্যাশা করি যে, আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালক সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করবেন (২০৯)।'

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ۝

৮৫. অতঃপর আল্লাহ্ তাদের এ স্বীকারোক্তির বিনিময়ে তাদেরকে (এমন) জান্নাতসমূহ দিলেন, যেগুলোর নীচে নদীসমূহ প্রবাহিত। (তারা) সেগুলোর মধ্যে সর্বদা অবস্থান করবে। এটাই পুরস্কার (২১০) সৎ লোকদের।

فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝

৮৬. এবং ঐসব লোক, যারা কুফর করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, তারা হচ্ছে দোযখবাসী।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

রুকূ' – বার

৮৭. হে ঈমানদারগণ (২১১)! তোমরা হারাম করোনা সেসব পবিত্র বস্তুকে, যেগুলো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন (২১২) এবং সীমাতিক্রম করোনা। নিশ্চয় সীমাতিক্রমকারীরা আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয় নয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

৮৮. এবং আহার করো যা কিছু তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জীবিকা দিয়েছেন, হালাল-পবিত্র; এবং ভয় করো আল্লাহ্‌কে, যাঁর উপর তোমাদের ঈমান আছে।

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

টীকা-২০৭. বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এবং আমরা তাঁর সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছি।

টীকা-২০৮. এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে দাখিল করো, যিনি ক্বিয়ামত-দিবসে সমস্ত উম্মতের সাক্ষী হবেন। (এটা তারা ইঞ্জীল থেকে জেনে নিয়েছিলো।)

টীকা-২০৯. যখন হাবশার (আবিসিনিয়া) প্রতিনিধিদল ইস্‌লাম দ্বারা (তা গ্রহণ করে) ধন্য হয়ে ফিরে গেলো, তখন ইহুদীগণ এজন্য তাদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করলো। এরই প্রত্যুত্তরে তাঁরা একথা বললেন, "যখন সত্য সুস্পষ্ট হয়ে গেলো, তখন আমরা কেন ঈমান আন্‌বোনা?" অর্থাৎ এমতাবস্থায় ঈমান না আনাই নিন্দাযোগ্য কাজ; ঈমান আনা নয়। কেননা, এটা উভয় জগতের সাফল্য লাভের উপায়।

টীকা-২১০. যারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে ঈমান এনেছে এবং সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছে।

টীকা-২১১. শানে নুযূলঃ সাহাবা কেরামের একটা দল রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওয়াজ শুনে একদিন হযরত ওস্‌মান ইবনে মায্‌'উনের নিকট সমবেত হলেন এবং তাঁরা পরস্পর সংসার ত্যাগের অঙ্গীকার করলেন আর এর উপর একমত হলেন যে, 'তাঁরা মোটা কাপড় পরিধান করবেন, সর্বদা দিনের বেলায় রোযা রাখবেন, রাত আল্লাহ্‌র ইবাদতের মধ্যে জাগ্রত থেকেই অতিবাহিত করবেন, বিছানায় শয়ন করবেন না, মাংস ও চর্বি আহার করবেন না, আপন স্ত্রীদের থেকেও পৃথক থাকবেন এবং খুশ্‌বু লাগাবেন না।' এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাঁদেরকে এ ইচ্ছা থেকে রুখে দেয়া হয়েছে।

টীকা-২১২. যেভাবে হারামকে পরিত্যাগ করা যায় সেভাবে হালাল বস্তুসমূহকে পরিত্যাগ করোনা এবং অতিরঞ্জিত করে এটাও বলোনা, "আমরা এটাকে নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছি।"

টীকা-২১৩. ভুল বুঝে শপথ করা, অর্থাৎ যাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'নিরর্থক শপথ' (يمين لغو) বলা হয়। তা হচ্ছে– 'মানুষ কোন ঘটনাকে নিজ ধারণায় সত্য মনে করে শপথ করে নিলো; কিন্তু বাস্তবে তা অনুরূপ নয়।' এমন শপথের উপর কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) নেই।

টীকা-২১৪. অর্থাৎ 'ইচ্ছাকৃত শপথ' (يمين منعقده); ভবিষ্যতে কোন কাজের উপর ইচ্ছা করে যে শপথ করা হয়। এমন শপথ ভঙ্গ করা গুনাহ্ এবং এর উপর কাফ্ফারাও আবশ্যক।

টীকা-২১৫. দু'বেলার। হয়ত তাদেরকে আহার করাবে, নতুবা পৌণে দু'সের (অর্ধ সা) গম অথবা সাড়ে তিন সের যব (এক সা') 'সাদ্ক্বাহ্-ই-ফিত্‌র'-এর মতো দিয়ে দেবে। ★

৮৯. আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না তোমাদের ভুল বুঝে শপথ করার উপর (২১৩), হাঁ, ঐসব শপথের উপর পাকড়াও করবেন যেগুলোকে তোমরা সুদৃঢ় করেছো (২১৪)। তখন এমন শপথের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে দশজন মিসকীনকে খাদ্য দেয়া (২১৫) আপন পরিবারের লোকদেরকে যা আহার করাও তার মধ্যম ধরনের (২১৬), অথবা তাদেরকে কাপড় দেয়া (২১৭), অথবা একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেয়া। অতঃপর যে ব্যক্তি এসবের কোনটার সামর্থ্য রাখেনা তার জন্য তিন দিনের রোযা রাখা (২১৮)। এটাই হচ্ছে প্রায়শ্চিত্ত তোমাদের শপথসমূহের, যখন শপথ করবে (২১৯) এবং স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা করো (২২০)। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।

৯০. হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য-নির্ণায়ক শর অপবিত্র, শয়তানী কাজ। সুতরাং তোমরা তা থেকে বেঁচে থাকো। যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করো।

৯১. শয়তান তো এটাই চায় যে, তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাবে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাযে বাধা দিতে চায় (২২১)। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে?

৯২. এবং নির্দেশ মান্য করো আল্লাহ্‌র এবং আদেশ পালন করো রসূলের এবং সতর্ক থাকো। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও (২২২),

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ
وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ
الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ
مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ
اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ
فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ
ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ
وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ٨٩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ ٩٠
اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَ
الْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ
الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ٩١
وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ
وَاحْذَرُوْا فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ

মাস্আলাঃ এটাও বৈধ যে, একজন মিস্কীনকে দশদিন যাবৎ দেবে অথবা আহার করাবে।

টীকা-২১৬. অর্থাৎ না খুব উন্নতমানের; না একেবারে নিম্নমানের; বরং মধ্যম ধরণের।

টীকা-২১৭. মধ্যম ধরণের, যা দ্বারা অধিকাংশ শরীর ঢাকতে পারে। হযরত ইব্‌নে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা থেকে বর্ণিত– 'একটা লুঙ্গী ও একটা জামা অথবা একটা লুঙ্গী ও একটা চাদর দিতে হবে।'

মাস্আলাঃ কাফ্ফারার ক্ষেত্রে এ তিনটা বস্তুর মধ্যে ইখ্‌তিয়ার আছেঃ হয়ত খাদ্য দেবে কিংবা কাপড় দেবে অথবা ক্রীতদাস মুক্ত করবে। যে কোন একটা দ্বারা কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে।

টীকা-২১৮. মাস্আলাঃ রোযা দ্বারা কাফ্ফারা তখনই আদায় করা যাবে যখন খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান এবং গোলাম আযাদ করার সামর্থ্য না থাকে।

মাস্আলাঃ এটাও জরুরী যে, রোযাগুলোও একাধারে রাখবে।

টীকা-২১৯. অর্থাৎ শপথ করে তা ভঙ্গ করো; অর্থাৎ তা রক্ষা না করো।"

মাস্আলাঃ শপথ ভঙ্গ করার পূর্বে কাফ্ফারা দেয়া দুরস্ত নয়।

টীকা-২২০. অর্থাৎ সেগুলো পূরণ করো যদি সেগুলোতে শরীয়ত মতে কোনরূপ ক্ষতি না থাকে এবং এটাও শপথ রক্ষা করার শামিল যে, শপথ করার অভ্যাস পরিহার করবে।

টীকা-২২১. এ আয়াতে মদ ও জুয়ার কুফলসমূহ এবং মন্দ পরিণামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন– মদ্যপান এবং জুয়া খেলার একটা কুফল তো এটাই যে, এ'তে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। আর যারা এসব অপকর্মের মধ্যে লিপ্ত হয় তারা আল্লাহ্‌র স্মরণ ও নামাযের ওয়াক্তগুলোর প্রতি নিয়মানুবর্তিতা থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়।

টীকা-২২২. আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও রসূলের অনুসরণ থেকে।

★ ১ সা' = ৪ কেজি প্রায় ১০ গ্রাম। অর্দ্ধ সা' = ২ কেজি প্রায় পাঁচ গ্রাম। - আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)

টীকা-২২৩. এটা হচ্ছে শাস্তির হুমকি ও ধমক। যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বিধি-নিষেধ স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, তখন তাঁর উপর যা কর্তব্য ছিলো তা সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন যে ব্যক্তি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে শাস্তির উপযোগী হবে।

টীকা-২২৪. শানে নুযূলঃ এ আয়াত ঐসব সাহাবীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যাঁরা মদ হারাম হবার পূর্বে ইন্তিকাল করে গেছেন। মদ হারাম হবার বিধান অবতীর্ণ হবার পর সাহাবা কেরামের অন্তরে তাঁদের জন্য এ চিন্তা-ভাবনার সঞ্চার হলো যে, 'তাঁদেরকে এজন্য জবাবদিহি করতে হবে কিনা!' তাঁদেরই প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, হারাম হবার বিধান অবতীর্ণ হবার পূর্বে যেসব সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদার কিছু পানাহার করেছে তাতে তাঁরা গুনাহ্‌গার নন।

টীকা-২২৫. আয়াতের মধ্যে ' اتقوا ' ক্রিয়াপদটা, যার অর্থ 'ভয় করা ও সাবধানে চলা' তিন বার উল্লেখ করা হয়েছে; প্রথমটার অর্থ- 'শির্ককে ভয় করা ও তা থেকে বিরত থাকা।' দ্বিতীয়টার অর্থ- 'মদ ও জুয়া থেকে বেঁচে থাকা।' আর তৃতীয়টার অর্থ হচ্ছে- 'সমস্ত হারাম বা অবৈধ বস্তু থেকে নিবৃত্ত হওয়া।'

তবে জেনে রেখো- আমার রসূলের দায়িত্ব হচ্ছে শুধু স্পষ্টভাবে নির্দেশ পৌঁছিয়ে দেয়াই (২২৩)।

فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٩٢﴾

৯৩. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের উপর কোন গুনাহ্ নেই (২২৪) যা কিছুর স্বাদ তারা গ্রহণ করেছে। যখন (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে এবং ঈমান রাখে ও সৎ কার্যাদি করে; পুনরায় (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে ও ঈমান রাখে, পুনরায় ভয় করে ও সৎভাবে থাকে এবং আল্লাহ্ সৎ ব্যক্তিবর্গকে ভালবাসেন (২২৫)।

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ۭ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٣﴾

রুকূ' - তের

৯৪. হে ঈমানদারগণ! অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন এমন কতেক শিকার-প্রাণী দ্বারা, যেগুলো পর্যন্ত তোমাদের হাত ও বর্শা পৌঁছবে (২২৬), যাতে আল্লাহ্ পরিচয় করিয়ে দেন ঐসব লোকের, যারা তাঁকে না দেখেও ভয় করে। অতঃপর, এর পরেও যে ব্যক্তি সীমা লংঘন করবে (২২৭) তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٤﴾

৯৫. হে ঈমানদারগণ! তোমরা শিকার- জন্তু হত্যা করোনা যখন তোমরা ইহরাম-অবস্থায় থাকো (২২৮)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ

কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- প্রথমটা দ্বারা 'শির্ক পরিহার করা', দ্বিতীয়টা দ্বারা 'গুনাহ্ ও অবৈধ বস্তুসমূহ পরিহার করা', এবং তৃতীয়টা দ্বারা 'সন্দেহজনক বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকা' বুঝানো হয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- প্রথমটা দ্বারা 'সমস্ত হারাম বা অবৈধ বস্তু থেকে বেঁচে থাকা', দ্বিতীয়টা দ্বারা 'সেটার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা' এবং তৃতীয়টা দ্বারা ওহী নাযিল হবার কিংবা এর পরবর্তী সময়ে যা কিছু নিষেধ করা হয় সেগুলো পরিহার করা' উদ্দেশ্য। (মাদারিক, খাযিন ও জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-২২৬. ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়। এ বৎসর মুসলমানগণ ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁদেরকে এ পরীক্ষায় অবতীর্ণ করা হলো যে, শিকারের বহু সংখ্যক পশু ও পক্ষী তাঁদের হাতের নাগালে আসলো এবং তাঁদের আরোহণের পশুগুলোর উপর এভাবে ছাইয়ে গেলো যে, সেগুলোকে হাতে ধরে ফেলা ও অস্ত্র দিয়ে শিকার করা তাঁদের সম্পূর্ণ ইখতিয়ারেই ছিলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত শরীফ নাযিল করলেন। আর এ পরীক্ষায় তাঁরা, আল্লাহ্‌র করুণায়, অনুগত প্রমাণিত হলেন এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের মধ্যে অবিচল রইলেন।

টীকা-২২৭. এবং পরীক্ষার পরে অবাধ্যতা প্রকাশ করবে

টীকা-২২৮. মাস্‌আলাঃ ইহ্‌রামধারীর জন্য শিকার করা, অর্থাৎ স্থলভাগের কোন বন্য শিকার-পশুকে হত্যা করা হারাম।

মাস্‌আলাঃ শিকার- জন্তুর দিকে ইঙ্গিত করা অথবা অন্য কোন উপায় বাতলে দেয়াও শিকার করার শামিল এবং নিষিদ্ধ।

মাস্‌আলাঃ ইহরাম-অবস্থায় যে কোন বন্য পশু শিকার করা নিষিদ্ধ, চাই সেটা হালাল পশু হোক কিংবা না-ই হোক।

মাসআলাঃ দংশনকারী কুকুর, কাক, বিচ্ছু, চিল্, ইঁদুর, নেকড়ে বাঘ এবং সাপ- এ সব প্রাণীকে হাদীস শরীফে 'ফাওয়াসিক্' (فواسق) বলা হয়েছে এবং সেগুলোকে হত্যা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

মাসআলাঃ মশা, পিপীলিকা, মাছি, মাটির বিষাক্ত কীট এবং আক্রমণকারী হিংস্র জন্তুকে হত্যা করা ক্ষমাযোগ্য। (তাফসীর-ই-আহমদী ইত্যাদি)

টীকা-২২৯. মাস্আলাঃ ইহরাম-অবস্থায় যে সব প্রাণীকে হত্যা করা নিষিদ্ধ, সেগুলো সর্বাবস্থায়ই নিষিদ্ধ– চাই ইচ্ছাকৃতভাবে হোক কিংবা ভুলবশ-হোক। ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার বিধান (প্রায়শ্চিত্ত) তো আয়াত শরীফ থেকে জানা গেলো, আর ভুলবশতঃ হত্যা করার হুকুম (প্রায়শ্চিত্তের বিধান) হ- শরীফ থেকে প্রমাণিত হয়। (মাদারিক)

টীকা-২৩০. অনুরূপ, 'জন্তু প্রদান করা'র অর্থ হচ্ছে– তা মূল্যের মধ্যে হত্যাকৃত জন্তুর সমান হওয়া। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) এবং ইমাম আবূ য়ূসুফ (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি)-এরও একই অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফে'ঈ (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হিমা)-এর মতে, গড়ন ও আকৃতিতে হত্যাকৃত পশুর সমান হওয়ার কথাই বুঝানো হয়েছে। (তাফসীর-ই-মাদারিক ও আহমদী)

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا
فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا
بٰلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ
أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ
أَمْرِهِ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ
فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝٩٥

এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে (২২৯) তবে তার বদলা (প্রায়শ্চিত্ত) এই যে, অনুরূপ গবাদি পশু থেকে প্রদান করা (২৩০), তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোক সেটার নির্দেশ (ফয়সালা) করবে (২৩১); এটা এমন ক্বোরবানী হবে, যা কা'বায় পৌঁছবে (২৩২); অথবা কাফ্ফারা দেবে– কতিপয় দরিদ্রের অন্ন (২৩৩), কিংবা এর সমপরিমাণ রোযা, যাতে সে আপন কৃতকর্মের কুফল ভোগ করে। আল্লাহ্ ক্ষমা করেছেন যা গত হয়ে গেছে (২৩৪); এখন যে ব্যক্তি পুণরায় করবে আল্লাহ্ তার নিকট থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নেবেন; এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا
لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ
الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ
إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝٩٦

৯৬. হালাল করা হয়েছে তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তা ভক্ষণ করা; তোমাদের ও মুসাফিরদের উপকারার্থে; এবং তোমাদের জন্য হারাম স্থলের– শিকার (২৩৫) যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইহরাম-অবস্থায় থাকবে এবং আল্লাহ্কে ভয় করো, যাঁর দিকে তোমরা উত্থিত হবে।

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ
قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ
وَالْقَلَآئِدَ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ
اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝٩٧

৯৭. আল্লাহ্ সম্মানিত ঘর কা'বাকে মানুষের আবাসস্থল করেছেন (২৩৬) এবং সম্মানিত মাস, (২৩৭), হেরমে প্রেরিত ক্বোরবাণীর পশু ও গলায় ঝুলন্ত চিহ্নবিশিষ্ট জন্তুসমূহকে (২৩৮)। এটা এ জন্যই যেন তোমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করো যে, আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে, এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে; এবং এটাও যে, আল্লাহ্ সব কিছু জানেন।

اِعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَ
أَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٩٨

৯৮. জেনে রেখো যে, আল্লাহ্র শাস্তি কঠোর (২৩৯) এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

টীকা-২৩১. অর্থাৎ তাঁরা মূল্য নির্ণয় করবেন। এ মূল্য ঐ জায়গায়ই গ্রহণযোগ্য হবে, যেখানে শিকার-পশুকে হত্যা করা হয়েছে। অথবা তার পার্শ্ববর্তী স্থানের।

টীকা-২৩২. অর্থাৎ কাফ্ফারার পশু মক্কার হেরম শরীফের বাইরে যবেহ করা দুরস্ত নয়; বরং মক্কা মুকার্‌রামার অভ্যন্তরেই হওয়া চাই। কা'বা ঘরের ভিতর যবেহ করাও বৈধ নয়। এজন্য যে, 'কা'বা ঘরের দিকে' পৌঁছানোর কথা এরশাদ হয়েছে, 'কা'বার ভিতর' বলা হয়নি। আর কাফ্ফারা 'খাদ্যবস্তু' অথবা 'রোযা'র মাধ্যমে আদায় করা যাবে। তখন তার জন্য মক্কা মুকার্‌রামার অভ্যন্তরে হওয়ার শর্তারোপ করা হয়নি; বরং বাইরেও জায়েয আছে। (আহমদী ইত্যাদি)

টীকা-২৩৩. মাসআলাঃ এটাও জায়েয হবে যে, শিকারকৃত পশুর সমমূল্যের খাদ্য-শস্য ক্রয় করে মিস্কীনদেরকে এভাবে প্রদান করবে যেন প্রত্যেক মিস্কীন 'সাদ্ক্বাহ্-ই-ফিতর'- এর সমান পায়।

এটাও জায়েয আছে যে, এ মূল্যের মধ্যে যতজন মিস্কীন এরূপ অংশ পরিমাণ খাদ্য-শস্য পাবে, ততোসংখ্যক রোযা রাখবে।

টীকা-২৩৪. অর্থাৎ- এ আদেশের পূর্বে যেসব শিকার-জন্তু হত্যা করা হয়েছে;

টীকা-২৩৫. এ আয়াতের মধ্যে এ মাস্আলাটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইহরামধারীর জন্য সামুদ্রিক শিকার বৈধ এবং স্থলের শিকার হারাম। সামুদ্রিক শিকার হচ্ছে এমন প্রাণী, যা সমুদ্রেই জন্মলাভ করে। আর স্থলের শিকার হচ্ছে ঐ প্রাণী, যার জন্ম স্থল ভাগেই হয়।

টীকা-২৩৬. অর্থাৎ যেখানে ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় প্রকার বিষয়াদি সম্পাদন করা হয়। ভীত লোক সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। দুর্বলেরা সেখানেই নিরাপত্তা পায়। ব্যবসায়ীরা সেখানে লাভবান হয়। হজ্জ ও ওমরাহ্কারীগণ সেখানেই হাযির হয়ে হজ্জের বিধানসমূহ পালন করে থাকেন।

টীকা-২৩৭. অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসকে, যার মধ্যে হজ্জ পালন করা হয়।

টীকা-২৩৮. অর্থাৎ এগুলোতে সাওয়াব বেশী, এসব ক'টিকে তোমাদের মঙ্গল প্রতিষ্ঠার উপায়-উপকরণ করেছেন।

টীকা-২৩৯. সুতরাং হেরম ও ইহরামের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখো। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় করুণার কথা উল্লেখ করার পর তাঁর গুণবাচক নাম– 'কঠোর শাস্তিদাতা' উল্লেখ করেছেন; যাতে 'ভয় ও আশা' দ্বারা ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। এর পরে 'ক্ষমাশীল' ও 'দয়ালু' উল্লেখ করে নিজের ব্যাপক করুণার কথা

প্রকাশ করেছেন।

টীকা-২৪০. সুতরাং যখন রসূল নির্দেশ পৌঁছিয়ে দিয়ে অব্যাহতি লাভ করেছেন, তখন তোমাদের উপর তাঁর আনুগত্য করা কর্তব্য হয়ে পড়েছে এবং দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, আর কোন অবকাশ অবশিষ্ট রইলো না।

টীকা-২৪১. তিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়াদি এবং মুনাফিকী ও নিষ্ঠা– সব কিছু জানেন।

টীকা-২৪২. অর্থাৎ হালাল ও হারাম, সৎ ও অসৎ, মুসলিম ও কাফির, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট- এক পর্যায়ের হতে পারেনা।

টীকা-২৪৩. শানে নুযূলঃ কোন কোন লোক বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে অনেক অহেতুক বিষয়ে প্রশ্ন করতো। এতে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিরক্তিবোধ হতো। একদিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "যা কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে জিজ্ঞাসা করো, আমি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবো।" এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, "আমার পরিণাম কি হবে?" এরশাদ ফরমালেন, "জাহান্নাম"। অপর একজন জিজ্ঞাসা করলো, "আমার পিতা কে?" তিনি তার প্রকৃত পিতার নাম বলে দিলেন, যার বীর্য থেকে তার জন্ম হয়েছে, অর্থাৎ 'সাদাক্বাহ্'; অথচ তার মায়ের স্বামী ছিলো অন্য একজন। এ ব্যক্তি তারই পুত্র বলে খ্যাত ছিলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করোনা, যেগুলো প্রকাশ করা হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। (তাফসীর-ই-আহমদী)

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾

৯৯. রসূলের উপর নেই, কিন্তু নির্দেশ পৌঁছিয়ে দেয়া (২৪০) এবং আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ করো এবং যা তোমরা গোপন করো (২৪১)।

قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

১০০. আপনি বলে দিন, 'অপবিত্র এবং পবিত্র সমান নয় (২৪২) যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকো হে বোধশক্তি-সম্পন্নরা! যাতে তোমরা সাফল্য পাও।

রুকূ' – চৌদ্দ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

১০১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করোনা, যেগুলো তোমাদের উপর প্রকাশ করা হলে তোমাদের খারাপ লাগবে (২৪৩); এবং যদি ঐসব বিষয়ে ঐসময় প্রশ্ন করো, যখন ক্বোরআন অবতীর্ণ হচ্ছে, তবে তোমাদের উপর প্রকাশ করে দেয়া হবে। আল্লাহ্ সেগুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন (২৪৪); এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহনশীল।

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়, একদিন বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) খোৎবা দেয়ার সময় এরশাদ ফরমালেন, "যার যা প্রশ্ন করার আছে প্রশ্ন করো।" আবদুল্লাহ্ ইব্নে হুযাফাহ্ সাহ্মী দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, "আমার পিতা কে?" এরশাদ ফরমালেন, "হুযাফাহ্"। অতঃপর এরশাদ ফরমালেন, "আরো জিজ্ঞাসা করো।" তখন হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) উঠে আপন ঈমান ও হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর রিসালতের স্বীকারোক্তি উচ্চারণ পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

ইব্নে শিহাবের বর্ণনা হচ্ছে এ যে, আবদুল্লাহ্ ইব্নে হুযাফাহ্র মা তাকে অভিযোগ করে বললেন, "তুমি অতি অনুপযুক্ত ছেলে। তোমার কি জানা আছে– অন্ধকার যুগে নারীদের অবস্থা কি ছিলো? খোদা না করুন! তোমার মা থেকে যদি কোন অপরাধ হয়ে যেতো, তবে তুমি আজ কেমনই অপমানিত হতে?" এর জবাবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে হুযাফাহ্ বললেন, "যদি হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) একজন হাবশী গোলামকেও আমার পিতা বলতেন তবুও আমি তা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে মেনে নিতাম।" বোখারী শরীফের হাদীসে আছে, লোকেরা ঠাট্টাবশতঃ এধরণের প্রশ্ন করতো– কেউ বলতো, "আমার পিতা কে?" কেউ বলতো, "আমার উষ্ট্রী হারিয়ে গেছে। সেটা কোথায়?" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, রসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) খোৎবার মধ্যে 'হজ্জ্ ফরয হওয়া' সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। এর উপর এক ব্যক্তি আরয করলেন, "হজ্জ্ কি প্রতি বৎসর ফরয?" হযরত চুপ রইলেন। প্রশ্নকর্তা বারংবার প্রশ্ন করতে লাগলেন। তখন এরশাদ ফরমালেন, "আমি যা বর্ণনা করবোনা সেটার জন্য অগ্রসর হয়োনা। আমি যদি 'হাঁ' বলে দিতাম, তবে প্রত্যেক বৎসরই হজ্জ্ ফরয হয়ে যেতো। আর তোমরা পালন করতে পারতে না।"

মাস্আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, শরীয়তের আহ্কাম (বিধি-নিষেধ) হুযূরের ইখ্তিয়ারেও দেয়া হয়েছে। যা তিনি 'ফরয' বলে দেন তা ফরয হয়ে যায় এবং 'না' বললে হয় না।

টীকা-২৪৪. মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, যে বিষয়ে শরীয়তের মধ্যে কোন নিষেধ আসেনি সেটা 'মুবাহ্' বা বৈধ। হযরত সালমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে– হালাল হচ্ছে ঐ বস্তু, যাকে আল্লাহ্ স্বীয় কিতাবের মধ্যে হালাল বলে ঘোষণা করেছেন এবং হারাম হচ্ছে ঐ বস্তু, যাকে তিনি আপন কিতাবেই হারাম করেছেন। আর যেটা সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছেন সেটা মাফ। সুতরাং তোমরা কোন প্রকার অসুবিধায় পড়োনা। (খাযিন)

টীকা-২৪৫. নিজেদের নবীগণকে এবং তারা অনাবশ্যক প্রশ্ন করেছিলো। সুতরাং নবীগণ 'আহকাম' বর্ণনা করে দিলেন, তারা তখন তা পালন করতে পারেনি।

টীকা-২৪৬. অন্ধকারযুগে কাফিরদের এ প্রথা ছিলো যে, যে উষ্ট্রী পাঁচবার বাচ্চা প্রসব করতো আর শেষ বারে নর বাচ্চা প্রসব করতো সেটার কান চিরে দিতো। অতঃপর না সেটার পৃষ্ঠে আরোহণ করতো, না সেটা যবেহ করতো, না পানি ও চারণভূমি থেকে তাড়া করতো। সেটাকে 'বাহীরাহ' (কানচেরা উষ্ট্রী) বলা হতো। আর যখন কোন সফরের সম্মুখীন হতো অথবা কেউ পীড়িত হতো তখন এ মানস করতো যে, যদি আমি সফর থেকে নিরাপদে ফিরে আসি অথবা রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করি, তবে আমার এ উষ্ট্রীটা 'সা-ইবাহ্' (প্রতিমার নামে উৎসর্গীকৃত) হবে। আর সেটা থেকেও কোনরূপ উপকৃত হওয়া 'বাহীরাহ্'র মতো হারাম মনে করতো। সুতরাং সেটাকে আযাদরূপে ছেড়ে দিতো। ছাগী যখন সাতবার বাচ্চা দিতো, আর সপ্তম বারে যখন নর-বাচ্চা প্রসব করতো তখন সেটার মাংস শুধু পুরুষেরা আহার করতো; কিন্তু যদি মাদী-বাচ্চা প্রসব করতো, তখন সেটাকে ছাগীগুলোর পালে ছেড়ে দিতো। অনুরূপভাবে, যদি নর ওমাদী উভয়ই প্রসব করতো তখন বলতো, "এটা তার ভাইয়ের সাথে মিলে গেছে" (আর) সেটাকে 'ওসীলাহ্' (وصيلة) বলতো। যখন কোন নর উষ্ট্র থেকে দশটা বাচ্চার প্রজনন কার্য সম্পন্ন হতো, তখন সেটাকে ছেড়ে দিতো; না সেটার পৃষ্ঠে আরোহণ করতো, না সেটাকে কোন কাজে লাগাতো, না সেটাকে পানি ও চারণভূমি থেকে তাড়া করতো। সেটাকে তারা 'হামী' বলতো। (মাদারিক)

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, 'বাহীরাহ' হচ্ছে ঐ উষ্ট্রী, যেটার দুধ প্রতিমার জন্য উৎসর্গ করা হতো। কেউ সেই জন্তুর দুধ দোহন করতোনা। 'সা-ইবাহ্' হচ্ছে সেই উষ্ট্র, যেটাকে তাদের প্রতিমাগুলোর নামে ছেড়ে দেয়া হতো; কেউ সেটাকে কাজে লাগাতোনা। এ প্রথা অন্ধকার যুগ থেকে ইস্‌লামের প্রারম্ভিক যুগ পর্যন্ত চলে এসেছিলো। এ আয়াতে এ সব কুসংস্কারকে বাতিল করা হয়েছে।

টীকা-২৪৭. কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এসব জন্তুকে হারাম করেননি। তাঁর প্রতি এটা সম্পৃক্ত করা ভুল।

টীকা-২৪৮. যারা নিজেদের নেতৃবৃন্দের কথামতো সেসব বস্তুকে হারাম মনে করতো, তারা এতটুকুও উপলব্ধি করতে পারতোনা যে, যে সব বস্তুকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল হারাম করেননি সেগুলোকে কেউ হারাম করতে পারেনা।

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كٰفِرِينَ ﴿١٠٢﴾

১০২. তোমাদের পূর্বেও এসব বিষয়ে এক সম্প্রদায় প্রশ্ন করেছে (২৪৫); অতঃপর (তারা) ঐসব বিষয়কে অস্বীকার করে বসে।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيلَةٍ وَّلَا حَامٍ وَّلٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. আল্লাহ্ নির্ধারণ করেননি কানচেরা উষ্ট্রীকে, না মানস হিসেবে ছেড়ে দেয়া উষ্ট্রীকে, না সাতটা বাচ্চার জননী ছাগীকে, না দশটা বাচ্চার জন্মদাতা উষ্ট্রকে (২৪৬)। হাঁ, কাফিরগণ আল্লাহর প্রতি মিথ্যা রচনা করেছে (২৪৭); এবং তাদের মধ্যে অনেকে নিরেট বোধশক্তিহীন (২৪৮)।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلٰى مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا أَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

১০৪. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'এসো সেটার প্রতি, যাকে আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন; এবং রসূলের প্রতি (২৪৯)!' (তখন) তারা বলে, 'আমাদের জন্য সেটাই যথেষ্ট, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি।' কী! যদিও তাদের বাপ-দাদা কিছুই না জানে এবং না থাকে সৎ পথের উপর তবুও (২৫০)?

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরই চিন্তা-ভাবনা রাখো। তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা ঐ ব্যক্তি, যে পথভ্রষ্ট হয়েছে যখন তোমরা সৎপথে থাকো (২৫১)। তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্রই দিকে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন যা তোমরা করছিলে।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا

১০৬. হে ঈমানদারগণ (২৫২)!

টীকা-২৪৯. অর্থাৎ খোদার হুকুম (পালন করো) ও রসূলের আনুগত্য করো এবং বুঝে নাও যে, এসব বস্তু হারাম নয়।

টীকা-২৫০. অর্থাৎ বাপ-দাদার অনুসরণ তখনই দুরস্ত হবে, যখন তারা জ্ঞানের অধিকারী হবে এবং সোজাপথের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

টীকা-২৫১. মুসলমানগণ কাফিরদের বঞ্চিত হবার উপর অনুশোচনা করতেন। আর তাঁদের দুঃখ হতো এজন্য যে, কাফিরগণ গোঁড়ামীর মধ্যে লিপ্ত হয়ে ইস্‌লামরূপী সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে শান্তনা দেন এ বলে যে, "এতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়ার 'ফরয' পালন করে তোমরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছো। তোমরা তোমাদের সৎকর্মের প্রতিদান পেয়ে যাবে।" আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক বলেন, "এ আয়াতের মধ্যে সৎ কাজের নির্দেশ দান এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখা আবশ্যক হবার উপর বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। কেননা, নিজেদের চিন্তা-ভাবনা রাখার অর্থ এ যে, এ'কে অপরের খবরাখবর রাখবে, সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করবে, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।" (খাযিন)

টীকা-২৫২. শানে নুযূলঃ মুহাজিরদের মধ্যে বুদায়ল, যিনি হযরত আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর আযাদকৃত গোলামদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ার দিকে দু'জন খৃষ্টানের সাথে রওনা হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজনের নাম তামীম ইব্‌নে আউস দারী ছিলো, অপরজনের নাম ছিলো আদী ইবনে বাদ্দা। সিরিয়ায় পৌঁছতেই বুদায়ল পীড়িত হয়ে পড়লেন এবং তিনি তাঁর সমস্ত মালপত্রের একটা তালিকা লিপিবদ্ধ করে মালপত্রের মধ্যে রেখে দিলেন। কিন্তু সফর সঙ্গীদেরকে এ সম্বন্ধে অবহিত করেননি। যখন তাঁর পীড়া কঠিন আকার ধারণ করলো তখন বুদায়ল তামীম ও আদী- উভয়কে ওসীয়ত করলেন যেন মদীনা শরীফে পৌঁছে তাঁর সমস্ত মালপত্র তাঁর পরিবার-পরিজনকে দিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত বুদায়লের মৃত্যু ঘটলো।

এ দু'জন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মালপত্র দেখলো। তন্মধ্যে একটা রৌপ্যের পাত্র ছিলো। যেটার উপর স্বর্ণের কারুকার্য করা হয়েছিলো। সেটার মধ্যে ৩০০ 'মিস্‌ক্বাল' ★ রৌপ্য ছিলো। বুদায়ল এ পাত্রটা বাদশাহ্‌কে উপঢৌকন দেয়ার মানসে এনেছিলেন। তাঁর ওফাতের পর তাঁর সফরসঙ্গীদ্বয় এ পাত্রটা গোপন করে ফেললো এবং স্বীয় কার্যাদি সম্পাদন করার পর যখন তারা মদীনা শরীফে পৌঁছলো তখন বুদায়লের মালপত্র তাঁর পরিবারের নিকট হস্তান্তর করলো।

মালগুলো খুলতেই মালের তালিকাটা তাদের হস্তগত হলো, যেটার মধ্যে সমস্ত মালের বিবরণ ছিলো। মালগুলোকে তারা তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখলো। তখন পাত্রটা পেলোনা। তখন তারা তামীম ও আদীর নিকট গিয়ে বললো, "বুদায়ল কি কোন সামগ্রী বিক্রিও করেছিলেন?" এরা বললো, "না।" তারা বললো, "কোন ব্যবসায়িক লেন-দেন করেছিলেন?" এরা বললো, "না"। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলো, "বুদায়ল বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন। সুতরাং তিনি কি চিকিৎসার জন্য কিছু ব্যয় করেছেন?" এরা বললো, "না। তিনি তো শহরে পৌঁছার সাথে সাথে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং শীঘ্রই তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেছে।"

এতদ্‌ভিত্তিতে, তারা বললো, "তাঁর সামগ্রীর মধ্যে একটা তালিকা পাওয়া গেছে। তাতে, রূপার একটা পাত্র, যার উপর স্বর্ণের কারুকার্য করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩০০ 'মিস্‌ক্বাল' রূপা ছিলো বলে লিপিবদ্ধ রয়েছে।" তামীম ও আদী বললো, "আমাদের জানা নেই। আমাদেরকে যেই ওসীয়ত করেছেন তদনুযায়ী সামগ্রী আমরা তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি। পাত্রের ব্যাপারে আমাদের কিছুই জানা নেই।"

এ মুকাদ্দমা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করা হলো। তামীম এবং আদী সেখানেও অস্বীকৃতির উপর অটল রইলো এবং শপথ করে নিলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। (খাযিন)

হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বর্ণনায় আছে- অতঃপর ঐ পাত্র মক্কা মুকাররামায় ধরা পড়লো। যার নিকট এ পাত্রটা ছিলো সে বললো, "আমি এ পাত্রটা তামীম এবং আদীর নিকট থেকে ক্রয় করেছি।" তারপর পাত্রের মালিকের উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে দু' ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয়ে শপথ করে বললো, "আমাদের সাক্ষ্য এদের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এ পাত্রটা আমাদের 'মূল ব্যক্তি'র (مورث) ত্যাজ্য সামগ্রী।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। (তিরমিযী শরীফ)

তোমাদের পরস্পরের সাক্ষ্য হচ্ছে, যখন তোমাদের মধ্যে কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় (২৫৩), ওসীয়ৎ করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি অথবা তোমাদের ব্যতীত অন্য লোকদের মধ্য থেকে দু'জন, যখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে সফরে যাও, অতঃপর তোমাদের নিকট মৃত্যুর বিপদ এসে পৌঁছে। ঐ দু'জনকে নামাযের পর আটক করো (২৫৪)। তখন তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, যদি তোমাদের কোনরূপ সন্দেহ হয় (২৫৫), এ মর্মে যে, 'আমরা শপথের বিনিময়ে কোন সম্পদ ক্রয় করবোনা (২৫৬), যদি সে নিকট আত্মীয়ও হয় এবং আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যকে গোপন করবোনা; এমন করলে আমরা অবশ্যই পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হবো।'

شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ
إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ
آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ
فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ
تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ
بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ
اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

টীকা-২৫৩. অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়, জীবনের আশা বাকী না থাকে এবং মৃত্যুর চিহ্নসমূহ প্রকাশ পেতে থাকে।

টীকা-২৫৪. এ 'নামায' দ্বারা 'আসরের নামায' বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা, এটা লোকজনের সমবেত হবার সময়। হযরত হাসান (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, "যোহর অথবা আসরের নামায। কেননা, হিজাযের লোকেরা (মক্কা, মদীনা ও ইয়েমেনের বাসিন্দারা) মুকাদ্দমাসমূহ এ সময়েই পেশ করতেন।" হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে তখন রসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আসরের নামায শেষ করে আদী ও তামীমকে ডেকে পাঠালেন। সে দু'জনকেই মিম্বর শরীফের পার্শ্বে শপথ করালেন। এরা দু'জনই শপথ করলো। এরপর মক্কা মুকাররামায় সেই পাত্রটা ধরা পড়লো। তখন তা যে লোকটার নিকট ছিলো সে বললো, "আমি এটা তামীম ও আদীর নিকট থেকে ক্রয় করেছি।" (মাদারিক)

টীকা-২৫৫. তাদের বিশ্বস্ততা ও ধর্মপরায়ণতায়; এবং তারা একথা বলে যে,

টীকা-২৫৬. অর্থাৎ মিথ্যা শপথ করবোনা এবং কারো খাতিরেও এমন করবোনা।

★ আরবে প্রচলিত নিক্তি বিশেষ। সাড়ে চার মাশায় এক 'মিস্‌ক্বাল'। (আট রত্তি পরিমিত ওজনে এক মাশা হয়।) - ফরহঙ্গে রব্বানী।
অথবা আরবের দেড় দিরহাম পরিমিত ওজন = এক 'মিস্‌ক্বাল'। অবশ্য কখনো এর কমবেশীও হতো। - আল্ মুনজিদ।

টীকা-২৫৭. আত্মসাৎ কিংবা মিথ্যাবাদিতা ইত্যাদিতে,

টীকা-২৫৮. এবং তারা মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোক এবং আত্মীয়-স্বজন হয়,

টীকা-২৫৯. সুতরাং যখন বুদায়লের ঘটনার মধ্যে তার সঙ্গী দু'জনের আত্মসাৎ প্রকাশ পেলো তখন বুদায়লের উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে দু'জন লোক দণ্ডায়মান হলেন এবং তাঁরা শপথ করে বললেন, "এ পাত্রটা আমাদের উত্তরাধিকারীকারকের (মু'রেস্)। আর আমাদের সাক্ষ্য এ দু'জনের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিকতর সঠিক।"

فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. অতঃপর যদি এটার হদীস মিলে যে, তারা (দু'জন) কোন অপরাধে অপরাধী হয়েছে (২৫৭), তবে তাদের স্থলে অপর দু'জন লোক স্থলাভিষিক্ত হবে ঐসব লোকের মধ্য থেকে, যাদেরকে এ অপরাধ অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য তাদের হক নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে (২৫৮), যারা মৃত ব্যক্তির অধিক নিকটের হয়। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র শপথ করে বলবে, 'আমাদের সাক্ষ্য অধিকতর সত্য ঐ দু'জন লোকের সাক্ষ্যের চেয়ে এবং আমরা সীমা লংঘন করিনি (২৫৯), এমন করলে আমরা যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হবো।'

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. এ (পদ্ধতি)টা অধিকতর কাছাকাছি এ কথার যে, সাক্ষ্য যেমন হওয়া চাই তেমনিভাবে আদায় করবে, অথবা এরই ভয় করবে যে, কিছু কিছু শপথ বাতিল করে দেয়া হবে তাদের শপথগুলোর পর (২৬০), এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও নির্দেশ শ্রবণ করো; এবং আল্লাহ্ আদেশ অমান্যকারীদেরকে সরল পথ দেখান না।

রুকূ' - পনের

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١٠٩﴾

১০৯. যেদিন আল্লাহ্ একত্র করবেন রসূলগণকে (২৬১) অতঃপর বলবেন, 'তোমরা কি জবাব পেয়েছিলে (২৬২)?' (তাঁরা) আরয করবেন, 'আমাদের কোন জ্ঞান নেই, নিঃসন্দেহে আপনিই সমস্ত অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত (২৬৩)।'

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا

১১০. যখন আল্লাহ্ বলবেন, 'হে মার্‌য়াম-তনয় ঈসা! স্মরণ করো আমার করুণাকে তোমার ও তোমার মায়ের উপর (২৬৪) যখন আমি 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা তোমাকে সাহায্য করেছিলাম (২৬৫); তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে দোলনায় থাকাবস্থায় (২৬৬) ও পরিপক্ক বয়সে (২৬৭);

টীকা-২৬০. সারার্থ এই যে, এ মামলার যে ফয়সালা দেয়া হয়েছে তদনুযায়ী আদী ও তামীমের শপথের পরে, মাল প্রকাশ পাওয়ার পর মৃতব্যক্তির ওয়ারিশদের নিকট থেকে যে-ই শপথ নেয়া হয়েছে, তা এ কারণে যে, মানুষ এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং সাক্ষ্যসমূহের মধ্যে সৎ ও সঠিক পথ পরিহার করবেনা। আর এ মর্মে ভীত থাকবে যে, মিথ্যা সাক্ষ্যের পরিণাম অবমাননা ও লজ্জাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বাদীর শপথের বিধান নেই, কিন্তু এখানে যখন মাল পাওয়া গেছে, তখন বিবাদী দু'জন দাবী করলো যে, তারা সেই মাল (পাত্র) মৃত ব্যক্তি থেকে ক্রয় করেছিলো। এখন তাদের অবস্থা 'বাদী'র পর্যায়ে দাঁড়ালো। আর তাদের নিকট এটার কোন প্রমাণও ছিলোনা। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের নিকট থেকে শপথ নেয়া হয়েছে।

টীকা-২৬১. 'অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিনে।

টীকা-২৬২. অর্থাৎ যখন তোমরা আপন উম্মতদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছিলে তখন তারা তোমাদেরকে কি জবাব দিয়েছিলো?' এ প্রশ্নের মধ্যে অস্বীকারকারীদের প্রতি তিরস্কার রয়েছে।

টীকা-২৬৩. নবীগণের এ জবাব তাঁদের পূর্ণাঙ্গ আদবের অবস্থা প্রকাশ করে যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র জ্ঞানের সামনে নিজেদের জ্ঞানকে মূলতঃ দৃষ্টিগোচরেই আন্‌বেন না এবং উল্লেখ করার যোগ্যও সাব্যস্ত করবেন না। আর মামলা আল্লাহ্ তা'আলারই জ্ঞান ও ন্যায়-বিচারের উপরই ছেড়ে দেবেন।

টীকা-২৬৪. অর্থাৎ আমি তাঁকে পবিত্র করেছি এবং বিশ্বের রমণীকুলের উপর তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

টীকা-২৬৫. অর্থাৎ হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) দ্বারা, এভাবে যে, তিনি হযরত (ঈসা আলায়হিস্ সালাম)-এর সাথে থাকতেন এবং বিপদাপদে তাঁকে সাহায্য করতেন।

টীকা-২৬৬. শিশু অবস্থায়; এবং এটা তাঁর মু'জিযা (বা অলৌকিক কাজ)।

টীকা-২৬৭. এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) ক্বিয়ামতের পূর্বে অবতরণ করবেন। কেননা, পরিপক্ক বয়স আসার

পূর্বেই তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। অবতরণ করার সময় তিনি ৩৩ বছর বয়সের যুবকের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করবেন। আর আয়াতের সঠিক মর্মার্থ অনুযায়ী, কথা বলবেন এবং যা তিনি দোলনার মধ্যে বলেছিলেন (اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র বান্দা), সেটাই বলবেন। (জুমাল)

টীকা-২৬৮. অর্থাৎ জ্ঞানের রহস্যাদি,

টীকা-২৬৯. এটাও হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর মু'জিযা ছিলো;

টীকা-২৭০. জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে দৃষ্টিশক্তি দান করা ও নিরাময় করা এবং মৃত ব্যক্তিদেরকে তাদের কবর থেকে জীবিত করে বের করা– এসব ক'টিই হচ্ছে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে, হযরত ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এরই মহান মু'জিযাদি।

এবং যখন আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম কিতাব (২৬৮), তাওরীত এবং ইঞ্জীল; এবং যখন তুমি মাটি দ্বারা পাখী সদৃশ আকৃতি আমারই নির্দেশে তৈরী করতে অতঃপর সেটার মধ্যে ফুৎকার দিতে, তখন সেটা আমার নির্দেশে উড়তে আরম্ভ করতো (২৬৯); এবং তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে আমারই নির্দেশে নিরাময় করতে; এবং যখন তুমি মৃতদেরকে আমার নির্দেশে জীবিত বের করতে (২৭০) এবং যখন আমি বনী ইস্রাঈলকে তোমার (-কে শহীদ করা) থেকে নিবৃত্ত রেখেছি (২৭১) যখন তুমি তাদের নিকট উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলে, তখন তাদের মধ্য থেকে কাফিরগণ বলেছিলো, 'এ (২৭২) তো নয়, কিন্তু সুস্পষ্ট যাদু।'

وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ
وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ
بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا ۢ بِاِذْنِيْ
وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ۚ
وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ كَفَفْتُ
بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ
اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١٠﴾

১১১. এবং যখন আমি 'হাওয়ারীদের' অন্তরে (২৭৩) এ প্রেরণা সৃষ্টি করেছিলাম যে, 'আমার উপর এবং আমার রসূলের উপর (২৭৪) ঈমান আনো।' (তারা) বললো, 'আমরা ঈমান এনেছি এবং সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলমান (২৭৫)।'

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا
بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ۚ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ
بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿١١١﴾

১১২. যখন 'হাওয়ারীগণ' বললো, 'হে মারয়াম-তনয় ঈসা! আপনার প্রতিপালক কি এমন করবেন যে, আমাদের প্রতি আকাশ থেকে একটা 'খাদ্য-ভর্তি খাঞ্চা' অবতারণ করবেন (২৭৬)?' তিনি বললেন, 'তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যদি ঈমান রাখো (২৭৭)।'

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ
مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ
عَلَيْنَا مَاۗىِٕدَةً مِّنَ السَّمَاۗءِ ۭ قَالَ اتَّقُوا
اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

১১৩. (তারা) বললো, 'আমরা চাই (২৭৮) যে, তা থেকে আহার করবো এবং আমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে (২৭৯) আর আমরা স্বচক্ষে দেখে নেবো যে, আপনি আমাদেরকে সত্য বলেছেন (২৮০)

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَىِٕنَّ
قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا

টীকা-২৭১. এটা অপর এক অনুগ্রহের বিবরণ। তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-কে ইহুদীদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেছেন, যারা হযরতের অলৌকিক কার্যাদি দেখে তাঁকে শহীদ করার পরিকল্পনা করেছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আসমানের উপর উঠিয়ে নিয়ে যান। ফলে, ইহুদীরা হতাশ হয়ে রইলো।

টীকা-২৭২. অর্থাৎ হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর মু'জিযাসমূহ

টীকা-২৭৩. 'হাওয়ারীগণ' হলেন– হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর সঙ্গীরা এবং তাঁরই বিশেষ ঘনিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

টীকা-২৭৪. হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর উপর

টীকা-২৭৫. প্রকাশ্যে ও গোপনে, বাহ্যিকভাবে ও অন্তরে, নিষ্ঠাপূর্ণ ও অনুগত।

টীকা-২৭৬. অর্থ হচ্ছে– 'আল্লাহ্ কি এ ব্যাপারে আপনার দো'আ (প্রার্থনা) কবূল করবেন?'

টীকা-২৭৭. এবং খোদাভীরুতা অবলম্বন করো যাতে এ মনস্কামনা পূরণ হয়। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, 'অর্থ এযে, সমস্ত উম্মত থেকে ব্যতিক্রমধর্মী প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে ভয় করো।' অথবা অর্থ এযে, 'তাঁর (আল্লাহ্) পরিপূর্ণ ক্ষমতার উপর ঈমান রেখে থাকলে এ ব্যাপারে সংশয় করোনা।' 'হাওয়ারীগণ' ঈমানদার, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন এবং আল্লাহ্‌রই কুদরতের স্বীকৃতিদাতা ছিলেন। তাঁরা হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর দরবারে আবেদন করেছিলেন–

টীকা-২৭৮. বরকত অর্জন করার মানসে

টীকা-২৭৯. এবং বিশ্বাস আরো দৃঢ় হবে এবং আমরা যেমন আল্লাহ্‌র কুদরতকে দলীল-প্রমাণ দ্বারা জেনেছি, তেমনিভাবে স্বচক্ষে দেখে সেটাকে আরো দৃঢ় করে নেবো

টীকা-২৮০. 'নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্‌র রসূল হন।'

টীকা-২৮১. আমাদের পরবর্তীদের পক্ষে। 'হাওয়ারী'গণের এ আবেদন করার পর হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) তাদেরকে ত্রিশ দিন রোযা পালনের নির্দেশ দিলেন আর বললেন, "তোমরা যখন এ রোযাগুলো পালন করে অবসর গ্রহণ করবে তখন আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে যে প্রার্থনাই করবে তা কবুল হবে।" তাঁরা রোযা পালন করে 'খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা' অবতরণের জন্য প্রার্থনা করলেন। তখন হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) গোসল করলেন, মোটা কাপড়ের পোশাক পরিধান করলেন এবং দু'রাক'আত নামায আদায় করলেন। অতঃপর আপন শির মুবারক অবনত করে কেঁদে কেঁদে ঐ দো'আ (প্রার্থনা) করলেন, যার কথা পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হচ্ছে–

টীকা-২৮২. অর্থাৎ আমরা সেটা অবতরণের দিবসকে উৎসবের দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করবো, সেটার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবো, খুশী প্রকাশ করবো, আপনারই ইবাদত করবো এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো।

وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِينَ ﴿١١٣﴾

এবং আমরা সেটার উপর সাক্ষী হয়ে যাবো (২৮১)।'

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِينَ ●

১১৪. মারয়াম- তনয় ঈসা আরয করলেন, 'হে আল্লাহ্, হে প্রতিপালক! আমাদের উপর আকাশ থেকে একটা 'খাদ্য-খাঞ্চা' অবতারণ করুন, যা আমাদের জন্য ঈদ (আনন্দ-উৎসব) হবে (২৮২)– আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য (২৮৩) এবং আপনারই নিকট থেকে নিদর্শন (২৮৪); এবং আমাদেরকে রিয্‌ক্ দান করুন, আর আপনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকা দাতা।'

قَالَ اللّٰهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِينَ ﴿١١٥﴾

১১৫. আল্লাহ্ বললেন, 'আমি তোমাদের প্রতি সেটা অবতারণ করবো। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ কুফর করবে (২৮৫) তখন আমি তাকে এমন শাস্তি দেবো যা সমগ্র বিশ্বের মধ্যে কাউকেও দেবোনা (২৮৬)।'

রুকূ' – ষোল

وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ۖ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾

১১৬. এবং যখন আল্লাহ্ বলবেন (২৮৭), 'হে মারয়াম-তনয় ঈসা! তুমি কি জনগণকে বলেছিলে– তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে দু'খোদারূপে গ্রহণ করো (২৮৮)?' তখন তিনি আরয্ করবেন, 'পবিত্রতা আপনারই (২৮৯)। আমার জন্য শোভা পায় না যে, ঐ কথা বলবো, যা বলার অধিকার আমার নেই (২৯০), যদি আমি এমন বলতাম, তবে তা অবশ্যই আপনার জানা থাকতো। আপনি জানেন যা আমার অন্তরে রয়েছে এবং আমি জানিনা যা আপনার জ্ঞানে রয়েছে। নিঃসন্দেহে, আপনিই সমস্ত অদৃশ্য সম্বন্ধে খুব জ্ঞাত (২৯১)।

মানযিল – ২

মাস্আলাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যে দিবসে আল্লাহ্ তা'আলার খাস্ রহমত নাযিল হয়, সেদিনকে ঈদের দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করা, আনন্দ প্রকাশ করা, ইবাদত করা এবং আল্লাহ্‌র শোকরিয়া জ্ঞাপন করা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদেরই অনুসৃত পথ। আর এ'তে সন্দেহ নেই যে, বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শুভাগমন আল্লাহ্ তা'আলার সবচেয়ে মহান নি'মাত এবং শ্রেষ্ঠতম রহমত। এ কারণে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর বরকতময় জন্মের দিনে আনন্দ উদ্‌যাপন করা এবং মীলাদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ও খুশী প্রকাশ করা পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয় কাজ এবং আল্লাহ্‌র মাকবূল বান্দাদেরই তরীক্বা।

টীকা-২৮৩. যে সব ধার্মিক লোক আমাদের যুগে রয়েছেন তাঁদের এবং যাঁরা আমাদের পরে আস্‌বেন তাঁদের

টীকা-২৮৪. আপনার কুদরতের এবং আমার নবূয়তের।

টীকা-২৮৫. অর্থাৎ 'খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা' অবতীর্ণ হবার পর।

টীকা-২৮৬. সুতরাং আসমান থেকে 'খাদ্য পূর্ণ খাঞ্চা' অবতীর্ণ হয়েছে। এর পরে তাদের মধ্য থেকে যারা কুফর করেছে, তাদের আকৃতিসমূহ বিকৃত করে শূকরে পরিণত করা হয়েছে এবং তিনদিনের মধ্যে তারা সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

টীকা-২৮৭. ক্বিয়ামত-দিবসে খৃষ্টানদের তিরস্কার করার জন্য,

টীকা-২৮৮. এ সম্বোধন শুনে হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) প্রকম্পিত হবেন এবং

টীকা-২৮৯. সকল প্রকারের দোষত্রুটি থেকে এবং এ থেকেও যে, কেউ আপনার শরীক হতে পারে!

টীকা-২৯০. অর্থাৎ যখন কেউ আপনার শরীক হতে পারেনা তখন আমি কিভাবে একথা জনগণকে বলতে পারি?

টীকা-২৯১. জ্ঞানকে আল্লাহ্‌রই প্রতি সম্পৃক্ত করা, মামলা তাঁরই প্রতি সোপর্দ করা এবং আল্লাহ্‌র মহত্ত্বের সম্মুখে নিজের হীনতা প্রকাশ করা - এগুলো হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর আদবেরই বহিঃপ্রকাশ।

টীকা-২৯২. تَوَفَّيْتَنِىْ ক্রিয়াপদ দ্বারা হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর ওফাতের উপর প্রমাণ আনা যথার্থ হবেনা। কেননা, **প্রথমতঃ** 'تَوَفِّى' শব্দটা 'মৃত্যু'র অর্থ প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট নয়; (বরং) কোন বস্তুকে পূর্ণাঙ্গরূপে লওয়াকে বলা হয়- চাই সেটা মৃত্যু ছাড়াই হোক; যেমন ক্বোরআন করীমে এরশাদ হয়েছে-

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا (ركوع ٣)

অর্থাৎ "আল্লাহ্ কব্জ করেন তাদের রূহকে সেগুলোর মৃত্যুর সময় এবং ঐসব রূহকে যেগুলোর তাদের নিদ্রার মধ্যে মৃত্যু হয়না।"

দ্বিতীয়তঃ যখন এ প্রশ্নোত্তর ক্বিয়ামত-দিবসের এবং যদি تَوَفِّى শব্দটা 'মৃত্যু' অর্থের জন্যও ধরে নেয়া হয়, তবুও হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর ওফাত (মৃত্যু) তাঁর অবতরণের পূর্বে এর দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে না।

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِىْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١١٧﴾

১১৭. আমি তো তাদেরকে বলিনি, কিন্তু তা-ই যা বলার জন্য আপনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তা হচ্ছে- 'তোমরা আল্লাহরই ইবাদত করো, যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক এবং আমি তাদের সম্বন্ধে অবগত ছিলাম যতদিন যাবৎ আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন (২৯২) তখন আপনিই তো তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন; এবং প্রতিটি বস্তু আপনারই সামনে উপস্থিত (২৯৩)।

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١١٨﴾

১১৮. যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনারই বান্দা এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে নিঃসন্দেহে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (২৯৪)।'

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١١٩﴾

১১৯. আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন, 'এটা (২৯৫) হচ্ছে ঐ দিন, যার মধ্যে সত্যবাদীদের (২৯৬) সততা তাদের কাজে আসবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যেগুলোর নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা সদা-সর্বদা সেগুলোর মধ্যেই থাকবে। আল্লাহ্ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র উপর সন্তুষ্ট। এটাই হচ্ছে বড় সাফল্য।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٢٠﴾

১২০. আল্লাহ্রই জন্য আসমানসমূহ ও যমীন এবং যা কিছু এ গুলোর মধ্যে রয়েছে সবকিছুরই রাজত্ব এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান (২৯৭)। ★

টীকা-২৯৩. এবং আমার ও তাদের কারো অবস্থা আপনার নিকট গোপন নয়।

টীকা-২৯৪. হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর জানা আছে যে, গোত্রের মধ্যে কিছু লোক কুফরের উপর অটল রয়েছে। কিছু কিছু লোক ঈমানের সম্মান দ্বারা সম্মানিত হয়েছে। এ কারণে আল্লাহ্র দরবারে তাঁর এ আরয ছিলো যে, তাদের মধ্য থেকে যারা কুফরের উপর অটল থাকবে, তাদেরকে শাস্তি দেয়া তো একেবারে সত্য ও যথার্থ এবং সেটা হবে আপনার ন্যায়-বিচার। কেননা, তারা প্রমাণ পরিপূর্ণ হবার পরও কুফর অবলম্বন করেছে। আর যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে ক্ষমা করলে তা হবে আপনার অনুগ্রহ ও করুণা এবং আপনার প্রতিটি কাজই হচ্ছে- প্রজ্ঞা।

টীকা-২৯৫. ক্বিয়ামত-দিবসে

টীকা-২৯৬. যারা দুনিয়ায় সত্যতার উপর থাকবে। যেমন হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)

টীকা-২৯৭. সত্যবাদীকে সাওয়াব দান করারও এবং মিথ্যাবাদীকে শাস্তি দানেও।

মাস্আলাঃ 'কুদরত'-এর সম্পর্ক হচ্ছে- সম্ভাবনাময় বস্তুর সাথে; 'আবশ্যক' ও 'অসম্ভব বস্তু' (واجبات ومحالات) -এর সাথে নয়। সুতরাং আয়াতের অর্থ- "আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক 'অস্তিত্বে আসার সম্ভাবনাময়' বস্তুর (ممكن الوجود) উপর শক্তিমান।" (জুমাল)

মাস্আলাঃ 'মিথ্যা' ইত্যাদি ত্রুটিপূর্ণ ও দূষণীয় কাজ মহান, পবিত্র ও বরকতময় আল্লাহ্র জন্য অসম্ভব। সুতরাং এগুলোকে আল্লাহ্র কুদরতের অন্তর্ভূক্ত বলা এবং এ আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা ভুল ও বাতিল। ★

****

★ 'সূরা মা-ইদাহ্' সমাপ্ত

টীকা-১. 'সূরা আন'আম' মক্কী। এ'তে বিশটি রুকূ', একশ পঁয়ষট্টিটি আয়াত, তিন হাজার একশটি পদ এবং বার হাজার নয়শ পঁয়ত্রিশটি বর্ণ রয়েছে। হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেছেন যে, এ সমগ্র সূরাটা একই রাতে মক্কা মুকার্‌রামায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর সাথে সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা এসেছিলেন, যাঁদের দ্বারা আস্‌মানের পার্শ্বদেশ ভর্তি হয়ে গিয়েছিলো।

এক বর্ণনা এও আছে যে, ঐ সব ফিরিশ্‌তা আল্লাহ্‌র পবিত্রতাবাক্য পাঠ করতে করতে এসেছিলেন আর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'সুব্‌হা-না রাব্বিয়াল্‌ আযীম' (আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি) বলতে বলতে সাজদায় অবনত হন।

টীকা-২. হযরত কা'আব-ই-আহ্‌বার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) বলেছেন, "তাওরীতের সর্বপ্রথম এ আয়াত শরীফই রয়েছে। এ আয়াতে বান্দাদেরকে, আল্লাহ্‌ পাক 'কারো মুখাপেক্ষী নন' মর্মে ঘোষণা সহকারে তাঁরই প্রশংসার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর আস্‌মান ও যমীন সৃষ্টির কথা এ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এগুলোর মধ্যে গভীর চিন্তা-ভাবনাকারীদের জন্য কুদরতের অনেক আশ্চর্যজনক বস্তু, দুর্লভ প্রজ্ঞা, উপদেশসমূহ ও উপকারাদি মওজুদ রয়েছে।

টীকা-৩. অর্থাৎ প্রত্যেক অন্ধকার ও আলো। চাই সেই অন্ধকার রাতের হোক কিংবা কুফরের অথবা অজ্ঞতার হোক কিংবা জাহান্নামের; আর আলোও চাই দ্বীনের হোক অথবা ঈমান, হিদায়ত, জ্ঞান এবং জান্নাতের হোক।

(আয়াতে) ظُلُمَات শব্দটা বহুবচন এবং نُوْر শব্দটা এক বচনে উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে যে ভ্রান্তির পথ অনেক রয়েছে এবং সত্যের পথ শুধু একটাই- 'দ্বীন-ই-ইসলাম'।

টীকা-৪. অর্থাৎ এমন স্পষ্ট প্রমাণাদি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং এমনি কুদরতের নিদর্শনাবলী দেখে নেয়া সত্ত্বেও

টীকা-৫. অন্যান্যদেরকে, এমনকি পাথরসমূহের পর্যন্ত পূজা করে, এটা স্বীকার করা সত্ত্বেও যে, আস্‌মান ও যমীনের স্রষ্টা আল্লাহ্‌।

টীকা-৬. অর্থাৎ তোমাদের আদি পুরুষ হযরত আদম (আলায়হিস্‌ সালাম)-কে, যাঁর বংশ হতে তোমরা জন্মলাভ করেছো।

বিশেষদ্রষ্টব্যঃ এ'তে মুশরিকদের দাবীর খণ্ডন রয়েছে, যারা বলতো, "আমরা যখন বিগলিত হয়ে মাটি হয়ে যাবো তখন কীভাবে জীবিত করা হবে?" তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে, "তোমাদের মূল তো মাটি থেকেই। সুতরাং পুনর্বার সৃষ্ট হবার উপর আশ্চর্য কিসের? যেই সর্বশক্তিমান (খোদা) প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করাকে তাঁরই ক্ষমতার অতীত মনে করা মূর্খতাই।"

টীকা-৭. যা পূর্ণ হবার পর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে

টীকা-৮. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের;

টীকা-৯. তাঁর কোন শরীক নেই।

টীকা-১০. এখানে 'হক' (সত্য) মানে হয়ত ক্বোরআন শরীফের আয়াতসমূহ, অথবা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর মু'জিযাসমূহ।

সূরা আন্‌'আম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আন্‌'আম মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১৬৫ রুকূ'-২০

রুকূ' - এক

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য, যিনি আস্‌মান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন (২) এবং অন্ধকাররাশি ও আলো সৃষ্টি করেছেন (৩); অতঃপর (৪) কাফিরগণ তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায় (৫)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۬ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿۱﴾

২. তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে (৬) মাটি হ'তে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর একটা নির্দিষ্ট কালের হুকুম রেখেছেন (৭) এবং একটা নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি তাঁরই নিকট রয়েছে (৮); অতঃপর তোমরা সন্দেহ করছো।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰۤى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ﴿۲﴾

৩. এবং তিনিই আল্লাহ্‌ আস্‌মানসমূহ এবং যমীনের (৯), তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবই তাঁর জানা আছে এবং তিনি তোমাদের কর্ম (সম্পর্কে) জানেন।

وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ﴿۳﴾

৪. এবং তাদের নিকট কোন নিদর্শনই আপন প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ থেকে আসেনা, কিন্তু তা থেকে (তারা) মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿۴﴾

৫. অতঃপর নিঃসন্দেহে তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে (১০)

فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ

টীকা-১১. যে, তা কতোই মহান এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার পরিণাম কেমনই মন্দ এবং শাস্তি!

টীকা-১২. পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর মধ্য থেকে।

টীকা-১৩. শক্তি, সম্পদ এবং দুনিয়ার প্রচুর সামগ্রী দান করে

টীকা-১৪. যা দ্বারা ক্ষেতসমূহ সজীব হয়

টীকা-১৫. যা দ্বারা বাগান লালিত-পালিত হয় এবং পার্থিব জীবনের জন্য আরাম-আয়েশের সামগ্রীসমূহ একই সাথে পাওয়া যায়;

টীকা-১৬. কারণ, তারা নবীগণকে অস্বীকার করেছে এবং তাদের এসব সম্পদ তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি

টীকা-১৭. এবং অন্য মানবগোষ্ঠীকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি। মোটকথা, গত হওয়া উম্মতগুলোর অবস্থা থেকে এ শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা উচিৎ যে, ঐ সব লোক শক্তি, সম্পদ এবং পরিবার-পরিজনের প্রাচুর্য সত্ত্বেও কুফর ও গোঁড়ামীর কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তাদের অবস্থা থেকে শিক্ষার্জন করে অলসতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া চাই।

যখন তাদের নিকট এসেছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে তাদের নিকট খবর আসবে ঐ বিষয়ে যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো (১১)।

৬. তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে (১২) কতো মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি? তাদেরকে আমি দুনিয়ায় ঐ প্রতিষ্ঠা দান করেছি (১৩) যা তোমাদেরকে দান করিনি এবং তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি (১৪) আর তাদের নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত করেছি (১৫); অতঃপর তাদেরকে তাদের পাপরাশির কারণে ধ্বংস করেছি (১৬) এবং তাদের পরে অন্য নতুন মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি (১৭)।

৭. এবং যদি আমি আপনার উপর কাগজের মধ্যে লিখিত কিছু অবতারণ করতাম (১৮), অতঃপর তারা তা তাদের হাত দ্বারা স্পর্শ করতো তবুও কাফিরগণ বল্‌তো যে, 'এটা তো নয়, কিন্তু স্পষ্ট যাদু।'

৮. এবং (তারা) বললো (১৯), 'তাঁর উপর (২০) কোন ফিরিশ্‌তা কেন অবতারণ করা হয়নি?' এবং যদি আমি ফিরিশ্‌তা অবতারণ করতাম (২১), তবে চূড়ান্ত ফয়সালায়ই হয়ে যেতো (২২) অতঃপর তাদেরকে কোন অবকাশ দেয়া যেতোনা (২৩)।

৯. এবং যদি আমি নবীকে ফিরিশতা করতাম

لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنۢبَٰٓؤُا مَا كَانُوا بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ٥

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَٰرَ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَٰهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ٦

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَٰبًا فِى قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧

وَقَالُوا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٨

وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ

টীকা-১৮. শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ নাযার ইবনে হারিস, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমাইয়া এবং নওফেল ইবনে খুয়ায়লেদ-এর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে; যারা বলেছিলো, "হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম!)-আপনার উপর আমরা কখনো ঈমান আনবোনা, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একন কিতাব আনবেন না, যার সাথে চারজন ফিরিশ্‌তা থাকবেন এবং তাঁরা এ সাক্ষ্য দেবেন যে, এটা আল্লাহ্‌র কিতাব এবং আপনি তাঁর রসূল।"

এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এ সব তাদের প্রতারণা ও ফন্দি-বাহানা মাত্র। যদি কাগজের উপর লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করা হতো, আর তারা সেটাকে হাত দ্বারা স্পর্শও করতো এবং হাতড়ে দেখেও নিতো আর একথা বলারও কোন উপায় থাকতোনা যে, 'দৃষ্টি শক্তি আবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে; নতুবা কিতাব নাযিল হতে দেখা যেতো, আসলে কিছুই ছিলোনা,' তবুও এসব হতভাগা লোক ঈমান আনয়নকারী ছিলোনা; সেটাকে 'যাদু' বলতো। যেভাবে চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত করার মতো মু'জিযাকে 'যাদু' বলেছিলো এবং মু'জিযা দেখেও ঈমান আনেনি, তেমনিভাবে এটার উপরও ঈমান আন্‌তোনা। কেননা, যে সব লোক গোঁড়ামী বশতঃ অস্বীকার করে তারা আয়াতসমূহ ও মু'জিযা থেকে উপকৃত হতে পারেনা।

টীকা-১৯. মুশরিকগণ,

টীকা-২০. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর

টীকা-২১. এবং এরপরও এরা ঈমান না আন্‌তো,

টীকা-২২. অর্থাৎ শাস্তি অবধারিত হয়ে যেতো। আর এটাই আল্লাহ্‌র প্রচলিত নিয়ম যে, যখন কাফিরগণ কোন নিদর্শন তলব করে এবং এরপরও ঈমান আনেনা, তখন শাস্তি অবধারিত হয়ে যায় এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

টীকা-২৩. একটা মুহূর্তের জন্যও; এবং শাস্তিকে পিছিয়ে দেয়া হতোনা। সুতরাং ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ করা, যা তারা তলব করে, তাদের কী উপকারে আস্‌তো!

مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ۝٩

(২৪) তবুও তাকে পুরুষই করতাম (২৫) এবং তাদের উপর সেই সন্দেহ রাখ্তাম, যায় মধ্যে তারা এখন পতিত হয়েছে।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٠

১০. এবং নিশ্চয়, হে মাহবূব! আপনার পূর্বে রসূলগণের সাথেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। সুতরাং ঐসব লোক, যারা তাঁদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ তাদেরকেই পেয়ে বসেছে (২৬)।

রুকূ' - দুই

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝١١

১১. আপনি বলে দিন (২৭), 'ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করো। অতঃপর দেখো মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীদের কী পরিণাম হয়েছে (২৮)!'

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قُلْ لِّلّٰهِ ۚ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝١٢

১২. আপনি বলুন, 'কার, যা কিছু আস্‌মানসমূহ এবং যমীনের মধ্যে রয়েছে (২৯)?' আপনি বলুন, 'আল্লাহ্‌রই (৩০)'। তিনি নিজ করুণার দায়িত্বে রহমত লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন (৩১)। নিশ্চয়ই তোমাদেরকে ক্বিয়ামত-দিবসে একত্রিত করবেন (৩২), এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। ঐ সব লোক, যারা আপন প্রাণকে ক্ষতিতে ফেলেছে (৩৩) তারা ঈমান আনেনা।

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ

১৩. এবং তাঁরই, যা কিছু অবস্থান করে রাত এবং দিনে (৩৪);

টীকা-২৪. এটা সে-ই কাফিরদের প্রতি জবাব, যারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উদ্দেশ্যে বলে বেড়াতো, "তিনি আমাদের মতো মানুষ" এবং এ পাগলামীর মধ্যে তারা ঈমান থেকে বঞ্চিত থেকে যেতো। তাদেরকে মানুষের মধ্য থেকে রসূল প্রেরণ করার 'হিকমত' বলা হচ্ছে যে, তাদের উপকৃত হবার এবং নবীর শিক্ষা থেকে উপকার লাভের এটাই উপায় যে, নবী মানুষের আকৃতিতে আবির্ভূত হবেন। কেননা, ফিরিশ্‌তাকে তাঁর আপন আকৃতিতে দেখা এসব লোকের পক্ষে সম্ভবপর নয়; দেখ্‌তেই ভয়ে অচেতন হয়ে যেতো অথবা মরে যেতো। এ কারণে যদি ধরে নেয়া হয়, রসূল যদি ফিরিশ্‌তাই বানানো হতো!'

টীকা-২৫. এবং মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম, যাতে এসব লোক তাঁকে দেখ্‌তে পারে, তাঁর কথা শুন্‌তে পারে, তাঁর নিকট থেকে দ্বীনের আহকাম জান্‌তে পারে; কিন্তু যদি ফিরিশ্‌তা মানুষের আকৃতিতে আস্‌তো, তখন তাদের পুনরায় এ কথা বলার অবকাশ থাক্‌তো যে, 'এটা মানুষই।' তখন ফিরিশ্‌তাকে নবী বানানোর মধ্যে কি লাভ হতো?

টীকা-২৬. তারা শাস্তির শিকার হয়েছে। এর মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের হৃদয়ের শান্তনা ও মনের প্রশান্তি রয়েছে যে, 'আপনি দুঃখিত ও মর্মাহত হবেন না। পূর্ববর্তী নবীগণের সাথেও কাফিরদের এ ধরণের আচরণ ছিলো এবং এর মন্দ পরিণাম ঐসব কাফিরকেই ভোগ করতে হয়েছে।' অনুরূপভাবে, মুশরিকদেরকেও সতর্ক করা হয়েছে যেন তারা পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর অবস্থা থেকে শিক্ষালাভ করে এবং নবীগণের সাথে শিষ্টাচার বজায় রাখে, যাতে পূর্ববর্তীদের মতো শাস্তি ভোগ করতে না হয়।

টীকা-২৭. হে হাবীব (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! ঐসব ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীকে যে, তোমরা-

টীকা-২৮. এবং তারা কুফর ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কী কুফল ভোগ করেছে!

টীকা-২৯. তারা যদি এর জবাব না দেয়, তবে-

টীকা-৩০. কেননা, এটা ব্যতীত অন্য কোন জবাবই নেই। আর তারা এর বিরোধিতাও করতে পারেনা। কেননা, বোত, যেগুলোর মুশরিকগণ উপাসনা করে, সেগুলো নিষ্প্রাণ; কোন বস্তুরই মালিক হবার যোগ্যতা রাখেনা। নিজেরাই অন্যের মালিকানাধীন। আসমান ও যমীনের তিনিই মালিক হতে পারেন, যিনি চিরজীবী, প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর সমস্ত কিছুর যথাযথ ব্যবস্থাপনাকারী, আদি-অন্তহীন, চির-বিরাজমান, অসীম ক্ষমতাবান, প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী এবং সক্ষম হুকুমদাতা, সমস্ত বস্তু তিনি সৃষ্টি করার কারণে অস্তিত্বের মধ্যে এসেছে। আর আল্লাহ্ ব্যতীত এমন অন্য কেউই নেই। এ কারণে সমস্ত আসমান ও যমীনের সৃষ্ট-বস্তুসমূহের মালিক তিনি ব্যতীত অন্য কেউ হতে পারেনা।

টীকা-৩১. অর্থাৎ তিনি রহমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং মিথ্যা বলা অসম্ভব। আর 'রহমত' হচ্ছে ব্যাপক বিস্তৃত- ধর্মীয় হোক অথবা পার্থিব হোক। তাঁর পরিচিতি, একত্ববাদ এবং জ্ঞানের দিকে পথ-প্রদর্শন করাও তাঁর রহমতের মধ্যে শামিল। আর কাফিরদেরকে অবকাশ দেয়া এবং শাস্তি প্রদানকে ত্বরান্বিত না করাও (এরই অন্তর্ভুক্ত)। কারণ, এর দ্বারা তাদের তাওবা ও সৎপথের দিকে ফিরে আসার সুযোগ লাভ হয়। (জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-৩২. এবং আমলসমূহের বদলা দেবেন,

টীকা-৩৩. 'কুফর' অবলম্বন করে

টীকা-৩৪. অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি-জগত তাঁরই মালিকানাধীন এবং তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক;

টীকা-৩৫. তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নয়।

টীকা-৩৬. শানে নুযূলঃ যখন কাফিরগণ হুযূর আক্বদাস (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে তাদের বাপ-দাদার ধর্মের প্রতি দাওয়াত দিল তখন এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছিলো।

টীকা-৩৭. অর্থাৎ সৃষ্টিকুল তাঁরই মুখাপেক্ষী এবং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।

টীকা-৩৮. কেননা, নবী দ্বীনের ক্ষেত্রে আপন উম্মতগণের অগ্রণী হন।

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾

এবং তিনিই হন শ্রবণকারী, জ্ঞানী (৩৫)।

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾

১৪. আপনি বলুন, 'আল্লাহ্ ব্যতীত কি অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবো (৩৬)? ঐ আল্লাহ্ যিনি আস্মান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি আহার করান ও আহার থেকে পবিত্র (৩৭)।' আপনি বলুন, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন সবার আগে আমিই আত্মসমর্পণ করি (৩৮) এবং যেন কখনো অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত না হই।'

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

১৫. আপনি বলুন, 'যদি আমি আপন প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করি তবে আমার, বড় দিন (৩৯)-এর শাস্তির ভয় রয়েছে।'

مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

১৬. সেদিন যার দিক থেকে শাস্তি ফিরিয়ে নেয়া হবে (৪০) অবশ্যই তার উপর আল্লাহ্‌র দয়া হয়েছে এবং এটাই হচ্ছে স্পষ্ট সফলতা।

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

১৭. এবং যদি তোমাকে আল্লাহ্ কোন ক্ষতি (৪১) পৌঁছান, তবে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী অন্য কেউ নেই। আর যদি তোমাকে কোন মঙ্গল দান করেন (৪২) তবে তিনি সবকিছু করতে পারেন (৪৩)।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾

১৮. এবং তিনিই পরাক্রমশালী আপন বান্দাদের উপর এবং তিনিই হন প্রজ্ঞাময়, অবহিত।

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۚ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۚ

১৯. আপনি বলুন, 'সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য কার (৪৪)?' আপনি বলে দিন! 'আল্লাহ্ সাক্ষী হন আমার এবং তোমাদের মধ্যে (৪৫); এবং আমার প্রতি এ ক্বোরআনের ওহী এসেছে যেন আমি তা দ্বারা তোমাদেরকে সতর্ক করি (৪৬) এবং যে যে লোকের নিকট এটা পৌঁছে (৪৭)।'

টীকা-৩৯. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবস।

টীকা-৪০. এবং মুক্তি দেয়া হবে

টীকা-৪১. রোগ, দারিদ্র অথবা অন্য কোন বিপদ

টীকা-৪২. যেমন–সুস্থতা, ধন-দৌলত ইত্যাদি।

টীকা-৪৩. অসীম ক্ষমতাবান, সবকিছুর উপর নিজস্ব ক্ষমতা রাখেন। কেউ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেনা। সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী কীভাবে হতে পারে? এটা শির্কের খণ্ডনে অন্তরের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল প্রমাণ।

টীকা-৪৪. শানে নুযূলঃ মক্কাবাসীগণ রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে লাগলো, "হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আমাদেরকে এমন মু'জিযা দেখান, যা আপনার রিসালতের সাক্ষ্য দেয়।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-৪৫. এবং এতো বড় ও গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য আর কার হতে পারে?

টীকা-৪৬. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমার নবূয়তের সাক্ষ্য দিচ্ছেন। এ কারণেই, তিনি আমার প্রতি এ ক্বোরআনের ওহী অবতীর্ণ করেছেন। আর এটা এমন মু'জিযা যে, তোমরা স্পষ্টভাষী, অবস্থার উপযোগী কথা বলার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ভাষা-পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অক্ষম রয়েছো। সুতরাং এ কিতাব আমার উপর অবতীর্ণ হওয়া, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমি রসূল হবার পক্ষে স্পষ্ট সাক্ষ্য; যখন এ ক্বোরআন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নিশ্চিত সাক্ষ্য এবং আমার প্রতি ওহী অবতারণ করা হয়েছে, যাতে আমি তোমাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করি যেন তোমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ না করো।

টীকা-৪৭. অর্থাৎ আমার পরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারীদেরকেও, যাদের নিকট এ পবিত্র ক্বোরআন পৌঁছবে, চাই তারা মানুষ হোক অথবা জ্বীন হোক। তাদের সবাইকে আমি আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ থেকে সতর্ক করি।

হাদীস শরীফে- বর্ণিত হয় যে, যে ব্যক্তির নিকট পবিত্র ক্বোরআন পৌঁছেছে সে যেন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাক্ষাৎ

পেয়েছে এবং তাঁর বরকতময় বাণী শ্রবণ করেছে। হযরত আনাস্ ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) বলেছেন, "যখন এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে তখন রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 'কিস্‌রা' (ইরানের বাদশাহ) এবং 'ক্বায়সার' (রোমের বাদশাহ্) প্রমূখের নিকট ইস্‌লামী দাওয়াতের পত্র প্রেরণ করেছিলেন।" (মাদারিক ও খাযিন)

এর ব্যাখ্যায় একটা অভিমত এও রয়েছে যে, مَنْ بَلَغَ-এর মধ্যে ' مَنْ ' পদটা ' رفع '-এর স্থলে (কর্তা হিসেবে) এসেছে এবং অর্থ দাঁড়ায়- 'এ ক্বোরআন দ্বারা আমি তোমাদেরকে সতর্ক করবো এবং সেসব লোকও সতর্ক করবে, যাদের নিকট এ ক্বোরআন পৌঁছবে।'

তিরমিযী শরীফের হাদীসে এসেছে- ''আল্লাহ্ সজীব রাখুন সে-ই ব্যক্তিকে, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে এবং যেমন শুনেছে তেমনিই পৌঁছিয়ে দিয়েছে। এমন অনেক লোক, যাদের নিকট আমার বাণী পৌঁছবে, তারা অধিকতর উপযুক্ত হবে তাদের চেয়ে যারা আমার বাণী শ্রবণ করে তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেবে।" অপর এক বর্ণনায় আছে, (যাদের নিকট আমার বাণী পৌঁছানো হবে তারা) "আমার নিকট থেকে শ্রবণকারীগণ অপেক্ষা অধিকতর মর্ম উদ্‌ঘাটনকারী হয়ে থাকে।" এ'তে ফক্বীহগণের মর্যাদা প্রতীয়মান হয়।

أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُل لَّا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

তাহলে তোমরা কি (৪৮) এ সাক্ষ্য দিচ্ছো যে, 'আল্লাহ্‌র সাথে অন্য খোদাও রয়েছে?' আপনি বলুন (৪৯)! 'আমি এ সাক্ষ্য দিইনা (৫০)।' আপনি বলুন, 'তিনি তো একমাত্র মা'বূদ (৫১) এবং আমি অসন্তুষ্ট ঐগুলো থেকে যে গুলোকে তোমরা শরীক সাব্যস্ত করো (৫২)।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ۘ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

২০. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি (৫৩) তারা এ নবীকে চিনে (৫৪), যেমন তারা আপন সন্তানদেরকে চিনে (৫৫); যারা আপন প্রাণকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে তারা ঈমান আনেনা।

রুকূ' - তিন

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾

২১. এবং সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক যালিম কে? যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে (৫৬), অথবা তাঁর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। নিঃসন্দেহে যালিম সাফল্য পাবেনা।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾

২২. এবং যেদিন আমি সবাইকে উঠাবো, অতঃপর অংশীবাদীগণকে বলবো, 'কোথায় তোমাদের ঐসব শরীক, যাদের তোমরা দাবী করতে?'

ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾

২৩. অতঃপর তাদের কোন অজুহাতই থাক্‌লোনা (৫৭) কিন্তু এই যে, তারা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই শপথ, আমরা তো মুশরিক ছিলামনা।'

انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. দেখো, কেমন মিথ্যা রচনা করলো নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে (৫৮)? এবং হারিয়ে গেলো তাদের নিকট থেকে সেসব মিথ্যা কথা, যে গুলো তারা রচনা করতো।

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ

২৫. তাদের মধ্যে কতেক এমন রয়েছে, যারা আপনার দিকে কান পেতে রাখে (৫৯);

টীকা-৪৮. হে মুশ্‌রিকগণ!

টীকা-৪৯. হে হাবীবে আক্‌রাম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)!

টীকা-৫০. যেই সাক্ষ্য তোমরা দিচ্ছো এবং আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্য স্থির করছো।

টীকা-৫১. তাঁর কোন শরীক নেই

টীকা-৫২. মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, যে ব্যক্তি ইস্‌লাম গ্রহণ করেছে তার জন্য উচিৎ যেন সে তাওহীদ ও রিসালাত-এর সাক্ষ্য সহকারে ইস্‌লাম বিরোধী প্রত্যেক আক্বীদা ও ধর্মের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

টীকা-৫৩. অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় দু'টির আলিমগণ, যারা 'তাওরীত' ও 'ইঞ্জীল' পেয়েছে।

টীকা-৫৪. তাঁর পবিত্র গড়ন এবং তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলী সহকারে, যা তাদের কিতাবাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে,

টীকা-৫৫. অর্থাৎ কোনরূপ সন্দেহ ব্যতিরেকে;

টীকা-৫৬. তাঁর শরীক স্থির করে, অথবা যে কথা তার জন্য শোভা পায়না তা তাঁর দিকে সম্পৃক্ত করে,

টীকা-৫৭. অর্থাৎ কোন প্রকার অজুহাত পাওয়া যায়নি।

টীকা-৫৮. অর্থাৎ সারা জীবনের শির্ককেই অস্বীকার করলো!

টীকা-৫৯. আবূ সুফিয়ান, ওয়ালীদ, নাযার এবং আবূ জাহল প্রমূখ একত্রিত হয়ে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র ক্বোরআন পাঠ শুন্‌তে থাকে। তখন নাযারকে তার সাথীগণ বললো, "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কী বললেন?" সে বলতে লাগলো, "আমি

জানিনা, তিনি তো শুধু জিহ্বা নাড়াচাড়া করছেন এবং পূর্ববর্তী লোকদের গল্প-কাহিনী বলছেন। যেমন– আমি তোমাদেরকে শুনিয়ে থাকি।" আবূ সুফিয়ান বললেন, "তাঁর কথাগুলো আমার নিকট সত্য বলে মনে হচ্ছে।" আবূ জাহ্‌ল বলে উঠলো, "এ কথা স্বীকার করার চাইতে মরে যাওয়াই শ্রেয়।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৬০. এতদ্বারা তাদের উদ্দেশ্য- 'কালামে পাক আল্লাহ্‌রই ওহী হওয়াকে অস্বীকার করা।'

টীকা-৬১. অর্থাৎ মুশরিকগণ লোকজনকে ক্বোরআন শরীফ থেকে অথবা রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) থেকে; এবং তাঁর উপর ঈমান আনতে ও তাঁর অনুসরণ করতে বাধা প্রদান করে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত মক্কার কাফিরদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে; যারা মানুষকে বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ঈমান আনতে এবং তাঁর মজলিসে হাযির হতে ও ক্বোরআন শরীফ শ্রবণ করতে বারণ করতো। আর নিজেরাও দূরে সরে থাকতো যাতে কখনো ক্বোরআন মজিদ তাদের অন্তরে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে না পারে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেছেন, "এ আয়াত হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচা আবূ তালেবের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি মুশরিকদেরকে তো হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে কষ্ট দেয়া থেকে বাধা দিতেন এবং নিজে ঈমান আনা থেকে বিরত থাকতেন। ★

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

এবং আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর আবরণ পরায়ে দিয়েছি যেন তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কানের মধ্যে বধিরতা; এবং যদি সমস্ত নিদর্শন দেখে নেয় তবুও সেগুলোর উপর ঈমান আনবে না। এমনকি তারা যখন আপনার নিকট আপনারই সাথে বিতর্ক করতে উপস্থিত হয় তখন কাফিরগণ বলে, 'এতো নয়, কিন্তু পূর্ববর্তী লোকদের গল্প-কাহিনী মাত্র (৬০)।'

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. এবং তারা তা থেকে বিরত রাখে (৬১) এবং তা থেকে দূরে পলায়ন করে; আর ধ্বংস করেনা কিন্তু নিজেদের প্রাণসমূহকে (৬২); অথচ তারা উপলব্ধি করেনা।

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

২৭. এবং আপনি যদি কখনো দেখতেন যখন তাদেরকে আগুনের উপর দাঁড় করানো হবে! তখন তারা বলবে, 'কোন প্রকারে যদি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করা হতো (৬৩)! এবং আপনপ্রতিপালকের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করতাম ও মুসলমান হয়ে যেতাম!'

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. বরং তাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে যা তারা পূর্বে গোপন করতো (৬৪); এবং যদিও তাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করা হয় তবুও তারা তা-ই করবে যা থেকে তাদেরকে বারণ করা হয়েছিলো এবং নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যুক।

وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. তারা বলে (৬৫), 'সেটাতো আমাদের এ পার্থিব জীবনই এবং আমাদের পুনরুত্থান নেই (৬৬)।

টীকা-৬২. অর্থাৎ এর ক্ষতি তাদের নিজেদেরকেই স্পর্শ করবে।

টীকা-৬৩. দুনিয়ার মধ্যে!

টীকা-৬৪. যেমন পূর্বে এ রুকূ'র মধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুশরিকদেরকে যখন বলা হবে, "তোমাদের শরীফ কোথায়?" তখন তারা স্বীয় কুফরের কথা গোপন করবে। আর আল্লাহ্‌র শপথ করে বলবে, "আমরা মুশরিক ছিলাম না।" এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, অতঃপর যখন প্রকাশ পেয়ে যাবে যা তারা গোপন করতো অর্থাৎ তাদের কুফর; তাও এভাবে প্রকাশ পাবে যে, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গই তাদের কুফর ও শির্কের সাক্ষ্য দেবে, তখন তারা দুনিয়াতে ফিরে আসার কামনা করবে।

টীকা-৬৫. অর্থাৎ কাফিরগণ, যারা পুনরুত্থিত হওয়া ও আখিরাতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। আর এর ঘটনা এ ছিলো যে, যখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কাফিরদেরকে ক্বিয়ামতের অবস্থাদি এবং আখিরাতের জীবন, ঈমানদারগণ ও বাধ্যদের জন্য নির্ধারিত সাওয়াব এবং কাফিরগণ ও অবাধ্যদের জন্য অবধারিত শাস্তির কথা উল্লেখ করেন, তখন কাফিরগণ বলতে লাগলো, "জীবন তো শুধু দুনিয়ারই।"

টীকা-৬৬. অর্থাৎ মৃত্যুর পরে।

★ খাজা আবূ তালেবের 'ঈমান আনা' সম্পর্কে মতানৈক্য আছে।

টীকা-৬৭. তোমাদেরকে কি মৃত্যুর পর জীবিত করা হয়নি?

টীকা-৬৮. গুনাহ্‌সমূহের

টীকা-৬৯. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, কাফির যখন স্বীয় কবর থেকে বের হবে, তখন তার সামনে অত্যন্ত কুৎসিত, ভয়ানক এবং অসহনীয় দুর্গন্ধময় আকৃতি আসবে। সেটা কাফিরকে বলবে, "তুমি কি আমাকে চিনো?" কাফির বলবে, "না"। তখন সেটা কাফিরকে বলবে, "আমি তোমার অতি নিকৃষ্ট আমল হই। দুনিয়ার মধ্যে তুমি আমার উপর আরোহণ করে রয়েছিলে। আজ আমি তোমারই উপর আরোহণ করবো এবং তোমাকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে অপমানিত করবো।" অতঃপর সেটা তার উপর আরোহণ করে বসবে।

টীকা-৭০. যার স্থায়িত্ব নেই। অতিসত্বর অতিবাহিত হয়ে যায়। আর নেক কাজসমূহ এবং ইবাদতসমূহ যদিও মু'মিনদের দ্বারা দুনিয়াতেই সম্পাদিত হয় কিন্তু সেগুলো আখিরাতের কার্যাদির অন্তর্ভূক্ত।

৩০. এবং কখনো আপনি যদি দেখেন, যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে, (তিনি) বলবেন, 'এটা কি সত্য নয়(৬৭)?' (তারা) বলবে, 'কেন নয়? আমাদের প্রতিপালকের শপথ!' (তিনি) বলবেন, 'অতঃপর এখন শাস্তি ভোগ করো তোমাদের কুফরের পরিণাম স্বরূপ।'

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۭ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۭ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ۭ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝٣٠

রুকূ' - চার

৩১. নিঃসন্দেহে, ক্ষতির মধ্যে রয়েছে ঐসব লোক, যারা আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে, এমনকি যখন তাদের উপর ক্বিয়ামত আকস্মিকভাবে এসে গেলো, তখন তারা বললো, ★ 'হায় আফসোস আমাদের! এজন্য যে, তা মান্য করার বিষয়কে আমরা কম গুরুত্ব দিয়েছি।' এবং তারা নিজেদের (৬৮) বোঝা নিজেদের পৃষ্ঠদেশে বহন করে আছে। ওহে, তারা কতোই নিকৃষ্ট বোঝা বহন করে আছে (৬৯)!

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاۗءِ اللّٰهِ ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰي مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰي ظُهُوْرِهِمْ ۭ اَلَا سَاۗءَ مَا يَزِرُوْنَ ۝٣١

৩২. এবং পার্থিব জীবন তো নয়, কিন্তু খেলাধূলা মাত্র (৭০); এবং নিঃসন্দেহে পরকালের ঘর শ্রেয় তাদেরই জন্য, যারা ভয় করে (৭১)। সুতরাং তোমাদের কি বুঝ নেই?

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۭ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝٣٢

৩৩. আমি জানি যে, আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে ঐ কথা, যা এরা বলছে (৭২)। অতঃপর তারা তো আপনাকে অস্বীকার করছেনা (৭৩); বরং যালিমগণই আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছে (৭৪)।

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ۝٣٣

টীকা-৭১. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুত্তাক্বী (খোদাভীরু)-দের কার্যাদি ব্যতিরেকে দুনিয়ায় যা কিছু আছে সবই খেলাধূলা মাত্র।

টীকা-৭২. শানে নুযূলঃ আখ্‌নাস ইবনে শুরায়ক্ব এবং আবূ জাহ্‌লের মধ্যে পরস্পরের সাক্ষাত হলো। তখন আখ্‌নাস আবু জাহ্‌লকে বললো, "হে আবুল হাকাম! (কাফিরগণ আবূ জাহ্‌লকে 'আবুল হাকাম' বলে ডাকতো) এটা নির্জন স্থান। এখানে এমন কেউ নেই যে আমার ও তোমার আলাপ-আলোচনা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে। এখন তুমি আমাকে ঠিক ঠিক বলো- "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সত্য কিনা!" আবূ জাহ্‌ল বললো, "আল্লাহরই শপথ! মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নিঃসন্দেহে সত্য। কখনো কোন মিথ্যা বর্ণ পর্যন্ত তাঁর রসনা দ্বারা উচ্চারিত হয়নি। কিন্তু কথা হলো, ইনি 'কুসাই'-এর সন্তানদের অন্তর্ভূক্ত। আর পতাকা, হাজীদের পানি পান করানো, কা'বার রক্ষণাবেক্ষণ এবং 'নাদ্‌ওয়াহ্' বা লোকসভা ইত্যাদির সব সম্মান তো তাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ। নবূয়তও যদি তাদের মধ্যে হয়ে যায় তবে অবশিষ্ট ক্বোরাঈশ বংশীয়দের জন্য সম্মানের বস্তু কি থাকলো?"

ইমাম তিরমিযী হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ জাহ্‌ল হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বললো, "আমরা আপনাকে অস্বীকার করিনা। আমরা তো সেই কিতাবকে অস্বীকার করি, যা আপনি নিয়ে এসেছেন।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-৭৩. এর মধ্যে বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মনের শান্তনা রয়েছে যে, গোত্রীয় লোকেরা হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সততায় দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলো; কিন্তু তাদের প্রকাশ্যে অস্বীকৃতির কারণ হচ্ছে তাদের হিংসা ও গোঁড়ামী।

টীকা-৭৪. আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, 'হে হাবীবে আকরাম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আপনাকে অস্বীকার করা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করারই নামান্তর এবং অস্বীকারকারীরা যালিম।'

★ যা ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়া সুনিশ্চিত তা আরবী ভাষা অলংকার অনুসারে অতীতকালসূচক শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। 'ক্বিয়ামত' সংগঠিত হওয়াও একেবারে সুনিশ্চিত। তাই, ক্বোরআনে করীমে 'ক্বিয়ামত' সংগঠিত হবার কথা অতীতকালসূচক 'ক্রিয়াপদ' দ্বারা এরশাদ করা হয়েছে।

টীকা-৭৫. এবং অস্বীকারকারীদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে।

টীকা-৭৬. তাঁর নির্দেশকে কেউ রদ্দ করতে পারেনা। রসূলগণের সাহায্য এবং তাঁদেরকে অস্বীকারকারীদের ধ্বংস তিনি যে সময়ের জন্য নির্দ্ধারণ করেছেন তখন অবশ্যই তা সংঘটিত হবে।

টীকা-৭৭. এবং আপনি জানেন যে, তাঁদেরকে কাফিরগণ কেমন কষ্ট দিয়েছে। এ কথার প্রতি লক্ষ্য করে আপনি অন্তরকে শান্ত রাখুন।

টীকা-৭৮. বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর একান্ত কাম্য ছিলো যে, সব লোকই ইসলামগ্রহণ করুক! যারা ইসলাম থেকে বঞ্চিত থাকতো তাদের এ বঞ্চনা তাঁর নিকট বড়ই কষ্টদায়ক ছিলো।

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং আপনার পূর্বেও বহু রসূলকে অস্বীকার করা হয়েছে। তখন তাঁরা ধৈর্য ধারণ করেছিলেন এ অস্বীকার করা ও কষ্ট পাওয়ার উপর, যে পর্যন্ত তাদের নিকট আমার সাহায্য এসেছে (৭৫); এবং আল্লাহর বাণীসমূহ পরিবর্তনকারী কেউ নেই (৭৬) এবং আপনার নিকট রসূলগণের খবরাদি এসেই গেছে (৭৭)।

وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾

৩৫. এবং যদি তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়া আপনার নিকট কষ্টকর হয় (৭৮) তাহলে যদি আপনার জন্য সম্ভবপর হয়, তবে ভূ-গর্ভে কোন সুড়ঙ্গ তালাশ করুন কিংবা আসমানে কোন সিঁড়ি। অতঃপর তাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে আসুন (৭৯); এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদেরকে হিদায়তের উপর একত্রিত করতেন। সুতরাং, হে শ্রোতা!; তুমি কখনো মূর্খ হয়োনা!

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. মান্য তো করে তারাই, যারা শ্রবণ করে (৮০)। আর সেই মৃত অন্তরসমূহকে (৮১) আল্লাহ্ পুনর্জীবিত করবেন (৮২); অতঃপর তাঁর দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে (৮৩)।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭. এবং বললো (৮৪), 'তাঁর উপর তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয়নি (৮৫)?' আপনি বলুন, 'আল্লাহ্ সক্ষম এর উপর যে, তিনি কোন নিদর্শন নাযিল করবেন;' কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকে নিরেট মূর্খ রয়েছে (৮৬)।

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ

৩৮. এবং নেই কোন ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এবং নেই কোন পাখী; যা আপন ডানার সাহায্যে ওড়ে, কিন্তু সবই তোমাদের মতো উম্মত (৮৭)। আমি এ কিতাবের মধ্যে কোন কিছু লিপিবদ্ধ

টীকা-৭৯. উদ্দেশ্য হচ্ছে- তাদের ঈমান আনার দিক থেকে বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর আশার পথ বন্ধ করে দেয়া, যাতে তাদের বিমুখ হওয়া ও ঈমান না আনার কারণে তাঁর দুঃখ ও কষ্টবোধ না হয়।

টীকা-৮০. অন্তর দিয়ে অনুধাবন করার জন্য তারাই উপদেশ গ্রহণ করে এবং সত্য দ্বীনের প্রতি আহ্বানে সাড়া দেয়।

টীকা-৮১. অর্থাৎ কাফিরগণ।

টীকা-৮২. ক্বিয়ামত দিবসে;

টীকা-৮৩. এবং স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে।

টীকা-৮৪. মক্কার কাফিরগণ,

টীকা-৮৫. কাফিরদের পথভ্রষ্টতা এবং তাদের গোঁড়ামী এ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো যে, তারা অগণিত নিদর্শন এবং মু'জিযা, যেগুলো তারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে প্রত্যক্ষ করেছিলো, সেগুলোর উপর সন্তুষ্ট থাকেনি এবং সবগুলোকে অস্বীকার করেছে। আর এমন সব নিদর্শন দেখানোর জন্য দাবী করতে লাগলো, যেগুলোর সাথে আল্লাহ্র কঠিন শাস্তি সম্পৃক্ত। যেমন, তারা বলেছিলোঃ

اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ

(অর্থাৎ: হে প্রতিপালক আল্লাহ্! যদি এটা সত্য হয় তোমারই নিকট থেকে, তবে আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করো!) (তাফসীর-ই-আবুস্ সাউদ)

টীকা-৮৬. জানেনা যে, সেটার অবতরণ তাদের জন্য বিপদ যে, অস্বীকার করা মাত্রই ধ্বংস করে দেয়া হবে।

টীকা-৮৭. অর্থাৎ সমস্ত জীব- চাই সেগুলো চতুষ্পদ জন্তু হোক, অথবা হিংস্র প্রাণী হোক অথবা পাখী হোক; তোমাদের মতো সৃষ্টিকুল।

এ সাদৃশ্য সব দিক থেকে নয়, বরং বিশেষ কোন দিক থেকেই। ঐসব দিকের বর্ণনায় কোন কোন ব্যাখ্যাকারী একথা বলেছেন যে, এসব প্রাণী তোমাদের মতো আল্লাহকে চিনে ও এক জানে, তাঁর পবিত্রতা-বাক্য জপ করে এবং ইবাদত করে।

কোন কোন তাফসীরকারকের মতে, সেগুলো সৃষ্টি হবার মধ্যে তোমাদের সমতুল্য। কোন কোন মুফাস্সিরের অভিমত এই যে, সেগুলো মানুষের মতো

পরস্পরের সাথে ভালবাসা রাখে এবং একে অপরের সাথে বুঝাপড়া করে থাকে। কারো কারো মতে, জীবিকার অন্বেষণ, ধ্বংস থেকে বাঁচা এবং স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে তোমাদের সদৃশ। কারো কারো অভিমত হলো, সৃষ্ট হওয়া, মৃত্যুবরণ করা এবং মৃত্যুর পর হিসাব-নিকাশের জন্য পুনরুত্থিত হবার মধ্যে তোমাদের সমতুল্য।

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

করতে ত্রুটি করিনি (৮৮)। অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে উঠানো হবে (৮৯)।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾

৩৯. এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তারা বধির ও মূক (৯০); অন্ধকার রাশিতে রয়েছে (৯১)। আল্লাহ্ যাকে চান বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে নিয়ে ঢেলে দেন (৯২)।

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾

৪০. আপনি বলুন, 'হাঁ, তোমরা বলো, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আসে অথবা ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়, তবে কি তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে (৯৩)?' যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৯৪)!

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

৪১. বরং (তোমরা) তাঁকেই ডাকবে। সুতরাং তিনি ইচ্ছা করলে (৯৫) যে কারণে তোমরা তাঁকে ডাকছো তা দূর করবেন এবং শরীকদের ভুলে যাবে (৯৬)।

রুকূ' - পাঁচ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾

৪২. এবং নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বেও বহু জাতির প্রতি রসূল প্রেরণ করেছি; অতঃপর তাদেরকে কঠোরতা ও কষ্ট দ্বারা পাকড়াও করেছি (৯৭), যাতে তারা কোন মতে হীনতা ও বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করে (৯৮)।

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. সুতরাং কেন (এমন) হলো না যে, যখন তাদের উপর আমার শাস্তি এলো, তখন যদি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করতো! কিন্তু তাদের অন্তর তো কঠিন হয়ে গেছে (৯৯); এবং শয়তান তাদের কার্যক্রমকে তাদের দৃষ্টিতে ভাল করে দেখিয়েছে।

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا

৪৪. অতঃপর যখন তারা বিস্মৃত হলো সেসব উপদেশ যেগুলো তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো (১০০), তখন আমি তাদের জন্য প্রতিটি বস্তুর দ্বারগুলো উন্মুক্ত করে দিয়েছি (১০১); এমনকি, যখন তারা আনন্দিত হলো সেটার উপর, যা তারা পেয়েছিলো (১০২) তখন আমি অকস্মাৎ

টীকা-৮৮. অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞান এবং যা কিছু ছিলো ও যা কিছু হবে- সব কিছুরই এর মধ্যে বিবরণ রয়েছে। আর সমস্ত কিছুর জ্ঞান এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এ 'কিতাব' দ্বারা এ 'ক্বোরআন করীম' বুঝানো হয়েছে অথবা 'লওহ্-ই-মাহ্ফূয'।' (জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-৮৯. এবং সমস্ত জীবজন্তু ও পক্ষীকুলের হিসাব-নিকাশ হবে। এরপর সেগুলোকে মাটিতে পরিণত করা হবে।

টীকা-৯০. যে, সত্যকে মেনে নেয়া এবং সত্য কথা বলা তাদের ভাগ্যে জোটেনি;

টীকা-৯১. মূর্খতা, হতাশা এবং কুফরের।

টীকা-৯২. ইস্লাম গ্রহণ করার শক্তি প্রদান করেন।

টীকা-৯৩. এবং যাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে উপাস্যরূপে মান্য করতে তাদের নিকট মনোবাঞ্ছা পূরণ করার কামনা করবে?

টীকা-৯৪. তোমাদের এ দাবীতে যে, (আল্লাহ্‌রই নিকট পানাহ্ চাই!) 'প্রতিমাই উপাস্য;' সুতরাং তোমরা এ মুহূর্তে তাদেরকে ডাকো! কিন্তু তা করবে না।

টীকা-৯৫. তবে এ বিপদকে

টীকা-৯৬. যেগুলোকে তোমাদের ভ্রান্ত-বিশ্বাসের মধ্যে উপাস্য মনে করতে; এবং সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাতও করবে না। কেননা, তোমাদের জানা আছে যে, সেগুলো তোমাদের কাজে আসতে পারে না।

টীকা-৯৭. দারিদ্র, অর্থাভাব এবং রোগ ইত্যাদিতে আক্রান্ত করেছি,

টীকা-৯৮. আল্লাহ্‌র প্রতি ফিরে যায়, স্বীয় গুনাহ্সমূহ থেকে বিরত হয়।

টীকা-৯৯. তারা আল্লাহ্‌র দরবারে বিনীত হবার পরিবর্তে কুফর ও মিথ্যাচারের উপর অটল থাকে।

টীকা-১০০. তারা কোন মতেই উপদেশ গ্রহণ করেনি- না আগত বিপদাপদ থেকে, না নবীগণের উপদেশ থেকে।

টীকা-১০১. সুস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, জীবিকার প্রাচুর্য এবং আরাম-আয়েশ ইত্যাদির;

টীকা-১০২. এবং নিজেরা নিজেদেরকে সেটার উপযুক্ত মনে করলো এবং কারূনের ন্যায় অহংকার করতে রইলো।

টীকা-১০৩. এবং শান্তিতে লিপ্ত করলাম।

টীকা-১০৪. এবং সবাইকে ধ্বংস করে দেয়া হলো, কাউকেও অবশিষ্ট রাখা হলোনা।

টীকা-১০৫. এ থেকে বুঝা গেলো যে, পথভ্রষ্ট, বে-দ্বীন এবং যালিমদের ধ্বংস আল্লাহ্ তা'আলারই নি'মাত। এর উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ।

টীকা-১০৬. এবং ইলম ও মা'রেফাতের সমস্ত নিয়ম-শৃংখলা তছনছ করে দেয়া হয়,

তাদেরকে পাকড়াও করলাম (১০৩); এখন তারা নিরাশ হয়ে রয়ে গেলো।

৪৫. অতঃপর মূলোচ্ছেদ করা হলো অত্যাচারীদের (১০৪); এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর; যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক (১০৫)।

৪৬. আপনি বলুন, 'আচ্ছা বলোতো, 'যদি আল্লাহ্ তোমাদের কান ও চোখ কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর করে দেন (১০৬), তবে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন্ খোদা আছে, যে তোমাদেরকে এসব বস্তু ফিরিয়ে দেবে (১০৭)?' দেখো, কি কি রূপে আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি। অতঃপর তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪৭. আপনি বলুন! আচ্ছা বলোতো, 'যদি তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আসে হঠাৎ (১০৮) অথবা প্রকাশ্যে (১০৯), তবে কারা ধ্বংস হবে অত্যাচারীগণ ব্যতীত (১১০)?'

৪৮. এবং আমি প্রেরণ করিনা রসূলগণকে কিন্তু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই (১১১); সুতরাং যারা ঈমান এনেছে এবং সংশোধন করেছে (১১২); তাদের জন্য না আছে কোন আশংকা, না আছে কোন দুঃখ।

৪৯. এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তাদের নিকট শাস্তি পৌছবে পরিণামরূপে তাদের নির্দেশ অমান্য করার।

৫০. আপনি বলে দিন, 'আমি তোমাদেরকে একথা বলিনা যে, আমার নিকট আল্লাহ্র ধন-ভাণ্ডার আছে এবং না একথা বলছি যে, আমি নিজে নিজেই অদৃশ্য বিষয়ে জেনে নিই। আর না তোমাদেরকে এটা বলছি যে, আমি ফিরিশ্‌তা হই (১১৩)।

أَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ﴿٤٤﴾

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٥﴾

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ﴿٤٦﴾

قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٧﴾

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٤٨﴾

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٤٩﴾

قُلْ لَّآ أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ أَقُوْلُ لَكُمْ إِنِّيْ مَلَكٌ ۚ

টীকা-১০৭. এর জবাব এটাই যে, 'কেউ নেই।' সুতরাং এখন একত্ববাদের উপর শক্তিশালী প্রমাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলো যে, যখন আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ এতো বেশী শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী নয়, তখন ইবাদতের উপযুক্ত তিনিই। শির্ক সবচেয়ে জঘন্য যুলুম ও অপরাধ।

টীকা-১০৮. যার চিহ্ন ও পূর্বাভাষ প্রথম থেকে জানা যায়না

টীকা-১০৯. চোখদেখা,

টীকা-১১০. অর্থাৎ কাফিরদের। কারণ, তারা নিজেদের আত্মাগুলোর উপর যুলুম করেছে, আর এ ধ্বংস তাদের জন্য শাস্তিই।

টীকা-১১১. ঈমানদারগণকে জান্নাত ও সাওয়াবের সুসংবাদ দেন এবং কাফিরদেরকে জাহান্নাম ও আযাবের সতর্কবাণী শুনান;

টীকা-১১২. ভাল কাজ করে;

টীকা-১১৩. কাফিরদের প্রথা ছিলো যে, তারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন করতো। কখনো বলতো, "যদি আপনি রসূল হন, তবে আমাদেরকে প্রচুর ধন-সম্পদ দিন যাতে আমরা কখনো পরমুখাপেক্ষী না হই। আমাদের জন্য পাহাড়গুলোকে স্বর্ণ করে দিন!" কখনো বলতো, "অতীত ও ভবিষ্যতের সংবাদসমূহ শুনিয়ে দিন এবং আমাদেরকে আমাদের ভবিষ্যতের সংবাদ দিন যে, কখন কি কি ঘটবে? যাতে আমরা কল্যাণাদি লাভ করতে পারি এবং সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য পূর্ব থেকেই ব্যবস্থা করে নিতে পারি।" কখনো বলতো, "আমাদেরকে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবার সময়টা বলে দিন যে, তা কবে আসবে।" কখনো বলতো, "আপনি কেমন নবী, যিনি পানাহারও করেন, বিবাহ-শাদীও করেন?" তাদের এসব কথার এ আয়াতে জবাব দেয়া হয়েছে যে, তাদের এসব কথা অত্যন্ত অযৌক্তিক ও মূর্খসুলভ। কেননা, যে ব্যক্তি কোন কিছুর দাবীদার হয় তাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা যেতে পারে, যা তার দাবীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা জিজ্ঞাসা করা এবং সেগুলোকে তার দাবীর বিরুদ্ধে অজুহাত হিসাবে দাঁড় করানো চূড়ান্ত পর্যায়ের মূর্খতা। এ কারণে এরশাদ হয়েছে, "আপনি বলে দিন, আমার দাবী তো এটা নয় যে, আমার নিকট আল্লাহ্র ধন-ভাণ্ডার রয়েছে, যাতে তোমরা আমার নিকট যে কোন ধন-সম্পদ চেয়ে বসবে আর আমি সেদিকে দৃষ্টিপাত না করলে তোমরা আমার রিসালতকে অস্বীকার করে বসবে! না। আমার দাবী নিজস্ব অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী

হবার; কাজেই, যদি আমি তোমাদেরকে অতীত কিংবা ভবিষ্যতের সংবাদ বলে না দিই তবে আমার নবূয়তকে অমান্য করার অজুহাত প্রদর্শন করতে পারো না আমি ফিরিশ্‌তা হবার দাবী করছি, যাতে পানাহার ও বিবাহ-শাদী করা আপত্তিকর হয়। সুতরাং যে সব বস্তুর দাবীই করিনি, সেগুলোর প্রশ্ন করা অযৌক্তিক এবং সেগুলোর জবাব দেয়াও আমার উপর অপরিহার্য নয়। আমার দাবী নবূয়ত ও রিসালতের। যখন এর উপর মজবুত দলিলাদি এবং শক্তিশালী প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলার কি অর্থ হতে পারে?"

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ থেকে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেলো যে, এই পবিত্র আয়াতকে বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর অদৃশ্য জ্ঞান প্রদত্ত হবার কথা অস্বীকার করার জন্য সনদ হিসেবে স্থির করা তেমনই অযৌক্তিক যেমন কাফিরদের এসব প্রশ্নকে নবূয়তের অস্বীকৃতির জন্য প্রমাণরূপে স্থির করা অযৌক্তিক ছিলো।

এতদ্ব্যতীত, এ আয়াত থেকে হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের খোদা-প্রদত্ত জ্ঞানের অস্বীকৃতির অর্থ কোন মতেই প্রকাশ পায়না। কেননা, তখন আয়াতসমূহের মধ্যে পরস্পর সংঘাত রয়েছে বলে স্বীকার করতে হয়। তা হচ্ছে বাতিল।

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

আমি তো সেটারই অনুসারী, যা আমার নিকট ওহী আসে (১১৪)।' আপনি বলুন, 'তবে কি সমান হয়ে যাবে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান (১১৫)? তবে কি তোমরা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করছোনা?'

রুকূ' - ছয়

وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾

৫১. এবং এ ক্বোরআন দ্বারা তাদেরকেই সতর্ক করুন, যাদের এ ভয় আছে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের প্রতি এভাবে উঠানো হবে যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাদের না কোন রক্ষাকারী থাকবে, না থাকবে কোন সুপারিশকারী; এ আশায় যে, তারা পরহেয্‌গার হয়ে যাবে।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾

৫২. এবং বিতাড়িত করবেনা তাদেরকে, যারা আপন প্রতিপালককে ডাকে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায়, তাঁরই সন্তুষ্টি চায় (১১৬)। আপনার উপর তাদের হিসাব-নিকাশের কিছুই নেই এবং তাদের উপরও আপনার হিসাবের কিছুই নেই (১১৭); অতঃপর তাদেরকে আপনি বিতাড়িত করলে এ কাজ ন্যায়-বিচার বহির্ভূত হবে।

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾

৫৩. এবং এভাবে আমি তাদের মধ্যে একেকে অপরের জন্য 'ফিত্‌না' রূপে স্থির করেছি যে, ধনবান কাফিরগণ দরিদ্র মুসলমানদেরকে দেখে (১১৮) বলবে, 'কী এরাই, যাদের উপর আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করেছেন আমাদের মধ্য থেকে (১১৯)?' আল্লাহ্‌ কি ভালই জানেন না সত্য মান্যকারীদেরকে?

মুফাসসিরগণের এক অভিমত এটাও যে, হুযূরের لَا أَقُولُ لَكُمْ الآية (আমি বলছিনা যে,.................. আল আয়াত) বলা তাঁর বিনয়ভাব প্রকাশার্থেই। (খাযিন, মাদারিক, জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-১১৪. এবং এটাই নবীর কাজ। সুতরাং আমি তোমাদেরকে সেটাই দেবো, যা দেবার আমাকে অনুমতি দেয়া হবে; সেটাই বলবো, যা বলার অনুমতি হবে; সেটাই করবো, যা করার জন্য আমি নির্দেশপ্রাপ্ত হবো।

টীকা-১১৫. মু'মিন ও কাফির, জ্ঞানী ও মূর্খ?

টীকা-১১৬. শানে নুযূলঃ কাফিরদের একটা দল বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। তখন তারা দেখলো যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর চতুর্পাশে গরীব সাহাবীদের একটা দল উপস্থিত রয়েছেন, যাঁরা নিম্নমানের পোশাক পরিহিত ছিলেন। এটা দেখে তারা বলতে লাগলো, "আমাদের এসব লোকের পাশে বসতে লজ্জাবোধ হয়। সুতরাং যদি আপনি তাদেরকে আপনার মজলিস থেকে বের করে দেন তবে আমরা আপনার উপর ঈমান নিয়ে আসবো। আর আপনারই খেদমতে নিয়োজিত থাকবো।" হুযূর তাদের এ প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-১১৭. সবারই হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্‌র হাতে। তিনিই সমস্ত সৃষ্টিকে জীবিকা প্রদান করেন। তিনি ব্যতীত কারো দায়িত্বে কারো হিসাব-নিকাশ নেই। সারার্থ হচ্ছে, ঐ সব দুর্বল দরিদ্রলোক, যাঁদের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, আপনার দরবারে নৈকট্যলাভের উপযুক্ত। তাঁদেরকে দূরে না সরানোই যথার্থ।

টীকা-১১৮. বিদ্বেষ বশতঃ

টীকা-১১৯. 'যে, তাদেরকে ঈমান ও হিদায়ত দান করেছেন? অথচ ঐসব লোক দরিদ্র ও সম্বলহীন। আর আমরা হলাম নেতা ও সর্দার।' এ উক্তিতে তাদের উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহ্‌ তা'আলার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করা যে, 'দরিদ্রগণ আমীর-উমারার উপর অগ্রাধিকার পাবার অধিকার রাখেনা। সুতরাং সেই ধর্ম যদি সত্য হতো, যায় উপর এসব দরিদ্র লোক রয়েছে, তবে তারা আমাদের অগ্রণী হতোনা।'

৫৪. এবং যখন আপনার নিকট তারা উপস্থিত হবে, যারা আমার নিদর্শনসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তখন তাদেরকে আপনি বলুন, 'তোমাদের উপর শান্তি! তোমাদের প্রতিপালক নিজ করুণার দায়িত্বে রহমত অবতীর্ণ করেছেন (১২০) যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ মূর্খতাবশতঃ কোন মন্দ কাজ করে বসে, অতঃপর এর পরে তাওবা করে এবং সংশোধন করে নেয়, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।'

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾

৫৫. এবং এভাবে আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি (১২১) এবং এ জন্য যে, অপরাধীদের পথ প্রকাশ হয়ে যাবে (১২২)।

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾

রুকূ' - সাত

৫৬. আপনি বলুন, 'আমাকে নিষেধ করা হয়েছে সে সবের ইবাদত করতে, যাদের তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত উপাসনা করো (১২৩)।' আপনি বলুন, 'আমি তোমাদের কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করিনা (১২৪); এমন হলে আমি পথভ্রষ্ট হবো এবং সঠিক পথের উপর থাকবো না।'

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭. আপনি বলুন, 'আমি তো আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপরই রয়েছি (১২৫) এবং তোমরা সেটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছো। আমার নিকট নেই যা তোমরা শীঘ্রই চাচ্ছো (১২৬)। নির্দেশ নেই, কিন্তু আল্লাহ্‌র। তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং তিনি সবচেয়ে উত্তম ফয়সালাকারী।'

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

৫৮. আপনি বলুন, 'যদি আমার নিকট থাকতো ঐ বস্তু, যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছো (১২৭), তবে আমার ও তোমাদের মধ্যেকার মতভেদের পরিসমাপ্তি ঘটতো (১২৮) এবং আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন অত্যাচারীদেরকে।'

قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯. এবং তাঁরই নিকট রয়েছে অদৃশ্য জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবিসমূহ। সেগুলো একমাত্র তিনিই জানেন (১২৯); এবং জানেন যা কিছু স্থলে ও জলে রয়েছে; এবং যে পাতাটা ঝরে পড়ে তিনি সেটা সম্বন্ধেও অবগত। এবং এমন কোন শস্যকণা নেই যমীনের অন্ধকাররাশির মধ্যে এবং না আছে এমন কোন তাজা ও শুষ্ক বস্তু, যা একটা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই (১৩০)।

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾

৬০. তিনিই হন, যিনি রাত্রিকালে তোমাদের রূহসমূহ হনন করেন (১৩১) এবং

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ

টীকা-১২০. স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণাবশতঃ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

টীকা-১২১. যাতে সত্য প্রকাশিত হয় এবং তদনুযায়ী কাজও করা যায়,

টীকা-১২২. যাতে তা থেকে বিরত থাকা যায়।

টীকা-১২৩. কেননা, এটা যুক্তি এবং ক্বোরআন-সুন্নাহ্ উভয়টারই পরিপন্থী।

টীকা-১২৪. অর্থাৎ তোমাদের চলার পথ হচ্ছে– তোমাদের কু-প্রবৃত্তি এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ, দলীলের অনুসরণ নয়। এ কারণে গ্রহণ করার উপযোগী নয়;

টীকা-১২৫. এবং আমার নিকট এর পরিচিতি অর্জিত হয়েছে; আমি জানি যে, তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। 'স্পষ্ট প্রমাণ'-এর মধ্যে ক্বোরআন শরীফ, মু'জিযাসমূহ এবং আল্লাহ্‌র একত্ববাদের সমস্ত স্পষ্ট অকাট্য প্রমাণাদি– সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

টীকা-১২৬. কাফিরগণ ঠাট্টাবশতঃ হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে বলতো, "আমাদের উপর সত্বর আযাব অবতীর্ণ করান।" এ আয়াতে তাদেরকে জবাব দেয়া হয়েছে। আর প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যে, হুযূরের নিকট এ ধরণের প্রশ্ন করা নিতান্তই অযৌক্তিক।

টীকা-১২৭. অর্থাৎ শাস্তি,

টীকা-১২৮. আমি তোমাদেরকে একটা মুহূর্তের জন্যও অবকাশ দিতাম না। তোমাদেরকে প্রতিপালকের বিরোধী দেখা মাত্রই নির্দ্বিধায় ধ্বংস করে দিতাম। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সহনশীল, শাস্তি প্রদানে ত্বরা করেন না।

টীকা-১২৯. সুতরাং তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তিনিই অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হতে পারেন। তিনি অবহিত করানো ছাড়া কেউ অদৃশ্য সম্বন্ধে জানতে পারেনা। (ওয়াহেদী)

টীকা-১৩০. 'স্পষ্ট কিতাব' বলতে 'লওহে মাহফূয্' বুঝায়। আল্লাহ্ তা'আলা, যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে সব কিছুর জ্ঞান এর মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন।

টীকা-১৩১. তখন তোমাদের উপর নিদ্রা প্রভাব বিস্তার করে এবং তোমাদের

ক্ষমতা-প্রয়োগ আপন অবস্থায় স্থায়ী থাকেনা।

টীকা-১৩২. এবং 'জীবন' তার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে।

টীকা-১৩৩. আখিরাতে। এ আয়াতে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হবার পক্ষে প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। যেভাবে দৈনন্দিন শয়ন করার সময় এক প্রকারের মৃত্যু তোমাদের উপর উপস্থিত করা হয়, যার কারণে তোমাদের ইন্দ্রিয় শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়; চলাফেরা, ধারণ করা এবং চেতনাবস্থার সব কাজ নিষ্ক্রিয় (স্তব্ধ) হয়ে যায়। এর পরে আবার জাগ্রত হবার সময় আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত শক্তিকে প্রয়োগের ক্ষমতা দান করেন। এটা স্পষ্ট প্রমাণ এ কথার পক্ষে যে, তিনি জীবনের কর্ম-সম্পাদনের ক্ষমতাসমূহ মৃত্যুর পর প্রদান করার উপরও এভাবেই সক্ষম।

টীকা-১৩৪. ফিরিশ্তাগণ, যাঁদেরকে 'কিরামান্ কাতিবীন' বলে। তাঁরা আদম-সন্তানের ভাল ও মন্দ লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। প্রত্যেক মানব সন্তানের সাথে দু'জন ফিরিশ্তা থাকেন। একজন ডান পাশে অপরজন বাম পাশে। ভাল কার্যাদি ডান দিকের ফিরিশ্তা লিখেন আর মন্দ কার্যাদি বাম দিকের ফিরিশ্তা লিখেন। বান্দাদের সতর্ক থাকা চাই এবং মন্দ ও পাপাচার থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা, প্রতিটি কাজ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে এবং ক্বিয়ামত দিবসে তার আমলনামা সমস্ত সৃষ্টির সম্মুখে পাঠ করা হবে। তখন পাপাচার কতোই লজ্জার কারণ হবে। আল্লাহ্ আশ্রয় দিন! হে প্রভু! কবূল করুন! অতঃপর, কবূল করুন!

টীকা-১৩৫. এসব ফিরিশ্তা বলতে হয়তো এককভাবে মৃত্যুর ফিরিশ্তাকে বুঝায়; এমতাবস্থায় 'বহুবচন'-এর ব্যবহার সম্মানার্থে হয়েছে; অথবা মৃত্যুর ফিরিশ্তাকে ঐসব ফিরিশ্তা সহকারে বুঝায়, যাঁরা তাঁর সহযোগী। যখন কারো মৃত্যুর সময় আসে, তখন মৃত্যুর ফিরিশ্তা আল্লাহ্‌র নির্দেশে আপন সহযোগীদেরকে তার প্রাণ হননের নির্দেশ দেন। রূহ যখন কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে তখন তিনি নিজেই তা কব্জ করেন। (খাযিন)

টীকা-১৩৬. এবং হুকুম পালন করার ক্ষেত্রে তাঁদের থেকে কোনরূপ ত্রুটি সংঘটিত হয়না এবং তাদের কার্য - সম্পাদনে অলসতা ও বিলম্বের অবকাশ থাকেনা। নিজেদের কর্তব্য ও করণীয় কার্যাদি যথাযথ সময়ে সম্পন্ন করেন।

টীকা-১৩৭. এবং সেদিন তিনি ব্যতীত কেউ নির্দেশদাতা নেই।

এবং জানেন যা কিছু দিনের বেলায় অর্জন করো। অতঃপর তোমাদেরকে দিনে উঠান, যাতে নির্দ্ধারিত সময়সীমা পরিপূর্ণ হয় (১৩২)। অতঃপর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে (১৩৩)। অতঃপর তিনি বলে দেবেন যা তোমরা করতে।

وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

রুকূ' – আট

৬১. এবং তিনিই পরাক্রমশালী আপন বান্দাদের উপর এবং তোমাদের উপর রক্ষক প্রেরণ করেন (১৩৪); অবশেষে যখন তোমাদের মধ্য থেকে কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন আমার ফিরিশ্তাগণ তার রূহ্ হনন করে (১৩৫) এবং তারা ত্রুটি করেনা (১৩৬)।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾

৬২. অতঃপর তারা প্রত্যানীত হয় তাদের প্রকৃত মুনিবের দিকে। শুনছো! তাঁরই নির্দেশ (১৩৭) এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী (১৩৮)।

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿٦٢﴾

৬৩. আপনি বলুন! 'তিনি কে হন, যিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেন স্থল ও সমুদ্রের বিপদাপদ থেকে, যাকে তোমরা ডাকছো কাতরভাবে এবং নীরবে যে, 'যদি তিনি আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবো (১৩৯)।'

قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٣﴾

৬৪. আপনি বলুন, 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে মুক্তি দেন তা থেকে এবং প্রত্যেক অস্থিরতা থেকে; অতঃপর তোমরা তাঁর শরীক স্থির করছো (১৪০)।'

قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾

টীকা-১৩৮. কেননা, তাঁর চিন্তা-ভাবনা, যাচাই-বাছাই কিংবা গণনা করার প্রয়োজন নেই, যে কারণে দেরী হবে।

টীকা-১৩৯. এ আয়াতের মধ্যে কাফিরদেরকে সতর্ক করা হয় যে, স্থল ও জলভাগের সফরসমূহের মধ্যে যখন তারা বিপদের সম্মুখীন হয়ে পেরেশান হয়ে যায় এবং এমন সব মুসীবত ও ভয়ানক অবস্থাদি উপস্থিত হয়, যেগুলোর কারণে অন্তর কেঁপে ওঠে এবং আশংকাদি অন্তরসমূহকে অস্থির করে দেয়; তখন মূর্তি পূজারীগণও প্রতিমাগুলোকে ভুলে যায় এবং আল্লাহ্ তা'আলারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তাঁরই দরবারে কান্নাকাটি করে। আর বলে, "এ মুসীবত থেকে যদি আপনি মুক্তি দান করেন, তবে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী হবো এবং আপনার নি'মাতের হক আদায় করবো।"

টীকা-১৪০. এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার স্থলে এমন জঘন্য অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছো এবং এটা জানা সত্ত্বেও যে, বোত্ অকেজো, কোন কাজের নয়. অতঃপর সেগুলোকে আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করছো। এটা কতোই জঘন্য ভ্রান্তি!

টীকা-১৪১. তাফসীরকারকগণের এর মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, এ আয়াতে কাদের কথা বুঝানো হয়েছে! একটা দল বলেছেন যে, এ থেকে 'উম্মতে মুহাম্মদী'-ই উদ্দেশ্য। আর আয়াত তাঁদেরই প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। বোখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন এটা নাযিল হয়েছে, 'তিনিই সক্ষম তোমাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করতে তোমাদের উপর থেকে"; তখন বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, "(হে খোদা!) তোমারই আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" আর যখন এটা নাযিল হয়েছে, "অথবা তোমাদের পায়ের নীচে থেকে;" তখন এরশাদ করলেন, "আমি (হে খোদা,) তোমারই আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" আর যখন এটা অবতীর্ণ হলো, "তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং একেকে অপরের কঠোর নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ করাতে (সক্ষম);" তখন এরশাদ করলেন, "এটা অবশ্য সহজ (কম কষ্টকর)।"

মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একদিন বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বনী মু'আবিয়া মসজিদে দু'রাক্'আত নামায আদায় করলেন এবং এর পর দীর্ঘ প্রার্থনা করলেন। অতঃপর সাহাবীদের দিকে ফিরে বললেন, "আমি আপন প্রতিপালকের নিকট তিনটা প্রার্থনা জানাই। তন্মধ্যে দু'টি কবূল হয়েছে। একটা প্রার্থনা তো এ ছিলো যে, 'আমার উম্মতকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দিয়ে ধ্বংস করবেন না।' এটা কবূল হয়েছে। অপর একটা প্রার্থনা এ ছিলো যে, 'তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে শাস্তি দেবেন না।' এটাও কবূল হয়েছে। তৃতীয় প্রার্থনা এ ছিলো যে, 'তাদের পরস্পরের মধ্যে যেন যুদ্ধ-বিগ্রহ না হয়।' এটা কবূল হয়নি।"

৬৫. আপনি বলুন, 'তিনিই সক্ষম তোমাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করতে তোমাদের উপর থেকে কিংবা পায়ের নীচে থেকে, অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিতে এবং একেকে অপরের কঠোর নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ করাতে।' দেখো, আমি কিভাবে বিভিন্ন প্রকারে আয়াতসমূহ বিবৃত করছি, যাতে কখনো তাদের বোধশক্তির উদয় হয় (১৪১)।

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬. এবং ওটাকে (১৪২) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তোমার সম্প্রদায় এবং ওটাই সত্য। আপনি বলুন, 'আমি তোমাদের উপর কোন কার্যনির্বাহক নই (১৪৩)।'

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦٦﴾

৬৭. প্রতিটি বস্তুর একটা নির্দ্ধারিত সময় রয়েছে (১৪৪) এবং অদূর ভবিষ্যতে তোমরা অবহিত হবে।

لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮. এবং হে শ্রোতা! তুমি তাদেরকে দেখবে, যারা আমার নিদর্শনসমূহের মধ্যে লেগে আছে (১৪৫), তখন তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে (১৪৬) যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়, এবং যখনই তোমাকে শয়তান ভুলিয়ে দেবে, অতঃপর স্মরণে আসতেই যালিমদের নিকটে বসোনা!

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾

৬৯. এবং পরহেয্গারদের উপর তাদের হিসাব থেকে কিছুই নেই (১৪৭); হাঁ, উপদেশ দেয়া; হয়ত তারা ফিরে আসবে (১৪৮)।

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾

টীকা-১৪২. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফকে অথবা আযাব অবতীর্ণ হওয়াকে।

টীকা-১৪৩. আমার কাজ হচ্ছে- "পথ প্রদর্শন করা। অন্তরসমূহের দায়িত্ব আমার উপর নেই।"

টীকা-১৪৪. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যেসব খবর দিয়েছেন, সেগুলোর জন্য সময় নির্দ্ধারিত রয়েছে। সেগুলো ঠিক সে সময়েই সংঘটিত হবে।

টীকা-১৪৫. সমালোচনা, দুর্নাম এবং ঠাট্টা সহকারে,

টীকা-১৪৬. এবং তাদের সাথে উঠা-বসা বর্জন করবো।

মাস্'আলাঃ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, বে-দ্বীনদের যে বৈঠকে দ্বীনের প্রতি সম্মান দেখানো হয়না মুসলমানদের জন্য সেখানে বসা বৈধ নয়। এ থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, কাফিরগণ এবং বে-দ্বীনদের জলসায়, যার মধ্যে তারা ধর্মের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখে, সেগুলোর মধ্যে যাওয়া, শ্রবণ করায় শরীক হওয়া বৈধ নয়। আর তাদের খণ্ডনের জন্য যাওয়া 'তাদের সাথে উঠাবসার' মধ্যে শামিল নয়; বরং সত্যকে প্রকাশ করারই শামিল। তা নিষিদ্ধ নয়। যেমন, পরবর্তী আয়াত থেকে এটা প্রকাশ পায়।

টীকা-১৪৭. অর্থাৎ সমালোচনা ও ঠাট্টাকারীদের গুনাহ্ তাদেরই উপর বর্তাবে; তাদের নিকট থেকেই এর হিসাব নেয়া হবে, পরহেয্গারদের নিকট থেকে নয়;

শানে নুযূলঃ মুসলমানগণ বলেছিলেন যে, "আমাদের মনে গুনাহ্‌র আশংকা রয়েছে; যখনই আমরা তাদেরকে বর্জন করি এবং বাধা না দিই। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৪৮. মাস্'আলাঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, উপদেশ ও সত্য প্রকাশের জন্য তাদের নিকট বসা বৈধ।

টীকা-১৪৯. এবং শরীয়তের বিধি-বিধান বর্ণনা করো।

টীকা-১৫০. এবং নিজের অপরাধসমূহের কারণে জাহান্নামের শাস্তিতে গ্রেফতার হয়োনা।

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

৭০. এবং বর্জন করো তাদেরকে, যারা নিজেদের দ্বীনকে খেলা-তামাশারূপে গ্রহণ করেছে এবং তাদেরকে পার্থিব জীবন প্রতারিত করেছে; এবং ক্বোরআন থেকে তাদেরকে উপদেশ দাও (১৪৯) যাতে কখনো কোন প্রাণ নিজের কৃতকর্মের জন্য গ্রেফতার না হয় (১৫০)। আল্লাহ্ ব্যতীত তার জন্য না কোন অভিভাবক থাকবে, না কোন সুপারিশকারী; এবং যদি নিজের বিনিময়ে সবকিছুও দেয় তবুও তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না। এরা হচ্ছে (১৫১) তারাই; যাদেরকে তাদের কৃতকর্মের উপর পাকড়াও করা হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে অত্যুষ্ণ পানীয় এবং বেদনাদায়ক শাস্তি, তাদের কুফরের বদলা স্বরূপ।

রুকূ' – নয়

قُلْ أَنَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَٰطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَٰبٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَٰلَمِينَ ۝

৭১. আপনি বলুন (১৫২), 'আমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কিছুর উপাসনা করবো, যা আমাদের না কোন উপকার করতে পারে, না অপকার (১৫৩)? এবং আমাদেরকে কি পশ্চাদপদে ফিরিয়ে দেয়া হবে এর পরে যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন (১৫৪) তারই মতো, যাকে শয়তান যমীনের মধ্যে পথ ভুলিয়ে দিয়েছে (১৫৫), হতবুদ্ধি হয়ে আছে?' তার সাথী তাকে পথের দিকে আহ্বান করছে, 'এদিকে এসো!' আপনি বলুন, 'আল্লাহ্‌র হিদায়তই হিদায়ত (১৫৬) এবং আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমরা তাঁর জন্য গর্দান ঝুঁকিয়ে দিই (১৫৭), যিনি প্রতিপালক হন সমগ্র বিশ্বের।'

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

৭২. এবং এ যে, নামায কায়েম রাখো এবং তাঁকেই ভয় করো; এবং তিনিই হন, যাঁর প্রতি তোমাদের উত্থান।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۝

৭৩. এবং তিনিই, যিনি আস্‌মান ও যমীনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন (১৫৮); এবং যেদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রতিটি বস্তুর উদ্দেশ্যে বলবেন, 'হয়ে যাও!' সেটা তখনই হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَٰدَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝

৭৪. তাঁরই বাণী সত্য; এবং তাঁরই রাজত্ব হবে যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে (১৫৯); প্রতিটি গোপন ও প্রকাশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত। তিনিই প্রজ্ঞাময়, অবহিত।

টীকা-১৫১. দ্বীনকে হাস্যাস্পদ ও খেলা-তামাশা হিসেবে স্থিরকারী এবং পার্থিব ফিৎনায় নিপতিত।

টীকা-১৫২. হে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, ঐসব অংশীবাদীকে, যারা তাদের বাপ-দাদার ধর্মের দিকে আহ্বান করে,

টীকা-১৫৩. এবং সেটার মধ্যে কোন ক্ষমতা নেই।

টীকা-১৫৪. এবং ইসলাম ও একত্ববাদের নি'মাত দান করেছেন এবং বোত-পূজার নিকৃষ্টতম পরিণাম থেকে রক্ষা করেছেন।

টীকা-১৫৫. এ আয়াতে হক ও বাতিলের প্রতি আহ্বানকারীদের একটা উপমা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেমন মুসাফির তার সঙ্গীদের সাথে ছিলো। জঙ্গলের মধ্যে ভূত ও শয়তানরা তাকে পথ ভুলিয়ে দিয়েছে এবং বলেছে, "গন্তব্য স্থলের পথ এটাই।" আর তার সাথীগণ তাকে সরল পথের দিকে আহ্বান করতে লাগলো। সে হতবুদ্ধি হয়ে রইলো- কোন্ দিকে যাবে! তার পরিণতি হবে এটাই যে, যদি সে ভূতদের পথে চলে যায় তবে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর সফর-সঙ্গীদের কথা মানলে নিরাপদে থাকবে এবং গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যাবে। এ অবস্থা ঐ ব্যক্তিরও যে ইস্‌লামের পথ থেকে সরে গেছে এবং শয়তানের রাস্তায় চলেছে। মুসলমানরা তাকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান করছে। যদি তাঁদের কথা মান্য করে তবে সঠিক পথ পাবে, নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে।

টীকা-১৫৬. অর্থাৎ যে পথ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের জন্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং যেই দ্বীন-ইসলাম তাদের জন্য স্থির করেছেন, সেটাই হিদায়ত ও আলো এবং যা সেটা ব্যতীত রয়েছে, সে-ই দ্বীন বাতিল।

টীকা-১৫৭. এবং তাঁরই আনুগত্য ও নির্দেশ মান্য করি এবং বিশেষকরে তাঁরই ইবাদত করি,

টীকা-১৫৮. যা দ্বারা তাঁর পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা, তাঁর সব বিষয়কে পরিবেষ্টনকারী জ্ঞান এবং তাঁর প্রজ্ঞা ও কর্মকৌশল প্রকাশ পায়;

টীকা-১৫৯. যে, নামমাত্রও কেউ রাজত্বের দাবীদার থাকবেনা। সমস্ত আধিপত্যবাদী ও ফিরআউনী সম্প্রদায় এবং দুনিয়ায় রাজত্বের অহংকারীরা দেখবে

যে, দুনিয়ার মধ্যে যা তারা রাজত্বের দাবী করতো সেটা বাতিল ছিলো।

টীকা-১৬০. 'ক্বামূস' নামক অভিধানে আছে যে, 'আযর' হচ্ছে হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর চাচার নাম। ইমাম আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর 'মাসা-লিকুল হুনাফা' নামক কিতাবের মধ্যেও অনুরূপ লিখেছেন। চাচাকে পিতা বলার প্রচলন প্রত্যেক দেশেই রয়েছে; বিশেষ করে, আরবে। ক্বোরআন করীমের মধ্যে এরশাদ হয়েছে– نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا (অর্থাৎঃ আমরা ইবাদত করবো আপনার খোদার এবং আপনার পিতৃপুরুষগণ– ইব্রাহীম, ইসমাঈল এবং ইস্হাক (আলায়হিমুস সালাম)-এর খোদার, যিনি একমাত্র খোদা।)

এ'তে হযরত ইস্মাঈল (আলায়হিস্ সালাম)কে হযরত য়া'কূব (আলায়হিস্ সালাম)-এর পিতৃপুরুষদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে; অথচ তিনি হলেন চাচা। হাদীস শরীফের মধ্যে হযরত বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে 'পিতা' বলেছেন। সুতরাং এরশাদ ফরমায়েছেন– رُدُّوْا عَلَىَّ اَبِىْ (অর্থাৎ তোমরা আমার সম্মুখে আমার 'পিতা'-কে ফিরিয়ে আনো!) আর এখানে اَبِىْ (আমার পিতা) শব্দ দ্বারা হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বুঝানোই উদ্দেশ্য। (মুফরাদাত, কৃত-ইমাম রা-গিব ও তাফসীর-ই-কবীর ইত্যাদি)

টীকা-১৬১. এ আয়াত আরবের মুশ্রিকদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ, যারা হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-কে সম্মানিত হিসেবে জানতো এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতো। তাদেরকে এটা দেখিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম) মূর্তি পূজাকে কতো বড় দোষ ও ভ্রান্তি বলে আখ্যায়িত করছেন যে, 'যদি তোমরা তাঁকে মেনে থাকো, তবে মূর্তি পূজা তোমরাও ছেড়ে দাও!'

৭৫. এবং স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহীম আপন পিতা (১৬০) আযরকে বলেছিলো, 'তুমি কি মূর্তিগুলোকে খোদা বানাচ্ছো? নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে ও তোমার সম্প্রদায়কে সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে পাচ্ছি (১৬১)।'

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٧٥

৭৬. এবং এভাবে আমি ইব্রাহীমকে দেখাচ্ছি সমগ্র বাদশাহী আসমানসমূহের ও যমীনের (১৬২) এবং এ জন্য যে, তিনি স্বচক্ষে-দেখা নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন (১৬৩)।

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ۝٧٦

৭৭. অতঃপর যখন তাঁর উপর রাতের অন্ধকার নেমে আসলো তখন একটা নক্ষত্র দেখলেন (১৬৪)। বললেন, 'এটাকেই কি আমার প্রতিপালক স্থির করছো?' অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো তখন বললেন, 'আমি পছন্দ করিনা যা অস্তমিত হয়।'

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ۝٧٧

টীকা-১৬২. অর্থাৎ যেভাবে হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-কে ধর্মের ক্ষেত্রে অন্তর-দৃষ্টি দান করেছি, অনুরূপভাবে, তাঁকে আস্মানসমূহ এবং যমীনের বাদশাহী দেখাচ্ছি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন, "তা দ্বারা আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির কথাই বুঝানো হয়েছে।" হযরত মুজাহিদ ও হযরত সা'ঈদ ইবনে জুবায়র বলেছেন, "আসমানসমূহ ও যমীনের নিদর্শনসমূহের কথাই বুঝানো হয়েছে।" তা এভাবে যে, হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-কে 'সাখরাহ' (পাথর)-এর উপর দাঁড় করানো হয়েছে এবং তাঁর জন্য আস্মানসমূহ খুলে দেয়া হয়েছে। এমন কি, তিনি আরশ, কুরসী এবং আস্মানসমূহের সমস্ত আশ্চর্যজনক বস্তু এবং জান্নাতের মধ্যে স্বীয় স্থান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর জন্য যমীনের রহস্যাবলী উদ্ভাসিত করেছেন। এমন কি, তিনি সর্বনিম্নের যমীন পর্যন্ত দেখেছেন এবং যমীনসমূহের সমস্ত আশ্চর্য বিষয়াদি অবলোকন করেছেন। তাফ্সীরকারকদের এ'তে মতভেদ রয়েছে– এটা কি অন্তর-দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, না কপালের চক্ষু দ্বারা। (তাফ্সীর-ই-দুর্‌রে মানসূর ও খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-১৬৩. কেননা, সমস্ত দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু তাঁরই সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছে এবং সৃষ্টির আমলসমূহ থেকে কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন ছিলোনা।

টীকা-১৬৪. তাফসীর, ইতিহাস ও জীবন-চরিত লিখকগণের বিবরণ হচ্ছে– কিন'আন-তনয় নমরূদ বড় যালিম বাদশাহ ছিলো। সর্বপ্রথম সে-ই মাথায় মুকুট পরিধান করেছিলো। এ বাদশাহ্ লোকজন দ্বারা তার উপাসনা করাতো। জ্যোতিষী ও গণক অধিক সংখ্যায় তার দরবারে হাযির থাকতো। নমরূদ স্বপ্নে দেখেছিলো যে, একটা তারকা উদিত হলো। সেটার আলোর সামনে চন্দ্র ও সূর্য একেবারে ম্লান হয়ে গেলো। এতে সে অতিশয় ভীত হয়ে পড়লো। জ্যোতিষীদের নিকট থেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলো। তারা বললো, "এ বৎসর তোমার রাজ্যে একটা সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যে তোমার সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হবে এবং তোমার ধর্মের লোকেরা তার হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।" এ সংবাদ শুনে সে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লো এবং সে নির্দেশ দিয়ে দিলো– 'যেই সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তাকে হত্যা করা হোক, পুরুষগণ তাদের স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকবে।' এসব তদারকের জন্য একটা পৃথক বিভাগ কায়েম করা হলো।

অদৃষ্টের লিখনসমূহকে কে খণ্ডন করতে পারে? হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের বুযর্গ জননী গর্ভবতী হলেন। আর জ্যোতিষীগণ এটার সংবাদ দিয়ে দিলো যে, উক্ত সন্তান মায়ের গর্ভে এসে গেছে। কিন্তু যেহেতু হযরতের জননী অল্পবয়স্কা ছিলেন, সেহেতু তাঁর গর্ভবতী হওয়ার পরিচয় কোন মতেই পাওয়া

যায়নি। যখন প্রসবের সময় নিকটবর্তী হলো, তখন তাঁর জননী ঐ গুহায় চলে গেলেন, যা তাঁর পিতা শহর থেকে দূরে খনন করে রেখেছিলেন। সেখানে তাঁর জন্ম হলো এবং সেখানেই তিনি রইলেন। পাথর দ্বারা সেই গুহার দরজা বন্ধ করে দেয়া হতো। প্রত্যহ তাঁর আম্মাজান তাঁকে দুধ পান করায়ে আসতেন। তিনি যখন সেখানে পৌঁছতেন, তখন দেখতেন যে, তিনি (হযরত ইব্রাহীম) হাতের আঙ্গুল চুষছেন আর তা থেকে দুধ বের হচ্ছে। তিনি দ্রুত বড় হতে থাকেন। এক মাসে এতটুকু বাড়তেন যতটুকু অন্যান্য সন্তান এক বছরে বাড়তো।

এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, তিনি গুহার মধ্যে কতকাল ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, "সাত বৎসরকাল।" কারো কারো মতে, "তের বৎসর।" কেউ কেউ বলেন, "সতের বৎসর।" এ বিষয়টা নিশ্চিত যে, নবীগণ সর্বাবস্থায় নিষ্পাপ হন। আর তাঁরা তাঁদের জীবনের প্রাথমিক অবস্থা থেকেই অস্তিত্বের সব সময়টুকুতেই খোদা-পরিচিতিসম্পন্ন থাকেন।

একদিন হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) তাঁর আম্মাজানকে বললেন, "আমার পালনকর্তা কে?" তিনি বললেন, "আমি"। তিনি বললেন, "তোমার পালনকর্তা কে?" বললেন, "তোমার পিতা"। তিনি বললেন, "তাঁর পালনকর্তা কে?" এর জবাবে তাঁর আম্মাজান বললেন, "চুপ থাকো"। অতঃপর তিনি গিয়ে স্বামীকে বললেন, "যে সন্তান সম্পর্কে এ কথার প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, সে পৃথিবীবাসীদের দ্বীন পরিবর্তন করে ফেলবে, সে হচ্ছে তোমারই সন্তান।"

৭৮. অতঃপর যখন চন্দ্রকে চমকিত অবস্থায় দেখলেন তখন বললেন, 'এটাকেই কি আমার প্রতিপালক স্থির করছো?' অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন বললেন, 'যদি না আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন করতেন, তবে আমিও সেই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হতাম (১৬৫)।'

فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ۝٧٧

৭৯. অতঃপর যখন সূর্যকে ঝিলিমিলি করতে দেখলেন, তখন বললেন, 'এটাকে কি আমার প্রতিপালক বলছো (১৬৬)? এটাতো সেগুলো অপেক্ষা বড়।' অতঃপর যখন সেটা অস্তমিত হলো, তখন বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি অসন্তুষ্ট সেসব বস্তুর প্রতি যেগুলোকে তোমরা শরীক স্থির করছো (১৬৭)।

فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝٧٨

৮০. আমি আমার মুখমণ্ডল তাঁরই দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই হয়ে (১৬৮) এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।'

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝٧٩

৮১. এবং তাঁর সম্প্রদায় তাঁর সাথে বিতর্ক করতে লাগলো। (তিনি) বললেন, 'তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমার সাথে বিতর্ক করছো? তিনি তো আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন (১৬৯)

وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ

এরপর এ কথোপকথনের কথা বর্ণনা করলেন। হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) প্রথম থেকেই আল্লাহ্‌র একত্ববাদের সমর্থন এবং কুফ্‌রী আক্বীদাসমূহের খণ্ডন আরম্ভ করেছিলেন। আর যখন গর্তের একটা ছিদ্র দিয়ে রাত্রিকালে তিনি 'যুহ্‌রা' (শুক্রগ্রহ) অথবা 'মুশ্‌তারী' (বৃহস্পতিগ্রহ) নামক নক্ষত্র প্রত্যক্ষ করলেন তখনই অকাট্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করলেন। কেননা, সে যুগের লোকেরা বোত ও নক্ষত্ররাজির পূজা করতো। তখন তিনি একটা অতীব উত্তম ও হৃদয়গ্রাহী পন্থায় তাদেরকে গভীর চিন্তা-ভাবনা বা যুক্তি-তর্কের ভিত্তিতে সত্য সন্ধানের দিকে পথ প্রদর্শন করলেন; যা দ্বারা তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সমস্ত জগতই ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল; 'ইলাহ' (উপাস্য) হতে পারেনা। তা নিজেই ঐ স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপকের প্রতি মুখাপেক্ষী, যাঁরই ক্ষমতা ও ইচ্ছায় তাতে পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

টীকা-১৬৫. এর মধ্যে সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য সতর্কবাণী রয়েছে যে, চন্দ্রকে যে উপাস্য স্থির করেছে সে পথভ্রষ্ট। কেননা, সেটার একাবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়া সেটা ক্ষণস্থায়ী এবং অস্তিত্বে আসার জন্য স্রষ্টার মুখাপেক্ষী হওয়ারই প্রমাণবহ।

টীকা-১৬৬. (আরবী ব্যাকরণ মতে,) 'شمس' (সূর্য) 'অপ্রকৃত স্ত্রী-লিঙ্গ'। সেটার জন্য 'পুংলিঙ্গ' কিংবা 'স্ত্রী-লিঙ্গ' বাচক-উভয় প্রকার 'শব্দরূপ' ব্যবহার করা যায়। এখানে 'هذا' (পুংলিঙ্গ) ব্যবহৃত হয়েছে। এ'তে আদব (শালীনতা) শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, 'রব' (প্রতিপালক) পদটার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্ত্রী-লিঙ্গ বাচক শব্দের ব্যবহার করা হয়নি। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষণ হিসেবে; عَلَّام (আল্লাম) শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে; عَلَّامَة (আল্লামাহ্) শব্দ নয়।

টীকা-১৬৭. হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) এ কথা প্রমাণিত করে দিলেন যে, নক্ষত্ররাজির মধ্যে ছোট থেকে বড় পর্যন্ত কোনটাই 'রব' (প্রতিপালক) হবার যোগ্যতা রাখেনা; সেগুলো 'ইলাহ' (উপাস্য) হওয়া বাতিল। আর সম্প্রদয়ের লোকেরা যে শির্কের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে, তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং এরপর সত্য দ্বীনের কথা বর্ণনা করেছেন, যা পরবর্তীতে আসছে।

টীকা-১৬৮. অর্থাৎ ইসলাম ছাড়া অবশিষ্ট সব ধর্ম থেকে পৃথক রয়ে।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, সত্য দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তা তখনই হতে পারে, যখন সমস্ত বাতিল দ্বীন থেকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়।

টীকা-১৬৯. স্বীয় 'তাওহীদ' ও 'মা'রেফাত'-এর

টীকা-১৭০. কেননা, সে গুলো হচ্ছে প্রাণহীন বোত্- না ক্ষতি করতে পারে, না উপকার করতে পারে। সে গুলোকে কেন ভয় করবে? এটা তিনি মুশরিকদের প্রতি জবাবে বলেছিলেন। তারা তাঁকে বলেছিলো, "বোতগুলোকে ভয় করুন! সে গুলোকে মন্দ বললে যাতে আপনার কোন ক্ষতি না হয়!"

টীকা-১৭১. তাই হবে। কেননা, আমার প্রতিপালক অসীম ক্ষমতাশীল।

وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَشَآءَ رَبِّى شَيْـًٔا ۗ وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾

এবং আমার নিকট সেসবের ভয় নেই, যেগুলোকে তোমরা (তাঁর) শরীক বলছো (১৭০); হাঁ, কোন বিষয়ে আমারই প্রতিপালক যা চান (১৭১)। আমার প্রতিপালকের জ্ঞান সব কিছুর পরিবেষ্টনকারী, তোমরা কি উপদেশ মানবে না?

وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰنًا ۚ فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾

৮২. আমি তোমাদের শরীকদেরকে কেন ভয় করবো (১৭২)? অথচ তোমরা (এতো) ভয় করছো না যে, তোমরা আল্লাহ্র শরীক ওটাকেই স্থির করছো, যার সম্পর্কে তোমাদের উপর তিনি কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি। সুতরাং দু'দলের মধ্যে নিরাপত্তার অধিক উপযোগী কে (১৭৩)? যদি তোমরা জানো।'

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَـٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩. ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং আপন ঈমানের মধ্যে কোন অসত্যের সংমিশ্রণ করেনি; তাদেরই জন্য নিরাপত্তা রয়েছে এবং তারাই সৎপথের উপর রয়েছে।

রুকূ' - দশ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَـٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَـٰتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾

৮৪. এবং এটা আমার দলীল যে, আমি ইব্রাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় দান করেছি। আমি যাকে চাই বহু মর্যাদায় উন্নীত করি (১৭৪)। নিঃসন্দেহে, আপনার প্রতিপালক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী।

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾

৮৫. এবং আমি তাঁকে ইসহাক্ব ও য়া'ক্বকে দান করেছি। তাঁদের সবাইকে আমি সৎপথ দেখিয়েছি এবং তাঁদের পূর্বে নূহকে সৎপথ প্রদর্শন করেছি আর তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে দাউদ, সুলায়মান, আইয়ূব, য়ূসুফ, মূসা এবং হারূনকেও; এবং আমি অনুরূপভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি সৎকর্মপরায়ণদেরকে।

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿٨٥﴾

৮৬. এবং যাকারিয়া, য়াহ্য়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও। এঁরা সবাই আমার নৈকট্যের উপযোগী।

وَإِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭. এবং ইসমাঈল, য়াসা', য়ূনুস এবং লূতকেও; এবং আমি প্রত্যেককে তাঁরই যুগের সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি (১৭৫)।

টীকা-১৭২. যা হচ্ছে প্রাণহীন জড়বস্তু এবং নিছক অক্ষম।

টীকা-১৭৩. একত্বে বিশ্বাসী, না অংশীবাদী?

টীকা-১৭৪. জ্ঞান ও বিবেক, বোধশক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব সহকারে; যেমন- হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছি- পৃথিবীতে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নবূয়ত সহকারে এবং আখিরাতে নৈকট্য ও সাওয়াব সহকারে।

টীকা-১৭৫. নবূয়ত ও রিসালত সহকারে।

মাস্আলাঃ এ আয়াতকে এ মর্মে সনদ হিসেবে গ্রহণ করা যায় যে, নবীগণ ফিরিশ্তাগণ অপেক্ষা উত্তম। কেননা, 'জগত' (عَـالَم) শব্দে আল্লাহ্ ব্যতীত সমস্ত সৃষ্টিই শামিল রয়েছে; ফিরিশ্তাগণও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যখন সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন, তখন ফিরিশ্তাদের উপরও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আঠারজন নবীর উল্লেখ করেছেন। এ বর্ণনার ক্রম-বিন্যাস না তাঁদের যুগের অনুসারে, না মর্যাদানুসারে; না ' و ا و ' (অব্যয়পদ) দ্বারা 'ক্রম-বিন্যাস' বুঝায়। কিন্তু যে অবস্থায় নবীগণের নামগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে এক আশ্চর্যজনক রহস্য রয়েছে। তা হচ্ছে-

আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণের প্রত্যেক দলকে এক বিশেষ ধরণের কারামত ও বৈশিষ্ট্য সহকারে গৌরবান্বিত করেছেন। সুতরাং হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসহাক্ব এবং হযরত য়া'কূব আলায়হিমুস সালাম-এর কথা প্রথমে উল্লেখ করেছেন। কেননা, তাঁরা হলেন সম্মানিত নবীগণের মূল-পুরুষ। অর্থাৎ তাঁদের বংশধরদের মধ্যে অনেকে নবী হয়েছেন; যাঁদের বংশ-পরম্পরা তাঁদেরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

নবূয়তের পর বিবেচনাযোগ্য মর্যাদাসমূহের মধ্যে রাজ্য, ক্ষমতা, রাজত্ব ও শাসন-ক্ষমতা অন্যতম। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাঊদ ও হযরত সুলায়মান (আলায়হিমাস্ সালাম)-কে এর পরিপূর্ণ অংশ প্রদান করেছেন। আর উন্নত মর্যাদাসমূহের মধ্যে মুসীবত ও বিপদাপদের উপর ধৈর্যশীল থাকা অন্যতম। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আইয়ূব আলায়হিস্ সালামকে তা দ্বারা বিশেষিত করেছেন। অতঃপর রাষ্ট্রক্ষমতা ও ধৈর্য-উভয় মর্যাদা প্রদান করেছেন হযরত য়ূসুফ (আলায়হিস্ সালাম)-কে। তিনি কষ্ট ও বিপদের উপর বহুকাল ধৈর্য ধারণ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবূয়ত প্রদান করেন এবং মিশরের

রাজিত্ব দান করেছেন।

অধিক সংখ্যক মু'জিযা এবং অকাট্য প্রমাণাদির শক্তিও বিবেচনাযোগ্য মর্যাদাসমূহের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা ও হযরত হারূন (আলায়হিমাস্ সালাম)-কে তা দ্বারা মর্যাদাবান করেছেন। দুনিয়ার প্রতি অনীহা পোষণকারী ও সংসার ত্যাগী হওয়াও উল্লেখযোগ্য মর্যাদাসমূহের অন্তর্ভূক্ত। হযরত যাকারিয়া, হযরত য়াহ্য়া, হযরত ঈসা এবং হযরত ইলিয়াস (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে আল্লাহ্ তা'আলা এরই বিশেষত্ব দান করেছেন।

এসব হযরতের পর আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব নবীর কথা উল্লেখ করেছেন, যাঁদের না অনুসারী বাকী রয়েছে, না তাঁদের শরীয়ত। যেমন, হযরত ইস্মাঈল, হযরত য়াসা', হযরত য়ূনুস এবং হযরত লূত (আলায়হিমুস্ সালাম)।

এ ভঙ্গীতে সম্মানিত নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর উল্লেখ করার মধ্যে তাঁদের অলৌকিক শক্তি এবং বৈশিষ্ট্যাদির এক বিস্ময়কর সুক্ষ্ম রহস্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।

টীকা-১৭৬. আমি শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি;

وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

৮৮. এবং তাদের পিতৃপুরুষগণ, বংশধরগণ এবং ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্য থেকে কতেককেও (১৭৬); এবং আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি ও সোজা পথ দেখিয়েছি।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

৮৯. এটা আল্লাহ্র হিদায়ত যে, আপন বান্দাদের মধ্যে যাকে চান প্রদান করে থাকেন; এবং তারা যদি শির্ক করতো তবে অবশ্যই তাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হতো।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ

৯০. এরা হচ্ছে ঐসব লোক, যাঁদেরকে আমি কিতাব, ফয়সালা করার ক্ষমতা ও নবূয়ত প্রদান করেছি; অতঃপর যদি এসব লোক (১৭৭) তা অস্বীকার করে, তবে আমি সেটার জন্য এমন একটা জনসমষ্টিকে নিয়োজিত রেখেছি যারা অস্বীকারকারী নয় (১৭৮)।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ۗ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ

৯১. এরা হচ্ছে এমন সব লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ হিদায়ত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদেরই পথে চলো (১৭৯)। আপনি বলে দিন, 'আমি ক্বোরআনের জন্য তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাইনা।' তাতো নয়, কিন্তু উপদেশ সমগ্র বিশ্বের জন্য (১৮০)।

রুকূ' – এগার

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ

৯২. এবং ইহুদীগণ আল্লাহ্র প্রকৃত মর্যাদা জানেনি যেমন জানা উচিত ছিলো (১৮১)

টীকা-১৭৭. অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ

টীকা-১৭৮. এ 'জনসমষ্টি' বলতে হয়ত 'আন্সার' বুঝানো হয়েছে, নতুবা 'মুহাজিরগণ' কিংবা 'রসূলে পাকের সমস্ত সাহাবী' অথবা 'হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ঈমান আনে এমনসব লোক বুঝানো হয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াত এ অর্থই প্রকাশ করছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে সাহায্য করবেন। আর তাঁর দ্বীনকে শক্তিশালী করবেন এবং সেটাকে সমস্ত ধর্মের উপর প্রাধান্য দান করবেন। সুতরাং অনুরূপই হয়েছে এবং এটা অদৃশ্যের সংবাদরূপে বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে।

টীকা-১৭৯. মাস্আলাঃ দ্বীনের আলিমগণ এ আয়াত থেকে এ মাস্আলাটাই প্রমাণিত করেছেন যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নবী অপেক্ষা উত্তম। কেননা, মহত্বের বৈশিষ্ট্যাবলী এবং সম্মানের গুণাবলী, যেগুলো পৃথক পৃথকভাবে নবীগণকে দান করা হয়েছে সবই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন– فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ; সুতরাং যেহেতু তিনি (হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সমস্ত নবীর মহত্বের গুণাবলীর ধারক হলেন, সেহেতু তিনি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উত্তম।

টীকা-১৮০. এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সমস্ত সৃষ্টির প্রতিই প্রেরিত হয়েছেন। আর তাঁর দ্বীনী-আহ্বান সমস্ত সৃষ্টির জন্য ব্যাপক; সমগ্র জাহান তাঁরই উম্মত। (খাযিন)

টীকা-১৮১. এবং তাঁর পরিচিতি থেকে বঞ্চিত থাকে এবং তাঁর বান্দাদের উপর তাঁর যে দয়া ও করুণা রয়েছে সেটা জানলোনা।

শানে নুযূলঃ ইহুদীদের একটা দল তাদের প্রধান পুরোহিত মালিক ইব্নে সায়ফকে সাথে নিয়ে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে তর্ক করার জন্য আসলো। বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, আমি তোমাকে ঐ প্রতিপালকের শপথ দিচ্ছি যিনি হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর প্রতি তাওরীত অবতারণ করেছেন। তাওরীতের মধ্যে তুমি কি এটা দেখেছো– اِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْحَبْرَ السَّمِيْنَ (নিশ্চয়, আল্লাহ্ মোটা আলিমকে পছন্দ করেন না।) সে বললো, "হাঁ! এটা তাওরীতে আছে।" হুযূর এরশাদ করলেন, "তুমি তো

সেই মোটা আলিম।" এটা শুনে সে রাগান্বিত হয়ে বলতে লাগলো, "আল্লাহ্ তা'আলা কোন মানুষের প্রতি কিছুই অবতারণ করেননি।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। আর তাতে বলা হয়েছে যে, "কে অবতারণ করেছে ঐ কিতাব, যা হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) নিয়ে এসেছিলেন?" তখন সে লা-জওয়াব হয়ে গেলো। ইহুদীগণ এতে ক্ষেপে গেলো এবং তাকে তিরস্কার করতে লাগলো। আর তাকে 'পুরোহিত'-এর পদ থেকে অপসারিত করে দিলো। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-১৮২. সে গুলোর মধ্য থেকে কিছু অংশকে, যে গুলোকে প্রকাশ করা নিজের কু-প্রবৃত্তি অনুযায়ী মনে করছো।

টীকা-১৮৩. যেগুলো তোমাদের খেয়াল-খুশীর বিপরীত হয়। যেমন, তাওরীতের ঐসব বিষয়বস্তু, যেগুলোতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা ও গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে।

টীকা-১৮৪. বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষা এবং ক্বোরআনে করীম থেকে।

যখন তারা বললো, 'আল্লাহ কোন মানুষের উপর কিছুই অবতারণ করেননি।' আপনি বলুন, 'কে অবতারণ করলো সে-ই কিতাব, যা মূসা নিয়ে এসেছিলেন, আলো ও মানুষের জন্য হিদায়তরূপে; যার তোমরা পৃথক পৃথক কপি তৈরী করে নিয়েছো; সেগুলোকে প্রকাশ করছো (১৮২) এবং অনেক কিছু গোপন করছো (১৮৩) এবং তোমাদেরকে সেটাই শিক্ষা দেয়া হয় (১৮৪) যা না তোমাদের জানা ছিলো, না তোমাদের পিতৃপুরুষদের?' 'আল্লাহ্' বলুন (১৮৫)! অতঃপর, তাদেরকে ছেড়ে দিন তাদের অনর্থক কাজের মধ্যে খেলতে (১৮৬)।

৯৩. এবং এটা বরকতময় কিতাব, যা আমি অবতারণ করেছি (১৮৭), প্রত্যায়ন করছে ঐসব কিতাবের যেগুলো পূর্বে ছিলো; এবং এ জন্য যে, আপনি সতর্ক করবেন 'সমস্ত বস্তির সরদার'কে (১৮৮) এবং তাকে যে সমগ্র জাহানে সেটার চতুর্পাশে রয়েছে; এবং যারা পরকালের উপর ঈমান আনে (১৮৯) তারা ঐ কিতাবের উপর ঈমান আনে এবং নিজেদের নামাযের সংরক্ষণ করে।

৯৪. এবং তার চেয়ে বড় যালিম কে, যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে (১৯০)? অথবা বলে, 'আমার প্রতি ওহী হয়েছে;' অথচ তার প্রতি কোন ওহী হয়নি (১৯১); এবং যে বলে, 'এখনই আমি অবতীর্ণ করছি তেমনি, যেমন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন (১৯২);'

إِذْ قَالُوْا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ
مَنْ أَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ
مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ
قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ
وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْا أَنْتُمْ وَلَا اٰبَآؤُكُمْ ۗ
قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩٢﴾

وَهٰذَا كِتٰبٌ أَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ
الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرٰى
وَمَنْ حَوْلَهَا ۗ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ
يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٩٣﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا
أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ
قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ ۗ

টীকা-১৮৫. অর্থাৎ যখন সে এর জবাব দিতে পারলোনা যে, 'সেই কিতাব কে অবতীর্ণ করেছেন?' তখন আপনিই বলে দিন, "আল্লাহ্ই।"

টীকা-১৮৬. কেননা, 'যখন আপনি দলীল প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ভয়-প্রদর্শন ও উপদেশকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন আর তাদের জন্য কোন অজুহাত পেশ করার অবকাশ রাখেন নি, এতদ্সত্ত্বেও তারা বিরত হয়নি, তখন তাদেরকে তাদের অনর্থক কাজের মধ্যে ছেড়ে দিন।' এটা কাফিরদের জন্য শাস্তির হুমকি ও ধমক স্বরূপ।

টীকা-১৮৭. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ।

টীকা-১৮৮. 'বস্তিসমূহের সর্দার' হচ্ছে 'মক্কা মুকাররামাহ্।' কেননা, সেটা হচ্ছে সমস্ত দুনিয়াবাসীর ক্বিবলা।

টীকা-১৮৯. এবং ক্বিয়ামত, আখিরাত এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং স্বীয় পরিণাম সম্বন্ধে উদাসীন ও অজ্ঞাত নয়।

টীকা-১৯০. এবং নবূয়তের মিথ্যা দাবীদার সাজে?

টীকা-১৯১. শানে নুযূলঃ এ আয়াত মুসায়লামা কায্যাব সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। সে ইয়েমেনের ইয়ামামা এলাকায় নবূয়তের মিথ্যা দাবী করেছিলো। 'বনী-হানীফাহ্' গোত্রের কিছু লোক তার ধোকার শিকার হয়। এ মিথ্যুক হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর খিলাফত আমলে হযরত আমীর হামযা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হত্যাকারী ওয়াহ্শীর হাতে নিহত হয়েছিলো।

টীকা-১৯২. শানে নুযূলঃ এটা আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী সুরাহ্ ওহী লিখকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন আয়াত وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ (ওয়ালাক্বাদ খালাক্বনাল্ ইন্সা-না) নাযিল হয়, তখন সে তা লিপিবদ্ধ করলো এবং শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে মানব সৃষ্টির বিস্তারিত বিবরণ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আশ্চর্যান্বিত হলো এবং এমতাবস্থায় আয়াতের শেষাংশ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ (তাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালিক্বীন) অনিচ্ছাকৃত ভাবে তার মুখের উপর জারী হয়ে গেলো। এতে তার মনে এ অহংকার এলো যে, তার প্রতি ওহী আসতে আরম্ভ করেছে। অতঃপর সে ধর্মত্যাগী হয়ে গেলো। এটা বুঝলোনা যে, ওহীর আলো এবং কালামের প্রভাব-ক্ষমতা ও সৌন্দর্য থেকে আয়াতের শেষাংশ মুখে এসে গেছে। এতে তার নিজস্ব যোগ্যতার কোন দখল ছিলোনা। কালামের শক্তিই সেটার শেষাংশ বাতলিয়ে দিয়ে থাকে। যেমন, কোন কবি কোন উত্তম বিষয়বস্তু আবৃত্তি করলে সে-ই বিষয়বস্তু নিজেই

তার শেষ ছন্দ বাতলিয়ে দেয়। আর শ্রোতাগণ কবির আগেই পংক্তির শেষাংশটা পাঠ করে ফেলে। তাদের মধ্যে এমন লোকও থাকে যারা কখনো তেমনি কবিতা বলতে সক্ষম নয়। সুতরাং ছন্দ বা পংক্তির শেষাংশ বলা তাদের যোগ্যতা নয়; কালাম বা বাণীরই শক্তি। আর এখানে তো ওহীর জ্যোতি এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর আলো থেকে বক্ষের মধ্যে আলো আসছিল। সুতরাং উক্ত বৈঠক থেকে পৃথক হবার এবং ধর্মত্যাগী হবার পরক্ষণ থেকে সে এমন একটা বাক্য বলতেও সক্ষম ছিলোনা, যা পবিত্র ক্বোরআনের বাক্য-বিন্যাসের সাথে সদৃশ হতে পারে। শেষ পর্যন্ত হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র জীবদ্দশায়ই সে মক্কা বিজয়ের পূর্বে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলো।

টীকা-১৯৩. রূহসমূহ বের করে নেয়ার জন্য তিরস্কার করতে থাকেন এবং বলতে থাকেন–

টীকা-১৯৪. নবূয়ত ও ওহীর মিথ্যা দাবী করে এবং আল্লাহ্‌র জন্য শরীক ও স্ত্রী স্থির করে।

টীকা-১৯৫. তোমাদের সাথে না আছে সম্পদ, না আছে সন্তান-সন্ততি; যাদের মায়া-মমতার মধ্যে তোমরা গোটা জীবন আবদ্ধ ছিলে, না আছে সে সব বোত, যেগুলোর তোমরা পূজা করছিলে, আজ সে গুলোর কোন কিছুই তোমাদের কাজে আসেনি। এ কথা কাফিরদেরকে ক্বিয়ামত-দিবসে বলা হবে।

টীকা-১৯৬. যে, সেগুলো ইবাদতের উপযোগী হবার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র শরীক! (নাঊযুবিল্লাহ্)

টীকা-১৯৭. এবং সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে; দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে

টীকা-১৯৮. তোমাদের ঐসব মিথ্যা দাবী, যেগুলো পৃথিবীতে করছিলে, বাতিল হয়ে গেছে।

টীকা-১৯৯. তাওহীদ ও নবূয়তের বর্ণনার পর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রমাণাদি উল্লেখ করেন। কেননা, প্রধানতম উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর সমস্ত গুণাবলী ও কার্যাবলীর পরিচিতি লাভ করা এবং একথা জানা যে, তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। আর যিনিই এমন হবেন তিনিই ইবাদতের উপযোগী হতে পারেন; ঐসব বোত নয়, যেগুলোর অংশীবাদীগণ পূজা করে। শুষ্ক শস্যবীজ ও আঁটিকে চিরে সেগুলো থেকে সব্জি ও বৃক্ষ সৃষ্টি করা এবং এমনি পাথরময়ী জমিতে সেগুলোর নরম অংকুর ভেদ করানো, যেখানে লোহার তৈরী পেরেক পর্যন্ত কার্যকর নয়; তাঁর ক্ষমতার কেমন বিস্ময়কর রহস্যাদি!

টীকা-২০০. সজীব তরুলতা ও বৃক্ষরাজিকে প্রাণহীন বীজ ও আঁটি থেকে; এবং মানুষ ও পশুকে বীর্য থেকে; আর পক্ষীকে ডিম থেকে

এবং কখনো আপনি দেখতে পাবেন, যখন যালিম মৃত্যু-যন্ত্রণা ভুগতে থাকে এবং ফিরিশ্‌তাগণ হাত বিস্তার করে রয়েছেন (১৯৩), যে, 'বের করো নিজেদের প্রাণসমূহ। আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনার শাস্তি দেয়া হবে এর পরিণামস্বরূপ যে, আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যারোপ করছিলে (১৯৪) এবং তাঁর আয়াতগুলো থেকে অহংকার করতে।'

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَٰتِهِۦ تَسْتَكْبِرُونَ

৯৫. এবং নিশ্চয় তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছো যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম (১৯৫); এবং পৃষ্ঠ-পশ্চাতে ফেলে এসেছো যে ধন-সম্পদ আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম; এবং আমি তোমাদের সাথে তোমাদের ঐ সুপারিশকারীদেরকে দেখছিনা, যাদেরকে তোমরা নিজেদের মধ্যে শরীক মনে করতে (১৯৬)। নিশ্চয় তোমাদের পরস্পরের মধ্যেকার সম্পর্কের রশি কেটে গেছে (১৯৭) এবং তোমাদের নিকট থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে যা দাবী করছিলে (১৯৮)।

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

রুকূ' – বার

৯৬. নিশ্চয় আল্লাহ্ শস্যবীজ ও আঁটি ভেদ করে অংকুর উৎপাদনকারী (১৯৯), জীবন্তকে মৃত থেকে (২০০) এবং মৃতকে জীবন্ত থেকে নির্গতকারী (২০১)। ইনিই হন আল্লাহ্; তোমরা কোথায় উল্টো দিকে যাচ্ছো (২০২)?

إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَىِّ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ

৯৭. অন্ধকারের বুক চিরে ঊষার উন্মেষকারী; এবং তিনি রাতকে শান্তিদায়ক করেছেন (২০৩)

فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا

টীকা-২০১. সজীব বৃক্ষ থেকে নির্জীব আঁটি ও বীজকে এবং মানুষ এবং পশু থেকে বীর্যকে আর পক্ষী থেকে ডিমকে– এসবই হচ্ছে তাঁর আশ্চর্যজনক ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা।

টীকা-২০২. এবং এমনি অকাট্য প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হবার পর কেন ঈমান আনছোনা এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করছোনা? যিনি প্রাণশূন্য বীর্য থেকে প্রাণময় জীব সৃষ্টি করেন তাঁরই শক্তি দ্বারা মৃতকে জীবিত করা কি অসম্ভব?

টীকা-২০৩. যে, সৃষ্টি এর মধ্যে আরাম পায় এবং দিনের ক্লান্তি ও অবসন্নতাকে বিশ্রাম দ্বারা দূরীভূত করে। আর বিনিদ্র রাত্রি যাপনকারী সংসারের প্রতি

এবং সূর্য ও চন্দ্রকে গণনার জন্য (২০৪)। এটা পরাক্রমশালী জ্ঞানীর অগ্রে-নিরূপণ।

৯৮. এবং তিনিই হন, যিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন যেন সেগুলো দ্বারা সঠিক পথের দিশা পায় স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে। আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি জ্ঞানীদের জন্য।

৯৯. এবং তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে একই প্রাণ (সত্তা) থেকে সৃষ্টি করেছেন (২০৫) অতঃপর কোথাও তোমাদেরকে অবস্থান করতে হবে (২০৬) এবং কোথাও গচ্ছিত থাকতে হবে (২০৭)। নিশ্চয় আমি বিশদভাবে নিদর্শনসমূহ বিবৃত করেছি বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য।

১০০. এবং তিনিই হন, যিনি আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর আমি তা দ্বারা প্রতিটি উদ্ভিদ উদ্‌গম করেছি (২০৮); অনন্তর তা থেকে উদ্‌গত করেছি সব্জি, যা থেকে শস্যদানা উৎপাদন করি একটা অপরের উপর চড়াবস্থায়; এবং খেজুরের মাথি থেকে পাশাপাশি গুচ্ছ; এবং আংগুরের বাগান; এবং যায়তূন ও আনার– কোন কোন বিষয়ে সদৃশ ও কোন কোন বিষয়ে বিসদৃশ। সেটার ফলের দিকে লক্ষ্য করো যখন ফলবান হয় এবং সেটার পরিপক্ক হবার প্রতি। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে ঈমানদারদের জন্য।

১০১. এবং (২০৯) তারা আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করেছে জিন্‌দেরকে (২১০), অথচ তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর জন্য পুত্র ও কন্যাসন্তান গড়ে নিয়েছে মূর্খতাবশতঃ; তিনি পবিত্র ও ঐসব কথাবার্তার উর্ধ্বে, যেগুলো তারা বলে থাকে।

রুকূ' – তের

১০২. কোন নমুনা ব্যতিরেকেই আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা; তাঁর সন্তান হবে কোত্থেকে? অথচ তাঁর কোন স্ত্রী নেই (২১১); এবং তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন (২১২) এবং তিনি সবকিছু জানেন।

১০৩. ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক (২১৩); এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা নেই; সবকিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো। তিনি সবকিছুর রক্ষক (২১৪)।

১০৪. চক্ষুসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারেনা (২১৫) এবং সমস্ত চক্ষু তাঁরই আয়ত্বে রয়েছে; এবং তিনিই পরিপূর্ণ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا
بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ
فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾
وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾
وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا
مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا
وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَ
الرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ
انْظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ
وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٠٠﴾
بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ
لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ
كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾
ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ
خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾
لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ
الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾

অনীহা পোষণকারী আপন প্রতিপালকের ইবাদতের মাধ্যমে শান্তি পায়।

টীকা-২০৪. যে, এ গুলোর প্রদক্ষিণ ও পরিভ্রমণ থেকে ইবাদত এবং লেনদেনের সময়সূচী জানা যায়।

টীকা-২০৫. অর্থাৎ হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) থেকে।

টীকা-২০৬. মায়ের গর্ভে অথবা ভূ-পৃষ্ঠে

টীকা-২০৭. পিতার পৃষ্ঠদেশে কিংবা কবরের অভ্যন্তরে।

টীকা-২০৮. পানি এক এবং তা দ্বারা যেসব বস্তু উৎপাদন করেন সেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের ও রংবেরং-এর।

টীকা-২০৯. এতদ্‌সত্ত্বেও যে, এসব কুদরতের প্রমাণ ও প্রজ্ঞার আশ্চর্যাদি এবং পুরস্কার ও মর্যাদা দান আর ঐসব নি'মাতকে সৃষ্টি করা ও দান করার দাবী ছিলো যে, সেই দয়াবান কর্মব্যবস্থাপক খোদার উপর ঈমান আনবে। কিন্তু এর পরিবর্তে, মূর্তি পূজারীরা ঐ যুলুম করেছে যা আয়াতের মধ্যে পরবর্তীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-২১০. যে, তাদের আনুগত্য স্বীকার করে মূর্তি পূজারী হয়ে গেছে,

টীকা-২১১. এবং স্ত্রী ব্যতিরেকে সন্তান হয়না। আর স্ত্রী তাঁর মর্যাদার জন্য শোভা পায়না। কেননা, কোন বস্তু তাঁর সমতুল্য নয়;

টীকা-২১২. সুতরাং যা কিছুই আছে তা তাঁরই সৃষ্টি। সৃষ্টি সন্তান হতে পারেনা। কাজেই, কোন সৃষ্টিকে 'সন্তান' বলা বাতিল।

টীকা-২১৩. যাঁর গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাঁর এসব গুণাবলী হবে তিনিই ইবাদতের উপযোগী।

টীকা-২১৪. চাই তা জীবিকা হোক কিংবা নির্দ্ধারিত সময় অথবা গর্ভাশয় হোক। ★

টীকা-২১৫. 'ইদরাক' (إِدْرَاكٌ) বা হাক্বীক্বত অনুধাবন করার জিজ্ঞাস্য বিষয়াদি'র অর্থ হচ্ছে চোখে দেখা জিনিষের চতুর্পার্শ্ব এবং সীমানার সবদিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এটাকেই 'ইহাতাহ্'

★ অথবা 'কর্ম' হোক।

(إِحَاطَة) বলা হয়। 'ইদ্‌রাক' (إِدْرَاك)-এর এ 'তাফ্‌সীর' বা ব্যাখ্যা হযরত সা'ঈদ ইব্‌নে মুসাইয়্যাব এবং হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত। অবশ্য, অধিকাংশ মুফাস্‌সির 'ইদ্‌রাক' (إِدْرَاك)-এর তাফ্‌সীর (ব্যাখ্যা) 'ইহাতাহ্‌' (إِحَاطَه) শব্দ দ্বারা করে থাকেন। বস্তুতঃ 'ইহাতাহ্‌' (إِحَاطَه) সেই বস্তুরই হতে পারে যার নির্ধারিত সীমানা ও দিক থাকে। আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য 'সীমানা' ও 'দিক' অসম্ভব। সুতরাং তাঁর 'ইদ্‌রাক' (ادراك) এবং 'ইহাতাহ্‌' (احاطه)ও অসম্ভব। এটাই হচ্ছে 'আহলে সুন্নাত'-এর অভিমত।

খারেজী ও মু'তাযিলা প্রমুখ ভ্রান্ত সম্প্রদায় 'ইদ্‌রাক' এবং 'রুইয়াত' (দেখা)-এর মধ্যে পার্থক্য করেনা। এ কারণে, তারা এ ভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র দীদার বা সাক্ষাতকেও 'যুক্তির দিক দিয়ে অসম্ভব' বলে স্থির করে বসেছে। অথচ না দেখা না জানাকেই অনিবার্য করে দেয়; নতুবা, যেমন– আল্লাহ্‌ তা'আলাকে কোন অবস্থা ও দিক ব্যতিরেকে জানা যেতে পারে; তেমনি তাঁকে দেখাও যেতে পারে; কিন্তু সমস্ত সৃষ্টি জগত এর বিপরীত। কেননা, যদি অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু কোন 'অবস্থা' ও 'দিক' ব্যতীত দেখাই না যায়, তাহলে সেটা সম্পর্কে জানাও যেতে পারেনা। এর রহস্য হচ্ছে– দেখা ও সাক্ষাতের অর্থ এ যে, দৃষ্টিশক্তি কোন বস্তুকে, যেমনি সেটা হয় তেমন অনুরোধ করে। সুতরাং যে বস্তুটা দিকসম্পন্ন হবে সেটার দেখা-সাক্ষাৎও কোন দিকের মধ্যে হবে এবং যার জন্য 'দিক' থাকবে না সেটার দীদার ও দিক ব্যতিরেকেই হবে। যেমন, 'দীদারে ইলাহী' (আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ) পরকালেই। আল্লাহ্‌ তা'আলার দীদার মু'মিনদের জন্য আহলে সুন্নাতের আক্বীদা, ক্বোরআন, হাদীস এবং সাহাবীগণ ও 'সলফে উম্মত' (মুসলিম-উম্মাহ্‌র অগ্রণীগণ)-এর ঐকমত্য ইত্যাদি বহু দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। ক্বোরআনে করীমে এরশাদ হয়েছে– وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, মু'মিনদের জন্য ক্বিয়ামত-দিবসে তাঁদের প্রতিপালকের দীদার বা সাক্ষাৎ সম্ভবপর হবে। এ ছাড়াও আরো অনেক আয়াত এবং সিহাহ্‌র বহু বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়। যদি আল্লাহ্‌র দীদার সম্ভবপর না হতো তবে হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম) দীদারের আবেদন করতেন না। তিনি رَبِّ اَرِنِیْۤ اَنْظُرْ اِلَیْكَ (হে প্রতিপালক! আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখবো!) বলে প্রার্থনা করতেন না। আর তাঁরই প্রত্যুত্তরে– اِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِیْ (অর্থাৎ সেটা যদি আপন অবস্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখবে) বলেও এরশাদ করা হতো না। এসব দলীল থেকে প্রমাণিত হলো যে, পরকালে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্‌র দীদার লাভ হওয়া শরী'য়তের মধ্যে প্রমাণিত। আর তা অস্বীকার করা ভ্রান্তি। ★★

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِیَ فَعَلَیْهَا ؕ وَمَاۤ اَنَا عَلَیْكُمْ بِحَفِیْظٍ ﴿۱۰۴﴾

১০৫. তোমাদের নিকট, চোখ খুলে দেয়- এমন প্রমাণাদি এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে; সুতরাং যে-ই দেখেছে তা তার নিজেরই মঙ্গলার্থে দেখেছে এবং যে অন্ধ হয়েছে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; এবং আমি তোমাদের রক্ষক নই★।

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰیٰتِ وَلِیَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَیِّنَهٗ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

১০৬. এবং আমি এমনভাবে নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি (২১৬) এবং এ জন্য যে, কাফিরগণ বলে উঠবে, 'আপনি তো অধ্যয়ন করেছেন,' এবং এ জন্য যে, সেটাকে জ্ঞানীদের সম্মুখে সুস্পষ্ট করে দিই।

اِتَّبِعْ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِیْنَ ﴿۱۰۶﴾

১০৭. সেটারই অনুসরণ করুন, যা আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে ওহী হয় (২১৭); তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্‌ (উপাস্য) নেই এবং মুশ্‌রিকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَاۤ اَشْرَكُوْا ؕ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَیْهِمْ حَفِیْظًا ۚ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیْلٍ ﴿۱۰۷﴾

১০৮. এবং যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করতেন, তবে তারা শির্ক করতোনা; এবং আমি আপনাকে তাদের উপর রক্ষক করিনি; এবং আপনিও তাদের উপর রক্ষক নন।

টীকা-২১৬. যাতে দলীল অনিবার্য হয়।

টীকা-২১৭. এবং কাফিরদের অনর্থক কথাবার্তার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না। এ'তে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র মনে শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, 'আপনি কাফিরদের অনর্থক কথাবার্তার দরুন দুঃখিত হবেন না। এটা তাদেরই দুর্ভাগ্য যে, তারা এমন অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা উপকার লাভ করতে পারছেনা।

★ অর্থাৎ আমি (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের কর্মসমূহের সংরক্ষক নই। আমি হলাম তোমাদেরকে সতর্ককারী। (জালালায়ন শরীফ)

★★ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ (চক্ষুসমূহ আল্লাহ্‌কে আয়ত্ব করতে পারে না)। এর ব্যাখ্যা এভাবেও করা যায় যে, 'অর্থাৎ দুনিয়ার মধ্যে চক্ষুসমূহ দ্বারা আল্লাহ্‌কে কেউ দেখতে পারেনা।' অবশ্য স্বপ্নে দেখা সম্ভব। কারণ, ঐ দেখা এ চক্ষুসমূহ দ্বারা নয়। মি'রাজ শরীফে হুযূর আল্লাহ্‌কে এ মুবারক চক্ষুদ্বয়েই দেখেছিলেন। বেহেশ্‌তী এ চক্ষু দ্বারাই আল্লাহ্‌কে দেখবেন। কিন্তু এ দেখা দুনিয়ার মধ্যে নয়। মি'রাজ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন– وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ; বেহেশ্‌তীদের দীদার লাভ সম্পর্কে এরশাদ করেন– وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

আর আল্লাহ্‌ পাকের এরশাদ وَهُوَ یُدْرِكُ الْاَبْصَارَ (এবং সমস্ত চক্ষু তাঁরই আয়ত্বে রয়েছে)-এর ব্যাখ্যা এ যে, 'আল্লাহ্‌র জ্ঞানের আয়ত্বেই চক্ষুসমূহ রয়েছে।' কারণ, শারীরিক আয়ত্ব ও পরিবেষ্টন আল্লাহ্‌র পক্ষে অসম্ভব। আল্লাহ্‌ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। শরীরের আয়ত্বে সেই আনতে পারে যে নিজেই শরীর বিশিষ্ট হয়। যেমন দেয়াল তার অভ্যন্তরের বস্তুসমূহকে, লোটা পানিকে এবং শহর-প্রাচীর শহরকে আয়ত্বাধীন করে থাকে, ঘিরে থাকে। এটা আল্লাহ্‌র জন্য শোভা পায়না ও অসম্ভব। (তাফসীর-ই-নূরুল ইরফান, কৃত মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খান আলায়হির রাহমাহ)

১০৯. এবং তোমরা ঐসবকে গালি দিওনা, যে গুলোর তারা আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করছে; কেননা, তারা আল্লাহ্র শানে বেয়াদবী করবে সীমালংঘন ও মূর্খতাবশতঃ (২১৮)। এভাবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে আমি তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি; অতঃপর, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে; এবং তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যা তারা করতো ★।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

১১০. এবং তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করেছে, ★★ নিজেদের শপথের মধ্যে পূর্ণ প্রচেষ্টা সহকারে, এ মর্মে যে, যদি তাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে, তবে অবশ্যই যেন সেটার উপর ঈমান আনে। আপনি বলে দিন যে, নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহ্রই নিকট (২১৯); এবং তোমাদের (২২০) কি জানা আছে যে, যখন সেগুলো আসবে তখন তারা ঈমান আনবেনা?

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾

১১১. এবং আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি তাদের অন্তরসমূহ ও নয়নসমূহকে (২২১) যেমন তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি (২২২) এবংতাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি যেন তারা তাদের গোঁড়ামীতে ঘুরে বেড়ায়। ★★★

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾ ع

টীকা-২১৮. হযরত ক্বাতাদাহ্র অভিমত এ যে, মুসলমানগণ কাফিরদের বোত্গুলোর সমালোচনা করতেন, যাতে কাফিরদের উপদেশ হয় এবং মূর্তিপূজার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে তারা অবহিত হয়। কিন্তু খোদা সম্বন্ধে অজ্ঞ এসব মূর্খ লোক উপদেশগ্রহণের পরিবর্তে আল্লাহ্র শানে বেয়াদবী সহকারে মুখ খুলতে আরম্ভ করে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। যদিও বোত্গুলোকে মন্দ বলা এবং সেগুলোর বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে প্রচার করা আনুগত্য ও সাওয়াবের কাজ; কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শানের মধ্যে কাফিরদের অশালীন কথাবার্তার পথ রোধ করার জন্য সেটা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।

ইব্নে আন্বারীর অভিমত হচ্ছে- এ নির্দেশ প্রাথমিক যুগের জন্য প্রযোজ্য ছিলো। যখন আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন, তখন তা রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-২১৯. তিনি যখনই চান, তখন প্রজ্ঞার চাহিদা মোতাবেক অবতীর্ণ করেন।

টীকা-২২০. হে মুসলমানগণ!

টীকা-২২১. সত্য দেখা ও মান্য করা থাকে।

টীকা-২২২. সে সব নিদর্শনের উপর, যেগুলো নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)- এর পবিত্রতম হাতে প্রকাশ পেয়েছিলো। যেমন- চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত করা ইত্যাদি সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহ। ★★★

★ এটা আরবের ঐ পরিভাষানুযায়ী এরশাদ হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কাউকে শাস্তির ভয় দেখাতে চায় সেই এমন বলে থাকে- سَاُخْبِرُكَ بِمَا فَعَلْتَ অর্থাৎ "আমি অবিলম্বে তোমাকে বলে দেবো যে তুমি কি কাজ করেছো। অবিলম্বে তুমি তার শাস্তি ভোগ করবে।"

একটি সুক্ষ্ম বিষয়ঃ এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, যেসব শরীয়ত বিরোধী কাজ আমাদের নিকট এখানে (দুনিয়ায়) উত্তম বলে মনে হচ্ছে, কাল ক্বিয়ামতে সেগুলো সেটার বিপরীত আকৃতিতে প্রকাশ পাবে। কারণ, পাপ হচ্ছে মানুষের জন্য প্রাণনাশক বিষ। এ দুনিয়ায় তো তা অত্যন্ত সুন্দর লাগে। (বিশেষ করে পাপীদের দৃষ্টিতে অতীব তৃপ্তিদায়ক মনে হয়।) সুতরাং এ আয়তের زَيَّنَّا পদ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কিছু এমনই অবস্থা ইবাদত-বন্দেগীর বেলায় পরিলক্ষিত হয় যে, তা আপন সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্বে অতুলনীয় হওয়া সত্ত্বেও কখনো কখনো মানুষের নিকট মন্দ লাগে।

হাদীস শরীফঃ হুযূর নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- বেহেশ্তের চতুর্পার্শ্বে 'কঠিন অপছন্দনীয় বিষয়াদি' (مكاره) আর দোযখের চতুর্পার্শ্বে 'রিপুর কুপ্রবৃত্তিসমূহ' দাঁড় করানো হয়েছে। কারণ, কাফির ও পাপীদের নিকট দুনিয়ায় মন্দ কার্যাদি (কুফর ইত্যাদি) এমনই সুশোভিত হিসেবে দৃষ্ট হয় যে, তাদের নিকট সেগুলো ব্যতীত অন্য কিছু ভাল লাগে না। কিন্তু পরকালে সেগুলোর বাস্তব অবস্থা এমনই অপছন্দনীয় আকৃতিতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে যে, সেগুলো দেখে তারা ভয় পেয়ে যাবে। তখন তাদেরকে বলা হবে, "এ গুলো তো তোমাদের ঐসব কৃতকর্ম, যেগুলো তোমরা দুনিয়ায় সম্পন্ন করতে! যেগুলো আজ এতোই কুৎসিৎ আকৃতিতে তোমাদের সম্মুখে হাযির হয়েছে। আর সেগুলোর প্রকৃত অবস্থা ও আকৃতিতো এটাই।" যেগুলোকে তোমরা দুনিয়ায় অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম আকৃতিতে দেখতে। তোমাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিলো যে, তোমরা এসব মন্দ কার্যাদির বাহ্যিক আকার দেখোনা। কারণ, সেগুলোর প্রকৃত আকৃতি অত্যন্ত মন্দ ও কুৎসিৎ। কিন্তু তখন তোমরা কোন কথাই মান্য করোনি।"

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ আল্লাহওয়ালা বান্দাদের নজরে দুনিয়াতেই ঐসব মন্দ কার্যাদি কুৎসিৎ আকারেই দৃষ্ট হয়ে থাকে। সেগুলোকে তাঁরা সুন্দর আকৃতিতে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করেন।

(★ পাদটীকার অবশিষ্টাংশ)

ঘটনাঃ হযরত শেখ আবূ বকর দারীর রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেন, "আমার প্রতিবেশে একজন নেক্কার লোক বসবাস করতেন, যিনি রাতে ইবাদত করতেন আর দিনে রোযা পালন করতেন। একদিন সে আমার নিকট এসে বললো, "আমি রাতে ঘুমের চাপে 'ওযীফাসমূহ' পড়তে পারিনি। ঘুমে স্বপ্ন দেখলাম যে, আমার হুজরা (কামরা) বিদীর্ণ হয়ে গেলো আর আমার ঐ হুজরা থেকে কিছু সংখ্যক যুবতী সুন্দর অবয়বে বের হয়ে আসলো। তাদের মধ্যে একজন অত্যন্ত কুৎসিৎ ও অপরিচ্ছন্ন আকৃতি সম্পন্নাও ছিলো।' আমি তাদেরকে বললাম, "তোমরা কার বাঁদী? আর এই কুৎসিৎটা কার?" তারা সবাই বললো, 'আমরা সবাই তোমার ঐসব রাত, যেগুলো তুমি আল্লাহ্ তা'আলার 'যিক্‌র'-এর মধ্যে কাটিয়েছো। আর এই কুৎসিৎ চেহারা সম্পন্না হচ্ছে তোমারই ঐ রাত যাতে তুমি তোমার ওযীফা ইত্যাদি ও ইবাদত-বন্দেগী ছেড়ে ঘুমাচ্ছো। আর যদি তুমি এ রাতে মৃত্যুবরণ করতে তবে এ রাতটা তোমার জন্য এই কুৎসিৎ আকৃতিতে নসীব হতো!' অতঃপর ঐ কুৎসিৎ চেহারাসম্পন্নটা এ শ্লোক আবৃত্তি করলো–

إِسْأَلْ بِمَوْلَاكَ وَارْدُدْنِي إِلَى حَالِي ÷ فَأَنْتَ تَبْحَثْنِي مِنْ بَيْنِ أَشْكَالِي
وَقَدْ أَرَدْتَ بِخَيْرٍ إِذْ وَعَظْتَ بِنَا ÷ أَبْشِرْ فَأَنْتَ مِنَ الْمَوْلَى عَلَى حَالِي

অর্থাৎ "আপন মালিক ও মাওলার দরবারে আমার সম্পর্কে প্রার্থনা করো যেন তিনি আমাকে আমার মূল আকৃতিতে ফিরিয়ে নেন! কারণ, তুমিইতো আমাকে কুৎসিৎ করেছো। তুমি তো সৎকর্মের ইচ্ছা পোষণ করেছিলে। সেটারই তো আমাদেরকে নসীহত করে থাকো। এর উপর তোমাকে মোবারকবাদ যে, তুমি আমাদের প্রভু।"

অতঃপর সুন্দর আকৃতি সম্পন্নাদের একজন এ পংক্তিটা আবৃত্তি করলো–

نَحْنُ اللَّيَالِي اللَّوَاتِي كُنْتَ تَسْهَرُهَا ÷ تَتْلُو الْقُرْآنَ بِتَرْجِيعٍ وَإِنَّاتٍ

অর্থাৎ "আমরা হলাম তোমার ঐসব রাত, যেগুলোকে তুমি সুন্দর সুরে যথাযথভাবে কোরআন পাঠ করে জীবিত রেখেছিলে!"

"কোন বুযর্গ ব্যক্তি বলেন, "নাফস্ বা রিপুর একটা দোষ উন্মোচিত হওয়া 'মালাকূত' বা ফিরিশ্‌তা জগতের দ্বার উন্মোচিত হওয়া অপেক্ষাও শ্রেয়। কারণ, মানুষের উদ্দেশ্য হচ্ছে– স্বভাব ও নাফ্‌সকে সংশোধন করা। আর পানাহার ও নিদ্রা ইত্যাদি হচ্ছে চতুষ্পদ প্রাণীদেরই বৈশিষ্ট্য আর মানুষের স্বভাবের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি মাত্র।"

সুতরাং এ পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের উচ্চাভিলাষ করে পরকালের স্থায়ী সুখ-শান্তিকে বিনষ্ট করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

★★ শানে নুযূলঃ বর্ণিত আছে যে, মক্কার কাফিরগণ বললো, "হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আপনি বলছেন যে, মূসা আলায়হিস্ সালামের 'লাঠি' ছিলো, যা দ্বারা তিনি মাটিতে আঘাত করলে তা থেকে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হতো, আপনি আরো বলছেন যে, ঈসা আলায়হিস্ সালাম মৃতদের জীবিত করতেন এবং হযরত সালিহ্ আলায়হিস্ সালাম 'উষ্ট্রী' পাথর থেকে বের করেছেন। আপনিও আমাদেরকে সেগুলো থেকে কোন মু'জিযা দেখান। যদি আপনি আমাদেরকে সেগুলো থেকে কোন মু'জিযা দেখান তবে আল্লাহ্‌রই শপথ! অবশ্যই আমরা আপনাকে নবী হিসেবে মেনে নেবো।" আর এ কথার উপর তারা খুব জোর দিলো, বিভিন্ন ধরণের শপথ করলো।

তিনি এরশাদ করমালেন, "বলো, তোমরা কী চাও!" তারা বললো, "আমরা চাচ্ছি– আপনি সাফা পর্বতকে স্বর্ণ করে দিন অথবা আমাদের কোন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দিন, যাতে আমরা আপনার সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি আপনি সত্য নবী কিনা। অথবা ফিরিশ্‌তাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসুন যাতে তারা আমাদের নিকট এ মর্মে সাক্ষ্য দেন যে, আপনি সত্য রসূল।"

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, যদি আমি সেগুলোর একাংশ পূরণ করে দিই তবে তোমরা কি সত্যই ঈমান আনবে? তারা বললো, "আল্লাহ্‌রই শপথ! আমরা অবশ্যই আপনার উপর ঈমান আনবো।" মুসলমানগণও রসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে আরয করতে লাগলেন, "হুযূর! আপনি অবশ্যই তাদেরকে কিছু না কিছুই দেখিয়ে দিন, যাতে এসব লোক ঈমানের মূল্যবান সম্পদ লাভ করে ধন্য হয়।" তখন হুযূর (দঃ) তা নিয়ে চিন্তিত হলেন। অতঃপর হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম হাযির হলেন এবং আরয করলেন, "আপনি ইচ্ছা করলে উপরোক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে; কিন্তু এইসব হতভাগা ঈমান আনবে না। আর আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদেরকে অস্বীকার করতে দেখবেন তখন তাদেরকে এমন শাস্তিতে লিপ্ত করবেন, যার ফলে তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনি যদি তাদেরকে তাদের আপন অবস্থার উপর ছেড়ে দেন তাহলে তাদের কারো কারো তাওবা করার তৌফিক নসীব হবে।" এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান– ক্বোরাঈশের কাফিরগণ আল্লাহ্‌র নামে শপথসমূহ করেছে, তারা তাদের শপথগুলোতে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। শপথগুলোর মধ্যে পূর্ণ তাকিদ করেছে; কিন্তু তারা ঈমান আনবেনা। কারণ, তাদের মধ্যে কুফর ও গোঁড়ামীর ব্যাধি রয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ'তে এ ইঙ্গিতে রয়েছে যে, কাফিরদের শপথসমূহ মিথ্যা। এ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়না যে, আল্লাহ্ তা'আলা মু'জিযাদি (অলৌকিক ক্ষমতাসমূহ) প্রকাশই করেন না; বরং তাদেরই জন্য প্রকাশ করেন না, যারা আদিকাল (ازل) থেকেই তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত।

(তাফসীর-ই-রূহুল বয়ান)

★★★ সপ্তম পারা সমাপ্ত।